NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ স্পেন সফর শেষে, প্রাপ্তির ঝুলিতে...

লাগাতার বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখ শীতকালীন সবজি ৬

কলকাতা ৯ অক্টোবর ২০২৩ ২১ আশ্বিন ১৪৩০ সোমবার সপ্তদশ বর্ষ ১২০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 9.10.2023, Vol.17, Issue No. 120, 8 Pages, Price 3.00

সাগরদিঘিতে ৫ম ইউনিটের ভাবনা

সাগরদিঘি: রাজ্য সরকার মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটিকে ২২৫০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন রাজ্যের সর্ববৃহৎ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তুলতে চলেছে। ইতিমধ্যেই সেখানে ৪টি ইউনিট থেকে ১৬০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার সেখানে একটি পঞ্চম ইউনিট গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের পরিকাঠামো সহ এই ইউনিট গড়ে তুলতে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। নতুন ইউনিট নির্মাণ ও আধুনিকীকরণ খাতে সাগরদিঘিতে ৪,৪০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে বলে বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে জানা গেছে। উত্তরদিকে ১৩ কিমি দূরে মণিগ্রাম এলাকায় ৯০০ একর জমির ওপর গড়ে তোলা হয়েছে সাগরদিঘী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি। এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম দু'টি ইউনিট গড়ে ওঠে বাম জমানায় একটি চিনা সংস্থার হাত ধরে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জমানায় এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটির তৃতীয় ও চতুর্থ ইউনিট গড়ে তোলার দায়িত্ব পেয়েছিল দেশের রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা ভেল। ওই দুটি ইউনিট ৫০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে। ৫টি ইউনিট একসঙ্গে চালু হয়ে গেলে এখান থেকে নিত্যদিন ২২৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

ফিরলেন নুসরত

জেরুজালেম, ৮ অক্টোবর: হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে ভারতের অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা গিয়েছিলেন ইজরায়েল। আচমকাই শনিবার সকাল থেকে সেখানে প্যালেস্তানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হানা শুরু হয়। দুপুর সাড়ে বারোটার পর থেকেই অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায়, প্রবল দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাঁর টিম। তবে রবিবার দুপুরে দেশে ফিরলেন নুসরত ভারুচা। অভিনেত্রীর টিমের তরফে ইতিমধ্যেই সেই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। টিমের তরফে জানানো হয়েছে, অভিনেত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে দেশে ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নুসরত।

বিস্তারিত -৭ এর পাতায়

ফিরহাদ, মদনের বাড়ি-সহ বহু স্থানে হানা সিবিআইয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ইডি-র পর এবার সিবিআই অভিযান। রবিবার সকাল পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম থেকে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র, একের পর এক বাড়িতে হানা দিল সিবিআই। হানা দেওয়া হয়েছে কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যানের বাড়িতে। হালিশহরেও গিয়েছে সিবিআই।

এদিন প্রায় সকাল ৬ টা থেকেই বেরিয়ে পড়ে সিবিআই-এক একাধিক টিম। পৌঁছে যায় রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কলকাতা ও আশপাশের জেলা মিলিয়ে ১২ টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। তল্লাশি চলে রাজ্যের পুরমন্ত্রী তথা মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতে। সিবিআই-এর তরফে জানানো হয়েছে, ডিপিএসসি অর্থাৎ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও পুরসভার নিয়োগ ঘিরে যে দুর্নীতির অভিযোগ সামনে এসেছে, তারই তদন্তে তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থার আধিকারিকেরা পৌঁছে যান ফিরহাদের বাড়িতে। প্রথমে আধিকারিকেরা নিয়ে নেন তাঁর মোবাইল। পরে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখা হয় বলে সূত্রের খবর। এর আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে একাধিক নেতা-মন্ত্রীর বাড়িতেও চলেছে তল্লাশি। এরই সঙ্গে এদিন পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ফিরহাদের বাড়িতে প্রথমবার চলে সিবিআই তল্লাশি। সূত্রের খবর, এক আমলাযোগেই রাজ্যের এই হেভিওয়েট মন্ত্রীকে আতস কাচের তলায় রাখেন তদন্তকারীরা। সিবিআই বের হতেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন ফিরহাদ হাকিম। আর সেই সাংবাদিক বৈঠকে কখনও চোখ ছলছল ফিরহাদের, কখনও চূড়ান্ত ক্ষোভে ফেটে পড়তেও দেখা যায় তাঁকে। মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিমকে পাশে বসিয়ে ফিরহাদ প্রশ্ন করেন, 'আমি কি চোর? বারবার আমাকে, আমাকে পরিবারকে হেনস্থা করা হচ্ছে।' ফিরহাদ বলেন, কখনও তাঁকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, কখনও দিনভর তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চলছে।

> 'কী অপরাধ করেছি? মানুষের পাশে যে কোনও সময় দাঁড়িয়েছি, সেটাই অপরাধ। বারবার কেন হেনস্থা করা হচ্ছে? আইন অনুযায়ী, পুরমন্ত্রীর পুরনিয়োগের সঙ্গে কী সম্পর্ক আছে? পুরনিয়োগের কোনও ফাইল পুরমন্ত্রীর কাছে আসে? না আইন অনুযায়ী হয়, না প্রসিডিওর অনুযায়ী হয়। কেন এটা করা হচ্ছে?'
>
> ফিরহাদ হাকিম

সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, মোট ১২ টি জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়েছে এদিন। এর মধ্যে রয়েছে কলকাতা, কাঁচড়াপাড়া, ব্যারাকপুর, হালিশহর, দমদম, নর্থ দমদম, কৃষ্ণনগর, টাকি, কামারহাটি, চেতলা ও ভবানীপুর। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে তদন্ত হচ্ছে, তার ভিত্তিতেই এই তল্লাশি চালানো হয় বলে দাবি সিবিআই-এর। সঙ্গে এও জানানো হয়, কামারহাটি, বরাহনগর, হালিশহর, দমদম সহ রাজ্যের ৬০টি পুরসভায় গ্রুপ সি এবং ডি সহ একাধিক পোস্টে বেআইনি ভাবে নিয়োগের যে অভিযোগ উঠে এসেছে তার গোটা বিষয়টা সামনে আসে সামান্য একটা ডাস্টবিন থেকে।

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে তল্লাশি করতে গিয়ে অন্যতম অভিযুক্ত অয়ন শীলের সল্টলেকের অফিসের ডাস্টবিন থেকে উদ্ধার হয়েছিল পুর নিয়োগ সংক্রান্ত ওএমআর শিট সহ আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ নথি। সেই সূত্র ধরেই এদিনের এই অভিযান শাসকদলের দুই হেভিওয়েটের বাড়িতে। এছাড়াও প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায়ের বাড়ি, উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুর প্রধান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি, টাকির চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, দমদম পুরসভার পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিংয়ের বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআইয়ের দল। এছাড়াও নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারেরও বাড়িতে তল্লাশি অভিযান করে সিবিআই। ২০১৪ থেকে ২০১৭ সালে পুরসভার গ্রুপ ডি ও গ্রুপ সি- নিয়োগে একাধিক বেনিয়ম নজরে এসেছে বলে অভিযোগ। সেই দুর্নীতির তদন্তে জেলার একাধিক পুরসভার প্রাক্তন ও বর্তমান পুরপ্রধানের বাড়িতে হানা কেন্দ্রীয় সংস্থার। নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদার ২০১৬ - ২০২০ সাল পর্যন্ত পুরপ্রধান ছিলেন। তাই নিয়োগ দুর্নীতিতে নিশানায় তিনি। কাঁচরাপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান সুদমা রায়ের বাড়িতে রীতমতো আলমারির চাবি না পেয়ে তা ভেঙে নথির খোঁজে তল্লাশি চালানো হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, পুরসভার এই দুর্নীতিতে মূলত ডিপিএসসি অর্থাৎ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ ও পুরসভাগুলির নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সংস্থাকেই বরাত দেওয়া হত বলে অভিযোগ। নিয়োগের পরীক্ষার সব ব্যবস্থাও করত ও সংস্থা। ওএমআর শিট তৈরি, প্রিন্ট করা, স্ক্যান করা থেকে শুরু করে পরীক্ষার পর মেরিট লিস্ট তৈরি করার মতো কাজও ওই সংস্থাই করত। এই ঘটনায় নাম সামনে আসছে ওই সংস্থার ডিরেক্টর ও বেশ কয়েকজন নেতার। শুধু তাই নয়, এই সংস্থার মাধ্যমেই নিয়োগে বেনিয়ম হয়েছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি চালানো হয় বলে সিবিআই সূত্রে খবর। এর আগে রাজ্যের আর এক মন্ত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালায় ইডি। পুর-নিয়োগ মামলায় ৫ অক্টোবর রথীন ঘোষের বাড়িতে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সংস্থার আধিকারিকেরা। গভীর রাত পর্যন্ত সেই তল্লাশি চলেছিল। সাড়ে ১৯ ঘণ্টা পর রাত পৌনে ২টো নাগাদ তদন্তকারীরা রথীনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন।

তল্লাশিতে 'নো টেনশন', সুপার কুল মদন মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই। তবে তাতে কী! তিনি তো সুপার কুল। অসংখ্য 'গোপিনী' নিয়ে দিব্যি সুখী 'রঙিন' বিধায়ক মদন মিত্র। রবিবার সিবিআই বের হতেই কামারহাটির বিধায়ককে সাংবাদিক মহল প্রশ্ন করে, কী প্রশ্ন করেছে সিবিআই? মদন মিত্রের দাবি, তাঁর ক'টা বউ জানতে চেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুধু তাই নয়, তিনিও সিবিআইকে পাল্টা প্রশ্ন করে জানতে চেয়েছেন, তাঁর অভিনীত 'ও লাভলি' সিনেমা সিবিআই আধিকারিকরা দেখেছেন কি না। পুর-নিয়োগ মামলায় রবিবার রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা কামারহাটির বিধায়ক মদনের ভবানীপুরের বাড়িতে যায় সিবিআই। তাঁর দক্ষিণেশ্বরের বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআই। বিধায়কের অফিসেও যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। টানা জিজ্ঞাসাবাদ শেষে বিকেলে যখন তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি তখনও মদনের মুখে দুষ্টু মিষ্টি হাসির ছোঁয়া। ব্র্যাকব্রাশ করা চুল, চোখে কালো রোদচশমা। মদনের দাবি, ঠিক কোন পুরসভায় নিয়োগ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হচ্ছে, সেটাই ঠিক ভাবে বলেননি সিবিআই আধিকারিকরা। তৃণমূল বিধায়ক বলেন, 'আমাদের অফিসে ভিক্ষা করতে এলে এক কেজি চাল, একটু ডাল, মিষ্টি দিই। বাচ্চা এলে তাকে চকোলেট দিই। তাই টেট হোক, গ্রুপ ডি হোক,

আমাদের অফিসে যদি কেউ চাকরির খোঁজে আসে, তাঁকে তো ডান্ডা মেরে তাড়াতে পারি না। ফলে অনেকেই এসেছেন। হাজার হাজার আবেদন করেছেন মানে হাজার হাজার চাকরি হয়েছে, এমন তো নয়।' তিনি জানান, পুরসভার নিয়োগে তাঁর কোনও হাত নেই। তৃণমূল বিধায়কের সংযোজন, 'আমি মদন মিত্র। বুকের পাটা ফুলিয়ে বলছি, ছেলেমেয়েদের চাকরির জন্য শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত লড়াই করব। কিন্তু তাতে যদি কেউ এক ইঞ্চি দুর্নীতি প্রমাণ করতে পারে, ধরতে হবে না। আমি নিজে গলায় দড়ি দিয়ে গঙ্গায় লাফ দেব।'

কলকাতায় ফিরে এসেও অভিষেকের সঙ্গে সাক্ষাৎ এড়ালেন রাজ্যপাল বোস

১৪৪ ধারা ভেঙে ধরনা কেন? চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং আবাস যোজনা ইস্যুতে রাজভবনের উত্তর গেটের সামনে ধরনায় বসেছে তৃণমূল নেতৃত্ব। সেখানে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য সহ রাজ্যের তাবড়-তাবড় বিধায়ক নেতা মন্ত্রীরা। একদিকে যখন রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার দাবিতে অনড় অভিষেক, অন্য দিকে, রবিবার সন্ধেয় কলকাতায় ফিরেও কেন্দ্রীয় বঞ্চনার দাবিতে ধরনা আন্দোলনকারী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করলেন না রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

এদিন কলকাতায় নেমে রাজভবনের পথে রওনা হন রাজ্যপাল বোস। বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আমি একবার দেখা করেছি। চাইলে আবার দেখা করব। কিন্তু তার আগে আইন শৃঙ্খলা ঠিক করতে হবে। তার পর সাক্ষাৎ।'

এদিকে, রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস কলকাতায় আসার আগেই রাজভবনের সামনে ১৪৪ ধারা অমান্য করে কীভাবে ধরনা মঞ্চ হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এ বার সেই প্রশ্ন তুলেই নবান্নকে চিঠি পাঠাল রাজভবন। সেখানে বেশ কিছু প্রশ্ন তোলা হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। রাজভবন সূত্র জানিয়েছে, রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে চিঠি লেখা হয়েছে। রবিবার সন্ধ্যার পরেই রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস কলকাতা ফিরেছেন। ঠিক তার আগেই নবান্নে গিয়েছে রাজভবনের চিঠি।

কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগে 'দিল্লি চলো' কর্মসূচি নিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানেই তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পুলিশ দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ করেছিলেন অভিষেক। অভিযোগ ছিল, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁদের সময় দিয়েও দেখা করেননি। উল্টে আটক করা হয় তৃণমূল নেতৃত্বকে। নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। থানা থেকে বের হওয়ার পরেই রাজভবন অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন অভিষেক। পরে রাজ্যে ফিরে ৫ অক্টোবর তাঁর নেতৃত্বে রাজভবন অভিযান হয়।

কিন্তু রাজভবনে তৃণমূল এলেও রাজ্যপাল তাঁদের সঙ্গে দেখা করেননি। তিনি সেই সময় উত্তরবঙ্গে ছিলেন। সেখান থেকেই সোজা দিল্লি চলে যান। রবিবার কলকাতায় ফেরেন রাজ্যপাল। তবে বিমানবন্দর থেকেই সাফ জানান, আইন শৃঙ্খলা ঠিক হলে তবে সাক্ষাতের বিষয়।

রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার জন্য বৃহস্পতিবার সময় চেয়েছিল তৃণমূল। অভিষেক রাজভবনের সামনের সমাবেশ থেকে জানান, বৃহস্পতিবার ইমেল মারফত রাজ্যপাল তাঁদের জানিয়েছেন, শিলিগুড়িতে গিয়ে দেখা করতে হবে। এরপর একেই 'জমিদারি মানসিকতা' বলে কটাক্ষ করেন অভিষেক। অভিষেকের কটাক্ষের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রাজভবন সূত্রে রাজ্যপালের জবাব মেলে। রাজ্যপাল জানান, 'জমিতে বা মাটির কাছাকাছি পৌঁছনো জমিদারি নয়। বরং, জমিতে না নেমে শহরের বিলাসী আস্তানায় বসে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণ করা হল নব্যজমিদারি। রাজ্যপালের কাছে এই মাটি এবং তার মানুষ পবিত্র।' এরপরই শনিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আলোচনার জন্য তৃণমূলকে সময় দেন। তবে কলকাতায় নয়, দার্জিলিঙের রাজভবনে। তা নিয়েও একপ্রস্ত বিতর্ক হয়।

শনিবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আলোচনার জন্য তৃণমূলকে সময় দেন। তবে কলকাতায় নয়, দার্জিলিঙের রাজভবনে। তা নিয়েও একপ্রস্থ বিতর্কও হয়।

রবিবার রাজ্যপাল ফেরার পর অভিষেকের ধরনা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল সিভি আনন্দ বোসকে। জবাবে তিনি একটি নীতিমালার গল্প শোনান। রাজভবন সূত্রে সেই বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। জঙ্গলের সিংহী, সিংহ শাবক, হরিণ, বাইসন এবং হাতিকে নিয়ে ওই গল্প শুনিয়েছেন রাজ্যপাল।

রকেট হামলার জবাব দিতে তৈরি ইজরায়েল, হুঁশিয়ারি

শুরু 'অপারেশন আয়রন সোর্ড'

জেরুজালেম, ৮ অক্টোবর: ইজরায়েলে আচমকা প্যালেস্তানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর হামলার পর কঠোর অবস্থান নিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এক ভিডিও বার্তায় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, শত্রুদের এবার চরম জবাব দেওয়া হবে। যা হবে নজিরবিহীন। তিনি আরও বলেছেন, 'এই যুদ্ধ আমরা জিতবই'। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ মানুষ, সেনা এবং জঙ্গি-সহ ৫০০ জনের বেশি নিহত হয়েছেন।

এদিকে, নেতানিয়াহুর হুমকির পর রাষ্ট্রসংঘ গাজায় তাদের আশ্রয় শিবিরগুলি খুলে দিয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েক হাজার ফিলিস্তিনি সেখানে আশ্রয় নিয়েছেন।

প্যালেস্তানীয় জঙ্গিগোষ্ঠী হামাসের 'অপারেশন আল আকসা ফ্লাড'-এর জবাবে ইজরায়েল 'অপারেশন আয়রন সোর্ড' শুরু করেছে শনিবার রাতেই। গাজার উপকূলীয় এলাকায় তুমুল বোমা বর্ষণ করেছে ইজরায়েলি বাহিনী। হামাসের রকেট হামলার জবাবে ইজরায়েল শনিবার যুদ্ধ ঘোষণা করে। শনিবার রাতভর ১৭টি জায়গায় তুমুল সংঘর্ষ হয়। নেতানিয়াহুর লক্ষ্য, হামাসের হাতে বন্দি ইজরালেয়ের সাধারণ মানুষ এবং সেনা ও সরকারি কর্তাদের মুক্ত করা। তাদের মধ্যে বেশ কিছু শিশু এবং নারী হয়েছেন। অন্যদিকে, হামাসের দাবি, ইজরায়েলের কারাগারে বন্দি ফিলিস্তিনিদের মুক্তি দিতে হবে।

শনিবার সকালেই জঙ্গিগোষ্ঠী হামাস গাজা সীমান্ত থেকে মাত্র ২০মিনিটের মধ্যে পাঁচ হাজার রকেট ছোড়ে। যার জেরে কঠোর জবাবের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইজরায়েল।

ইসরায়েলের অভ্যন্তরে হামাসের আকস্মিক হামলার একদিন পর, দক্ষিণ ইসরায়েলের বিভিন্ন এলাকায় ফিলিস্তিনি যোদ্ধা এবং ইসরায়েলি বাহিনীর মধ্যে ভয়াবহ লড়াই অব্যাহত রয়েছে। এদিকে, হিজবুল্লাহ লেবানন থেকে অধিকৃত শেবা ফার্মে মর্টার হামলার দায় স্বীকার করেছে। ইসরায়েল বলছে, তারা কামান হামলার জবাব দিয়েছে।

ইজরায়েলি সেনা সূত্রে খবর, ২২টি জায়গায় হামাস জঙ্গিদের সঙ্গে ব্যাপক লড়াই চলছে। ইজরায়েলি সেনার মেজর জেনারেল ঘাসান আলিয়ান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হামাসদের উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গাজায় ১০০-র বেশি বাড়ি হামাসের রকেট হামলায় গুঁড়িয়ে গিয়েছে। ইজরায়েলি সেনার এক মুখপাত্র রিচার্ড হেক্ট বলেন, 'জঙ্গিরা সাধারণ মানুষের বাড়িতে ঢুকে হামলা চালিয়েছে। ঘরে ঢুকে হত্যা করেছে নিরীহ মানুষকে। এর জবাব আমরা দেবই।'

এই মুহূর্তে ইজরায়েলের কাছে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হল হামাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমান্ডোদের খুঁজে বের করা। শনিবার রকেট হামলার সময়ই অস্থির পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে হামাস বাহিনী ইজরায়েলের বেশ কিছু শহরে ঢুকে পড়েছে।

বিরাট-রাহুলের কাঁধে ভর করে অজি বধ ভারতের

চেন্নাই, ৮ অক্টোবর: ভারতের ইনিংসের প্রথম দু'ওভারের ম্যাচ দেখে অতি বড় ভারতীয় সমর্থকও ভাবেননি বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে জিতবেন তাঁরা। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে এর থেকে খারাপ শুরু কিছু হতে পারত না। বিরাট কোহলির ৮৫ আর রাহুলের অপরাজিত ৯৭ রানের ইনিংসে ভর করে ৪১.২ ওভারে জয়ের রান তুলে নিল ভারত। রবিবার অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় বোলিংয়ের দাপটে মাত্র ৪৯.৩ ওভারে ১৯৯ রানের লক্ষ্য রেখে গুটিয়ে যায় অজিদের ইনিংস। রবিবার টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় অস্ট্রেলিয়া। পরের দিকে পিচ স্লো হবে আশা করে এই সিদ্ধান্ত প্যাট কামিন্সের। প্রথম উইকেট পড়ে মাত্র ৫ রানের মাথায়। বুমরাহর বলে মিচেল মার্শ স্লিপে ক্যাচ দিয়ে আউট। এরপর ওয়ার্নারের সঙ্গে জুটি বাঁধেন স্টিভ স্মিথ। দীর্ঘদিন ধরে রান না পাওয়া এই জুটি ৬৯ রানের পার্টনারশিপ করে। ওয়ার্নারকে ফেরান

কুলদীপ। ৪১ রানে ফেরেন ওয়ার্নার। ২৭ রানে ফেরেন মারনাস লাবুশানে। একই ওভারে ফেরেন অ্যালেক্স ক্যারি। জাদেজা এক ওভারে পরপর দুই বড় ব্যাটসম্যানেকে প্যাভিলিয়নের পথ দেখাতেই ভারতীয় দল তেতে ওঠে। এরপর কুলদীপ ফেরান গ্লেন ম্যাক্সওয়েলকে। ঠিক তার পরের ওভারেই অশ্বিনের বলে আউট হন ক্যামেরন গ্রিন। প্যাট কামিন্স কিছুটা লড়াই করার চেষ্টা করলেও মাত্র ১৫ রান করে বুমরাহর বলে তিনি আউট হন। এরপর ফেরেন অ্যাডাম জাম্পা। তিনি করেন মাত্র ৬ রান। শেষের দিকে রান করার আশা বাঁচিয়ে রাখেন মিচেল স্টার্ক। ২৮ রান করে তিনি প্যাভিলিয়নের পথ ধরতেই অজিদের বড় রানের ইনিংস বানানোর আশা ধসে পড়ে তাসের ঘরের মতোই। ভারতের হয়ে জাদেজা নেন তিনটে উইকেট। দুটো উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। একটি করে উইকেট নেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বুমরাহ নেন দুটি উইকেট। শেষে সিরাজ নেন একটি উইকেট। ফলে ৫০ ওভারের আগেই শেষ হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। প্রথম ওভারেই উইকেট হারায় ভারত। অফ স্টাম্পের বাইরের বলে লোভ সামলাতে পারেননি ঈশান কিশন। স্লিপে ক্যাচ দেন তিনি। ঈশানের পর আউট রোহিতও। শূন্য রানে ফিরলেন ভারত অধিনায়ক। রোহিতের পর শূন্য রানে ফিরলেন শ্রেয়স আয়ারও। ২ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায় দলের। রান তাড়া করতে নেমে চাপে ভারত। তবে ভরসা জাগায় রাহল -বিরাটের জুটি। ৭৫ বলে অর্ধশতরান করেন বিরাট। সঙ্গে ভারতের রান পেরোয় ১০০-র গণ্ডি। বিরাটের পরে অর্ধশতরান করেন রাহুলও। ৭২ বলে করেন ৫০ রান। বিরাট আর রাহুলের জুটির ওপর ভর করেই জয়ের স্বপ্ন দেখা শুরু করে টিম ইন্ডিয়া।

সুন্দরবন পুলিশ জেলার উদ্যোগে দুঃস্থদের বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, নামখানা: সুন্দরবন পুলিশ জেলার উদ্যোগে নামখানা থানার ব্যবস্থাপনায় সাড়ে সাত মাইলের অমৃতা গেস্ট হাউসে দুঃস্থ গরিব মানুষদেরকে বস্ত্র বিতরণ করা হল। বস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগরের এসডিপিও দীপাঞ্জন চ্যাটার্জি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই। নামখানা থানার

ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভাস সরকার, ফ্রেজারগঞ্জ কোস্টাল থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক ঋদ্ধি সরকার, এসআই বাবলু বৈদ্য সহ রাজ্য পুলিশের ব্যাচ নম্বর ১৬৫/১৯৯৩ গ্রুপের সদস্যরা। এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্ত কুমার মালি বলেন, সুন্দরবন পুলিশ জেলার এমনই উদ্যোগকে আমি ধন্যবাদ জানাই। নামখানা থানা সাধারণ দুঃস্থ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। পুলিশকে ভয় পাবে তারাই যারা সমাজের দোষী-অপরাধী।

তদন্তকারীরা কিছু নথিপত্র নিয়ে গেছেন: বীজপুরের দুই পুরপ্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত মামলায় ইডির পর এবার তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নামল সিবিআই। রবিবার সাতসকালেই পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে সিবিআই হানা দিল বীজপুর বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁচড়াপাড়া ও হালিশহরে। এদিন কাঁচড়াপাড়ার ডাঙাপাড়ায় প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদামা রায়ের বাড়িতে হানা দেয় সিবিআইয়ের চারজনের প্রতিনিধি দল। প্রাক্তন পুরপ্রধান ও তার পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা। নিয়োগ সংক্রান্ত নথিপত্রও তারা ঘেঁটে দেখেন। আট ঘণ্টা বাদে প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়ি থেকে বেরোনো সিবিআই অধিকারিকরা। সিবিআই হানার পর কাঁচড়াপাড়ার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুদামা রায় বলেন, নিয়োগে কোনও দুর্নীতি হয়নি। তদন্তকারীরা কিছু নথিপত্র নিয়ে গেছেন। অন্যদিকে, এদিন হালিশহর রেল বাউন্ডারি রোড এলাকায় প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায়ের বাড়িতেও এদিন টানা পাঁচ ঘণ্টা কাটান সিবিআই অধিকারিকরা। সিবিআই হানার পর হালিশহরের প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায় বলেন, ওনারা তিন-চার ঘণ্টা ছিলেন। কিছুই বাজেয়াপ্ত হয়নি। ওনারা কিছু নথিপত্র দেখলেন। কিছু নথিপত্র নিয়ে গিয়েছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু কিছুই বাজেয়াপ্ত হয়নি। এদিকে অংশুমান রায়ের বাড়ি থেকে বেরনোর সময় এক সিবিআই অধিকারিক বলেন, তদন্তে সহযোগিতা পেয়েছি। কিছু নথি সংগ্রহ করেছি। সেগুলো খতিয়ে দেখা হবে। এদিন নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারের বাড়িতেও হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা।

শ্রেণিবদ্ধ
বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি Rajesh Houladar, Vill.- Swaruppur, পোঃ Nischintapur, P.S. Tehatta, Dist- Nadia, Berhampore, Murshidabad Notary Public Affidavit Sl. No. 4452. Dt. 29-09-2023 আমি ধর্মান্তরীত হয়ে Aziz Sekh হলাম Rajesh Houladar এবং Aziz Sekh এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ব্যারাকপুরে আন্তঃক্লাব সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সাংসদ-মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর এথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় রবিবার আয়োজিত হল ২৪ তম আন্তঃক্লাব সন্তরণ প্রতিযোগিতা। উক্ত প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া সাঁতারুদের উৎসাহ দিতে এদিন হাজির ছিলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের সাংসদ অর্জুন সিং, রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া, ব্যারাকপুরের পুরপ্রধান ও উপ-পুরপ্রধান যথাক্রমে উত্তম দাস ও সুপ্রভাত ঘোষ প্রমুখ। সাঁতার প্রতিযোগিতায় হাজির হয়ে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, নতুন বছরের শুরুতেই সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে

তার সাংসদ তহবিলের অর্থ বরাদ্দ করা হবে। এখানে অত্যাধুনিক মানের সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার চিন্তা-ভাবনা রয়েছে।

রবিবারের ক্রিকেট ম্যাচ। সেই সঙ্গে পুজোর প্রস্তুতি।ভারতীয় ক্রিকেটের ইউনিফর্ম পরে কুমোরটুলি থেকে থিমের দুর্গা মণ্ডপে নিয়ে গেলেন পাথুরিয়াঘাটা পাঁচের পল্লির মহিলা সদস্যরা।

পলিমাটির নীচে চার দিন! জীবন্ত উদ্ধার সেনা জওয়ান

গ্যাংটক, ৮ অক্টোবর: কথায় আছে, রাখে হরি মারে কে! সেরকমই এক মিরাকেলের সাক্ষী হল উত্তর সিকিম । পলিমাটির নীচে চার দিন চাপা থাকার পর জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হলেন এক সেনাকর্মী । শনিবার লিনথেমতার এলাকা থেকেই ওই সেনাকর্মীকে উদ্ধার করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে লোনক হ্রদ ফেটে প্রবল জলোচ্ছ্বাস আছড়ে পড়ে। বুধবার ভোররাতে তিস্তা নদীর গ্রাসে তলিয়ে যায় উত্তর সিকিমের মঙ্গন জেলা-সহ বিস্তীর্ণ এলাকা। নদীর জল ৪০ ফুট পর্যন্ত উঠে গিয়েছিল। ফলে দোতলা বাড়ি থেকে গাড়ি, বাজার-দোকান- সবই জলের তলায় চলে যায়। তারপর জল সরলেও পলিমাটিতে চাপা পড়ে যায় সবকিছু। এরপর ধীরে-ধীরে পলিমাটি সরিয়ে উদ্ধারকাজ শুরু হতেই মৃতের সংখ্যা যেমন বাড়তে শুরু করে, তেমনই একের পর এক অবাক করা ঘটনার

সাক্ষী হয় উত্তর সিকিম ও উদ্ধারকারী দল। দিন দুয়েক আগেই পলিমাটির নীচে থেকে উদ্ধার হয়েছিল গাড়ি। এবার পলিমাটির নীচে থেকে উদ্ধার হলেন এক সেনাকর্মী। একেবারে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছেন ওই সেনাকর্মী। যা মিরাকেল বলেই মনে করা হচ্ছে।

শনিবার রাতেই মলি-রংপো ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক খুলে দিয়েছে সিকিম সরকার। তবে পর্যটকদের সিকিম যাওয়ায় অনুমতি মেলেনি। গ্যাংটক, লাচেন, লাচুং-সহ সিকিমের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়া পর্যটকদের নীচে নামিয়ে আনার জন্যই এই পথটি খুলে দেওয়া হয়েছে বলে সিকিম প্রশাসন জানিয়েছে।

Call : 98306-94601 / 90518-21054

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৯ই অক্টোবর। ২১ শে আশ্বিন, সোমবার, দশমী তিথী। জন্মে কর্কট রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্রর মহাদশা। বিংশোত্তোরী বুধে র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : কিছু সতর্কতার সাথে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায়। কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছেন। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে। তারা মন্ত্র।

বৃষ রাশি : লেখক শিল্পী সাংবাদিকদ, যারা বেতন ভূক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার, রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বিবাদের দ্বারা, সম্পর্ক ভাঙ্গে। সম্পর্ক গড়তে গেলে, মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ। কৃষ্ণ নাম।

মিথুন রাশি : ভুলো মন আর তাড়াহুড়োর ফলে, আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন, নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক। রান্না করা, খাবার তৈরি নিয়ে, আজ পরিবারে মতবিরোধ। সুস্পষ্ট কথা বলা ভালো, কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন, তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে। কালী নাম।

কর্কট রাশি : স্বজনের সহযোগীতা য়, বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল, আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন, আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান, তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পাবেন। দুর্গা মায়ের নাম।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন, আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন। স্বজনের দ্বারা শুভ হবে।

তুলা রাশি : একাকিত্ত আপনার কাজে ক্ষতি করতে পারে। কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন। হর হর মহাদেব বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সময় আপনার অনুকুল। নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন, আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন। বিদ্যার্থী দের জন্য শুভ। শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতি কে কেন্দ্র করে, যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে-- আপনার মাথায়, সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন, আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো? সদা সর্বদা শিব নাম করুন এগিয়ে চলুন।

মকর রাশি : বানিজ্যে অর্থ লাভ নিশ্চিত। লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন, তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ। শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে। কৃষ্ণ নাম শুভ।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র, আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে ,আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন, অন্যের কথা বেশি শোনেন, তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সংস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন। তারা মন্ত্র উচ্চারণ।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

স্নানপর্ব সেরে মন্দিরে বড় ঠাকুরানি, তোপধ্বনিতে মৃন্ময়ীর আগমনবার্তা

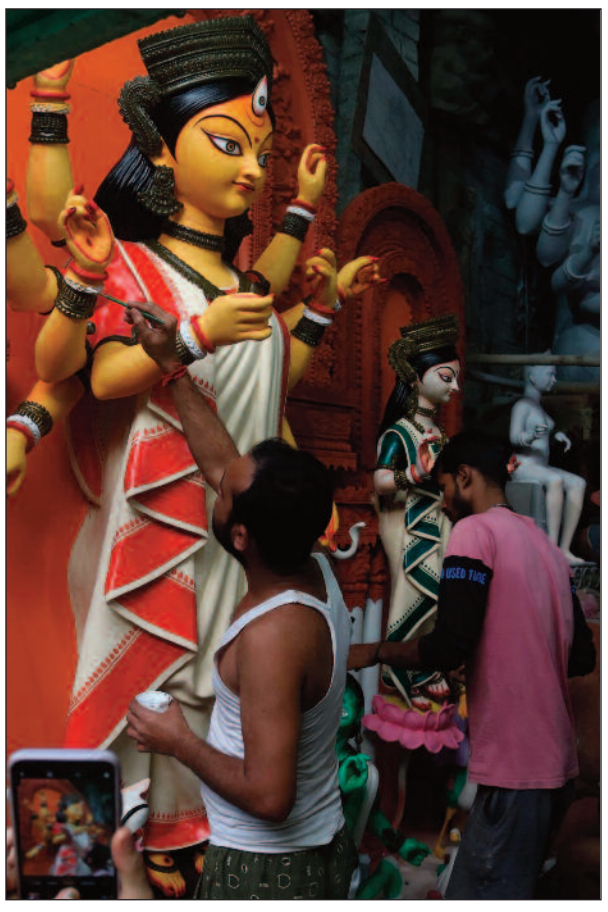

সেজে উঠছেন মা দুগ্‌গা। কুমোরটুলিতে ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুজো শুরু হতে এখনও সপ্তাহ দুই বাকি। মণ্ডপে মণ্ডপে এখন চূড়ান্ত ব্যস্ততা। আর তার মাঝেই আজ থেকে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর মল্লরাজ পরিবারে মহা ধুমধামে শুরু হয়ে গেল দেবীপুজো। ১০২৭ বছরের রীতি রেওয়াজ মেনে স্নান পর্ব শেষে সাত সকালেই রাজ মন্দিরে এলেন বড় ঠাকুরানি। স্থানীয় মুর্ছা পাহাড় থেকে মুহুর্মুহু কামানের শব্দ ঘোষণা করল দেবীর আগমনবার্তা।

প্রাচীন মল্ল রাজত্বের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে দেবী মৃন্ময়ীর ইতিহাস। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগে ছোট এলাকায় বিস্তৃত ছিল মল্ল রাজত্ব। রাজধানী ছিল জয়পুরের প্রদ্যুম্নপুর এলাকায়। ৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে মল্লরাজ জগৎমল্ল শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন। কথিত আছে, পথের খোঁজ করতে করতে ক্লান্ত জগৎমল্ল একসময় ক্লান্ত হয়ে একটি বট গাছের তলায় বসে পড়েন। সেখানেই বিভিন্ন অলৌকিক কাণ্ড কারখানার সম্মুখীন হতে হন। শেষে রাজা দৈববাণী পান ওই বট গাছের নীচে দেবী মৃন্ময়ীর মন্দির স্থাপন করার।

সেই নির্দেশ মোতাবেক রাজা জগৎমল্ল বট গাছের নীচে দেবীর সুবিশাল মন্দির তৈরি করেন। পাশাপাশি ঘন জঙ্গল কেটে রাজধানী সরিয়ে আনেন বিষ্ণুপুরে। তারপর দীর্ঘ ১০২৭ বছর ধরে বহু উত্থান পতনের সাক্ষী এই মৃন্ময়ীর পুজো। কথিত আছে, একসময় এই পুজোয় নরবলি হত। পরবর্তীতে মল্লরাজারা বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলে বলিদান প্রথা বন্ধ করে শব্দকে ব্রহ্মজ্ঞান করে তোপধ্বনির প্রচলন শুরু হয়। সেই প্রথা আজও চলে আসছে। আজও পুজোর প্রতিটি নির্ঘণ্ট ঘোষিত হয় তোপধ্বনির মাধ্যমে।

সারা রাজ্যে দুর্গাপুজো কালিকা পুরাণ মতে হলেও, শুরুর দিন থেকে বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের মৃন্ময়ীয় পুজো হয় একটি প্রাচীন বিশেষ পুঁথি অনুসারে। বলিনারায়ণি নামের সেই পুঁথির নিয়ম নীতি মেনে আজও পুজো চলে আসছে। রাজার পুজো। তাই পুজোর নিয়মকানুন ভিন্ন ধরনের। এই পুজো শুরু হয় জিতাষ্টমীর ঠিক পরের দিন অর্থাৎ নবমী তিথি ধরে। এবছরও তার অন্যথা হল না। আজ নবম্যাদি কল্পারম্ভে সাত সকালে দেবীর আগমন ঘটল প্রাচীন মন্দিরে।

সুপ্রাচীন রীতি অনুসারে আজ রাজ দরবার সংলগ্ন দিঘিতে স্নানপর্ব সেরে মন্দিরে আনা হল বড় ঠাকরুণ অর্থাৎ মহাকালীকে। দেবীপক্ষের চতুর্থী তিথিতে মন্দিরে আসবেন মেজ ঠাকরুন অর্থাৎ মহালদী ।

সঞ্জীব কুমার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া, ডাঃ দেবাশিস গুহ চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, হাওড়া, প্রেম প্রকাশ সিনিয়র ডিএনএইচএম হাওড়া এবং ধওয়াল জৈন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিয়ে গঠিত হল স্বাস্থ্য পরিদর্শকের একটি দল। এই দলটি ডেঙ্গুপ্রবণ এলাকা চিহ্নিত করবে। এছাড়া, কোথাও জল জমে মশার আঁতুর ঘরে পরিণত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রতিদিন যাতে এলাকা পরিষ্কার হয় সে ব্যাপারেও খেয়াল রাখা হবে। এছাড়া, ডেঙ্গুর দাপট কমাতে জল সাধারণকে সজাগ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়।

ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল এমন একটি সভা যা ভারত ও বাংলাদেশের মধুর সম্পর্কের ভীত আরও মজবুত করল। এদিন ভারত সরকার কর্তৃক পদ্মশ্রী উপাধি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক শিক্ষারত্ন সম্মানে ভূষিত শিক্ষাবিদ কাজী মাসুম আখতার উন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখার সভাপতি নিজের বাসভবনে এমনই এক সন্ধ্যার আয়োজন করেন। যেখানে উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ড গোপাল মিশ্র, সেন্ট জেভিয়ার্সের অধ্যাপক ড পবিত্র দেবনাথ, অধ্যাপক ড জ্যোতির্ময় গোস্বামী, অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী-সহ সাংস্কৃতিক জগতের একাধিক কলা কুশলী, চিত্র নির্মাতা, গায়ক, বাচিক শিল্পী, ও সাংবাদিক। এই সংগঠনের মূল উদ্দেশ্যে হল দুটি দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, কূটনৈতিক, সামাজিক, মানবিক মিলনের অন্তরায়গুলি দূরীভূত করে কিভাবে একে অপরের প্রকৃত বন্ধু রাষ্ট্রে পরিণত হতে পারি। ইন্দো বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ অ্যাসোসিয়েশনের সু-সংগঠিত বাংলাদেশ শাখা একই মতাদর্শে কাজ করে চলেছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৯ অক্টোবর ২০ আশ্বিন, ১৪৩০, সোমবার

অভিষেকের ধরনা হিট হওয়াতেই চাপে পড়ে সিবিআই অভিযান, কটাক্ষ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের অভিযানে নামতে দেখা গেল সিবিআইকে। রবিবার সাত সকালে এক সঙ্গে দুই হেভিওয়েট মন্ত্রীর বাড়িতে সিবিআই হানা। এছড়াও জেলায় জেলায় একাধিক তৃণমূল শাসিত পুরসভার পুরপ্রধান ও প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতেও সিবিআইয়ের আধিকারিকরা হানা দেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার এই তৎপরতা দেখে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। টুইটে তিনি লেখেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা হিট'। ধরনায় চাপে পড়ে অন্যদিকে নজর ঘোরানোর চেষ্টায় একের পর এক মরিয়া পদক্ষেপ বিজেপির।

টুইটে গেরুয়া শিবিরকে কটাক্ষ করে কুণাল এও লেখেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধরনা হিট হওয়ার কারণে বিজেপির উপর চাপ বাড়ছে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীকে আসতে হয়েছে। তাতেও ফল শূন্য। রাজ্যপাল কোণঠাসা, পালিয়ে বেরাচ্ছেন। তাই নজর ঘোরাতে রাজনৈতিক পরিকল্পনায় আবার নামানো হল এজেন্সিকে। বিজেপির আত্মরক্ষার অস্ত্র। তবে এই করে তৃণমূলকে দমানো যাবে না।' এরই পাশাপাশি সিবিআই-ইডির অতিসক্রিয়তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয় তৃণমূল শিবির থেকে।

প্রসঙ্গত, রবিবার সকাল ৯টা নাগাদ পুরমন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের চেতলার বাড়িতে হাজির হন সিবিআই আধিকারিকরা। একইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান দিয়ে কলকাতা পুরসভার মেয়র তথা রাজ্যের পুরমন্ত্রীর বাড়ি দুর্গের মতো ঘিরে ফেলা হয়। একইসঙ্গে ভিতরে ঢুকে চলে জিজ্ঞাসাবাদ ও তল্লাশি। এরই পাশাপাশি কিছুক্ষণের মধ্যেই সিবিআই আধিকারিকরা অভিযান চালান কামারহাটির বিধায়ক ও প্রাক্তন মন্ত্রী মদন মিত্রের ভবানীপুরের বাড়িতে। পাশাপাশি তাঁর দক্ষিণেশ্বরের ফ্ল্যাটেও যান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। এছাড়া প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায়ের বাড়ি, উত্তর দমদম পুরসভার প্রাক্তন পুর প্রধান সুবোধ চক্রবর্তীর বাড়ি, টাকির চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি, দমদম পুরসভার পুরপ্রধান হরেন্দ্র সিংয়ের বাড়িতেও হানা দেয় সিবিআইয়ের দল। পাশাপাশি নিউ ব্যারাকপুর পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তৃপ্তি মজুমদারেরও বাড়িতে তল্লাশি অভিযান করে সিবিআই।

সিবিআই রেইড নিয়ে ফেসবুকে গর্জে উঠলেন ফিরহাদ কন্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সিবিআই-ইডির এই রেইড নিয়ে সামাজিক সম্মানহানির কথা আগেই বলতে শোনা গেছে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে। এবার সেই একই সুর শোনা গেল মন্ত্রীকন্যা প্রিয়দর্শিনী হাকিমের পোস্টেও। রবিবার তিনি প্রশ্ন তুলে জানতে চান, 'আমাদের প্রমাণ করার কিছুই নেই। তবে যে সামাজিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে যেতে হল তাঁর দায় নেবে কে?'

রবিবার সকালে চেতালায় ফিরহাদ হাকিমের বাড়িতে হানা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। প্রথমে কারও প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও পরে ভিতরে ঢোকেন মন্ত্রীর বড় মেয়ে প্রিয়দর্শিনী হাকিম। কয়েক ঘণ্টা পর ফেসবুকে পোস্ট করেন তিনি। লেখেন, 'আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি। আমরা কোনওভাবে ভীত নই এই ধরনের রেইড অথবা তল্লাশির ক্ষেত্রে। আমরা কোনও কিছু লুকিয়ে রাখতে চাই না।' ক্ষুব্ধ মন্ত্রী কন্যার প্রশ্ন, 'শুধুমাত্র সামাজিকভাবে অপমান করা এবং মানুষকে অনৈতিকভাবে হেনস্তা করা এই ধরনের তল্লাশির অর্থ কী? কী কারণে অনৈতিকভাবে মিডিয়া ট্রায়াল করা হচ্ছে?' এরই পাশাপাশি সম্মানহানির আশঙ্কা করে প্রশ্ন তুলে প্রিয়দর্শিনী লেখেন, 'সামাজিক সম্মান কি এভাবে থাকছে? পরিবারকে যে মানসিকভাবে হেনস্তা করা হচ্ছে সেটা কি আদৌ উচিত? এর দায় কে দায় নেবে? এই অনৈতিকভাবে তল্লাশি চালানোর পর কিছু না পাওয়া যায় তাহলে?' প্রসঙ্গত, এর আগে ফিরহাদ হাকিমকেও একই প্রসঙ্গে এই একই কথা বলতে দেখা গিয়েছিল। বলেছিলেন, 'ইডি-সিবিআই রেইড কোনও ব্যাপার নয়। কিন্তু এত সামাজিক অসম্মান হয়। সংবাদমাধ্যম চ্যানেলে চালানো হয়। একজন মানুষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত বলে তাঁকে চোরের স্ট্যাম্প লাগিয়ে দেওয়া হয় এটাতে সামাজিক অসম্মান হয়। হয়তো কিছুই পাওয়া যাবে না।'

তদন্তের নামে ভয় দেখানো কাম্য নয়, জানালেন শোভনদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তদন্তের নামে ভয় দেখানো কাম্য নয়। উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কেন্দ্রের শাসকদল এ রাজ্যের নেতা-মন্ত্রীদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে, রবিবার মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতে হানা দেওয়ার পরই এমনই কথা অভিযোগের সুরে বলতে শোনা গেল তৃণমূলের বর্ষীয়ান বিধায়ক তথা পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে।

তবে এর পাশাপাশি এদিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হানা প্রসঙ্গে তৃণমূলের এই বর্ষীয়ান নেতা এও জানান, 'দুর্নীতি প্রমাণিত হলে অভিযুক্তদের কঠোরতম শাস্তি হোক। তবে তদন্তের নামে দীর্ঘদিন তা ফেলে রাখা ঠিক নয়। সারদা কেলেঙ্কারির দশ বছর হয়ে গেল। এখনও কেউ শাস্তি পেল না। এটার কোনও মানে নেই। আছে-আছে করে জিইয়ে রেখে দেওয়া।'

অন্যদিকে বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য এদিনের এই সিবিআই অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের একনেতা অপর নেতার বিরুদ্ধে। এক নেতার বাড়িতে সিবিআই গেলে অন্য নেতা পার্টি করেন। এই বর্তমান অবস্থা।' গোষ্ঠী কোন্দলের কথা উল্লেখ করে তিনি এও বলেন, 'তৃণমূলের কর্মীরাই বলছেন এরপর কাকে ডাকবে? ভিতরে কী কথা হয় আমি বা আমরা কেউই জানি না। সূত্রের খবর বলে কিছু প্রাথমিকভাবে জানা যায়।'

প্রসঙ্গত, রবিবার পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম ও কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রর বাড়িতে হানা দেন সিবিআই আধিকারিকরা। দুই বিধায়কের বাড়িই ঘিরে ফেলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। ভিতরে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে আইনজীবীদের। তবে ঘণ্টা পাঁচেকের অভিযান চালিয়ে কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান সিবিআই আধিকারিকেরা। এরপরই মদন মিত্রের আইনজীবী জানান, কামারহাটির বিধায়কের বাড়ি থেকে কোনও কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

বৃষ্টি দুর্যোগ কাটতেই গরমের দাপট শুরু, তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বৃষ্টির দুর্যোগ কেটেছে, আর বৃষ্টির দুর্যোগ কাটতেই শুরু হয়েছে গরমের দাপট। তাপমাত্রার পারদ ঊর্ধ্বমুখী তিলোত্তমায়, পারদ চড়ছে দক্ষিণবঙ্গের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.৫ ছিল ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি। এই মুহূর্তের দক্ষিণবঙ্গের কোথাও বৃষ্টির ভ্রূকুটি নেই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, ৯ থেকে ১১ অক্টোবর সময়কালে দক্ষিণবঙ্গে কমের দিকেই থাকবে বৃষ্টিপাত। মহানগরীতেও সেভাবে হবে না বৃষ্টিপাত।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ভারী বৃষ্টিপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবারের পর আরও উন্নতি হতে পারে আবহাওয়ার।

উত্তরপ্রদেশের মনরেগা প্রকল্পের দুর্নীতি নিয়ে বিজেপিকে বিঁধলেন মন্ত্রী শশী পাঁজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলায় মনরেগা প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে বলে সরব হতে দেখা যাচ্ছে শাসক বিরোধী শিবির বিজেপিকে। বিজেপি সামনে এনেছে জব কার্ড বাতিলের যুক্তি। সেখানেই লুকিয়ে আছে দুর্নীতির আখড়া। আর এই প্রসঙ্গে উত্তরপ্রদেশের উদাহরণ টেনে বিজেপিকে বিদ্ধও করতে দেখা গেল তৃণমূলের মন্ত্রী শশী পাঁজাকে। রবিবার এই প্রসঙ্গে তিনি এ প্রশ্নও তোলেন, উত্তরপ্রদেশেও লাখ লাখ জব কার্ড বাতিল হয়েছে, কই সেখানে তো কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা আটকে নেই? মন্ত্রী শশী পাঁজা এদিন এও জানান, উত্তরপ্রদেশে মনরেগা প্রকল্প বাস্তবায়নেও দুর্নীতি হয়েছে। শুধু ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে ৪,৪৭৫,৬৩৪টি জব কার্ড বাতিল করা হয়। এরই রেশ ধরে নাম না করে বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে মন্ত্রী শশী পাঁজা বিদ্ধ করে বলেন, 'এটা কি আপনার জমিদারি প্রভুদের ইউপির তহবিল আটকাতে বাধা দিয়েছে?

অবশ্যই না! কারণ দুর্নীতি কখনই আপনার চিন্তার বিষয় ছিল না। এটা প্রতিহিংসার রাজনীতি!'

এদিকে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বঞ্চিনার দাবি তুলে রাজ্যপালের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রচেষ্টায় ধরনায় চালিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতি তাঁদের সঙ্গে দেখাও করেননি। তবে, কলকাতায় এসে বিজেপি মন্ত্রী নিরঞ্জন জ্যোতিও দুর্নীতির বিষয়টির উপর জোর দেন। তাঁদের টাকা দিতে কোনও দোষ নেই, তবে আগে দুর্নীতির পর্দা ফাঁস হোক বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তাঁর পাশে বসেই শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, তৃণমূলের এই 'মিথ্যা নাটক' এর পালটা তাঁরাও পুজোর পর পালটা আন্দোলনে নামছেন।

১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের পুজো, দেখতে আসছে ইউনেস্কো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মধ্য কলকাতার বদনচাঁদ রায় পরিবারের পুজো এবার ১৬৬-তম বর্ষে পা রাখছে। শহরের শতাধী প্রাচীন বনেদিয়ানার ঐতিহ্যশালায় এটি অন্যতম একটি। খাতায় কলমে রায় পরিবারের পুজোর বয়স ১৬৬ বছর। ১৮৫৭ সালে বদনচাঁদের হাত ধরেই মধ্য কলকাতার কবিরাজ লেনে রায় পরিবারের দুর্গাপুজোর শুরু।

১৯৪৬ সালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার কারণে এই বাড়ি থেকে পুজো অন্যত্র সরলেও পরের বছরই তা সস্থানে ফিরে আসে। তদানীন্তন পুলিশ কর্তা সত্যব্রত মুখার্জির অনুরোধে স্বাধীনতা প্রাপ্তির বছরে বদনচাঁদ রায়ের কেনা বাড়িতেই ফিরে আসে পুজো। সেই থেকে বদনচাঁদের পঞ্চম পুরুষ এই ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এখন মধ্য কলকাতার রায় পরিবারের কর্তা পশুপতি রায়ই পুজোর তত্ত্বাবধানে রয়েছেন। এ বছর কলকাতার দু'টি বনেদি পরিবারের পুজো দেখতে আসবে ইউনেস্কোর প্রতিনিধি দল। তার মধ্যে একটি মধ্য কলকাতার এই রায় বাড়ি।

পাঠাগারের ৮২তম জন্ম বার্ষিকী, রিডিং রুমের উদ্বোধনে সাংসদ অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সান্ধ্য সমিতি সাধারণ পাঠাগারের উদ্যোগে পালিত হল পাঠাগারের ৮২তম জন্ম বার্ষিকী ও বিদ্যাসাগরের জন্ম উৎসব। ঠান্ডা পানীয় জল প্রকল্প ও একটি রিডিং রুমের উদ্বোধন করেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, এই পাঠাগারে শুধু বই পড়া হয় না এখানে কম্পিউটার হাব, এডুকেশনাল হাবের মাধ্যমে অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে স্বল্পমূল্যে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে বয়স্ক ও নবীন প্রজন্ম পাঠাগারের উন্নতিকল্পে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলেছেন তার প্রসংশা করেন তিনি। এই পাঠাগারের উন্নতিকল্পে তার সাধ্যমতো সাহায্যের আশ্বাস দেন পুরসভার পুরপ্রধান তথা পাঠাগারের সভাপতি। এছাড়া এলাকার কয়েকটি বিদ্যালয়ের ২০২৩ সালের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানাধিকারী ছাত্র ছাত্রীকে পুরস্কৃত করা হয়। মঞ্চে উপস্থিত এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবীণ সদস্য নারায়ণ ব্যানার্জী ও অমিয় ব্যানার্জীকে সংবর্ধনা জানান হয়। এছাড়া সান্ধ্য সমিতি পাঠাগারের ওপর একটি গীতি আলেখ্য পরিবেশন করেন পাঠাগারের শিল্পীবৃন্দ।

থিমে সন্দীপ দত্তকে স্মরণ সার্ভে পার্ক দুর্গোৎসব কমিটির

শুভাশিস বিশ্বাস

'লিটল ম্যাগাজিন'। এই শধবন্ধের এক অমোঘ টানে বাঙালি ফি-বছর হাজির হত বইমেলায়। আর লিটল ম্যাগাজিন ছিল বাঙালি সংস্কৃতিতে এক প্রতিবাদের ভাষা। আজ সে ভাষা বিস্মৃতির পথে। বর্তমান প্রজন্মের বেশির ভাগেরই সম্যক কোনও ধারনাই নেই এই লিটল ম্যাগাজিন সম্পর্কে। জানেন না সন্দীপ দত্তের নামও। অথচ ইনিই ছিলেন লিটল ম্যাগাজিনের এক স্তম্ভ স্বরূপ। যাঁর আন্তরিক চেষ্টায় টেমার লেনের সামান্য একতলা এক ঘরের মালিক গড়ে তুলেছিলেন 'লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র'। বঙ্গ সংস্কৃতি থেকে এই লিটল ম্যাগাজিনের হারিয়ে যাওয়ার বড় একটা কারণ নিঃসন্দেহে সোশ্যাল মিডিয়া। এখন একটা মুঠো ফোনের হাত ধরে সবার কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে নানা ধরনের সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম। যেখানে নিজের অস্তিত্ব জাহির করতে ব্যস্ত সবাই। এরইসঙ্গে মানুষ হারিয়েছে তাঁর ধৈর্য্যও। সঙ্গে বই পড়ার ইচ্ছেটাও গেছে উধাও হয়ে।

তবে এই লিটল ম্যাগাজিনকে ভুলতে দিতে নারাজ সার্ভে পার্ক দুর্গোৎসব কমিটি। আর সেই কারণেই ২০২৩-এর পুজোর থিম হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে এই লিটল ম্যাগাজিনকে। যেখানে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে টেমার লেনে গড়ে ওঠা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরির আদলেই। আর এরই মধ্য দিয়ে সম্মান জানানো হবে সন্দীপবাবুকেও। থিমের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্মৃতির আড়ালে লিটল ম্যাগাজিন।'

এখানে সন্দীপ দত্ত সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। সন্দীপবাবু সম্পর্কে থিম শিল্পী ঝরনা ভট্টাচার্য জানান, 'প্রতিটি ম্যাজিকের পেছনে থাকে একটা দৃঢ় লজিক। লজিক যেমন ম্যাজিকটা জানে ম্যাজিকও তেমনই। ম্যাজিকটা ডানা মেলে ১৯৭৯ সালের ৮ মে। তার আগে পর্যন্ত 'লিটল ম্যাগাজিন' নামক সাহিত্যর সিন্দুকটি ছিল উপেক্ষার আরেক নাম। সেই উপেক্ষিত সন্তানের মত টিকে থাকা অধ্যায়টি প্রথম বেঁচে ওঠার ডানা মেলতে শুরু করল প্রথম যে স্তম্ভটির হাত ধরে তাঁরই নাম সন্দীপ দত্ত। তাঁরই হাত ধরে শুরু হয় ব্রাত্য, উপেক্ষিত সাহিত্যের আঁতুড় ঘরকে সত্যিকারের ঘরে রূপান্তরিত করারর অদম্য প্রয়াস। যিনি আস্থা ও আশ্চর্যের দ্বৈরথ নিয়ে নাড়িয়ে দিয়েছিলে সমগ্র বাংলার মনন ও চেতনাকে। 'লিটল ম্যাগাজিন কিনুন, লিটল ম্যাগাজিন পড়ুন' স্লোগানে সাজানো টুপি পরে মানুষটি বইমেলায় ঘুরতেন এককালে। আদপে মানুষটা ছিলেন মশাল, বাংলার লিখিয়ে তৈরির আখড়ার পালোয়ান। 'লেখা ছাড়া কাজ কি করিস?'-এর উত্তর না দিতে পারা তরুণদের আশ্রয়ের নাম ছিলেন এই সন্দীপ দত্ত। লিটল ম্যাগাজিনের অভিভাবক তিনি। লিটল ম্যাগাজিন

চর্চা, লিটল ম্যাগাজিন সংরক্ষণে গোটা জীবন লড়াই চালিয়ে গেছেন তিনি। এরপর গত ১৫ মার্চ ২০২৩-এ এই লড়াইয়ে পূর্ণচ্ছেদ টেনে ৭২ বছর বয়সে পরপারে যাত্রা করেন তিনি।'

এরই পাশাপাশি থিম প্রসঙ্গে পুজো কমিটির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস জানান, 'আমরা সন্দীপবাবুকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। আর তার সঙ্গে ওঁনার লড়াই যাতে থেমে না যায় সেই জন্যই এই উদ্যোগ। বইমেলায় বিভিন্ন স্টলে ভিড় ঠেলে বই কিনে বেরিয়ে যাঁরা লিটল ম্যাগাজিনের প্যাভেলিয়নকে পাশ কাটিয়ে চলে যান, তাঁরা হয়ত সন্দীপ দত্তকে উপলব্ধি করতে পারবেন না। কিন্তু লিখতে আসা তরুণদের কাছে তুলসি মঞ্চের সন্ধ্যা প্রদীপ হয়ে থাকবে সন্দীপ দত্তর স্মৃতি। আর সেই স্মৃতি থেকেই আবার জন্ম নেবে নতুন লিটল ম্যাগাজিন, তৈরি হবে এক নতুন পাঠককুল।'

পুজোর এই থিমেকই রূপ দিচ্ছেন সন্দীপ সাহা এবং সুজিত সেন। আবহ তৈরি হয়েছে থিম শিল্পী ঝরনা ভট্টাচার্য এবং সুজয় বিশ্বাসের পাঠে। শুভ এই উদ্যোগকে বহু মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আপ্রাণ লড়াই চালাচ্ছেন এই পুজোরই অন্যতম কান্ডারী কৃষ্ণ গোপাল মল্লিকের। থিমের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রতিমা তৈরি করছেন শিল্পী উত্তম দাস। এখানে দশভুজাকে দেখা যাবে চিরাচরিত বর্শার বদলে লেখনী দিয়ে মহিষাসুরকে বধ করতে। সোশ্যাল মিডিয়া এখানে মহিষাসুর হিসেবে উপস্থাপিত। আলোকসজ্জাও হচ্ছে একেবারে থিমের আদলেই। যাতে সব মিলিয়ে এক পূর্ণতা পায় এই থিম।

এবার আসা যাক সার্ভে পার্কের পুজোর কথায়। ৪৬ বছরে পা দেওয়া এই পুজো এবার হেঁটেছে তার চিরাচরিত পথ থেকে বেরিয়ে এক ব্যতিক্রমী ভাবনায়। এর আগে ঠিক তেমন ভাবে কখওনই থিমের পুজো হয়নি এখানে। ফলে এটা নিঃসন্দেহে এক নতুন আকর্ষণ দর্শনার্থীদের কাছে। পুজোর বাজেটও একলাফে ৭ লাখ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৫ লাখে। ফলে পুজোর চাকচিক্য অনেকটাই বাড়বে সেটাই স্বাভাবিক। এই প্রসঙ্গে পুজোর মূল উদ্যোক্তা সুজয়বাবু এও জানান, 'নামে সর্বজনীন হলেও আদতে পুজোর পরিবেশ একেবারেই বাড়ির পুজোর মতোই। পুজোর দিনগুলোতে প্রতি সন্ধেয় থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেয় 'ত্রয়ী'-র মতো ব্যান্ডও।' ফলে সব মিলিয়ে এবার থিমের পুজোর মধ্য দিয়ে কলকাতার বিখ্যাত পুজোগুলোকে চ্যালেঞ্জ যে জানাচ্ছে সার্ভে পার্ক দুর্গোৎসব কমিটি, তা স্পষ্ট পুজো উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ডে।

কামদুনি কাণ্ডে দোষীদের ছাড়া পাওয়ার প্রতিবাদে ছাত্র পরিষদের প্রতিবাদ মিছিল মৌলালিতে। ছবি: অদিতি সাহা

পদ্মফুল ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন টেলি অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র। ১০০ দিনের কাজে বঞ্চনা নিয়ে প্রতিবাদে এখন ব্যস্ত অভিষেক। রাজভবনের সামনে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলের প্রতিবাদের চতুর্থ দিন চলছে! এবার বিজেপি ছেড়ে সোজা অভিষেকের মঞ্চে এসে যোগদান করলেন অভিনেত্রী রিমঝিম মিত্র। এদিন সন্ধেবেলা সরাসরি তৃণমূলের মঞ্চে পৌঁছে যান রিমঝিম। এর পর দলের তরফে যুব নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য ঘোষণা করেন, অভিনেত্রী তৃণমূলে যোগ

দিলেন। বিজেপি নেত্রী হিসেবে বেশ পরিচিত মুখ ছিলেন রিমঝিম।

উনিশের লোকসভা নির্বাচনের পর ২১ জুলাই বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন রিমঝিম মিত্র। এমনিতে টলিপাড়ার বহু পরিচিত, জনপ্রিয় মুখ গেরুয়া শিবির ঘেঁষা। শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়, পায়েল চক্রবর্তী, পার্নো মিত্র, অঞ্জনা মিত্ররা নির্বাচনেও লড়াইও করেছেন। কিন্তু একটা সময় পর তাঁরা বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়েছেন। আগেই বিজেপি ছেড়েছেন শ্রাবন্তী। এবার রিমঝিমও পদ্ম শিবির ত্যাগ করে যোগ দিলেন ঘাসফুল শিবিরে। তাও আবার এমন এক মঞ্চ, যা নিয়ে জাতীয় রাজনীতিও টলে গিয়েছে। ১০০ দিনের কাজ করে কেন্দ্রের থেকে বকেয়া টাকা পাননি, এই ইস্যুতে রাজভবনের সামনে চলা তৃণমূলের ধরনা মঞ্চেই সোজা চলে গেলেন রিমঝিম।

সম্পাদকীয়

চাঁদার জুলুম থেকে কী আমাদের রেহাই নেই

চাঁদা কি চাঁদা-আদায়কারীদের আনুষ্ঠানিক অধিকার? বেশ কিছু দিন থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে একটা আশঙ্কা দানা বাঁধছে। দুর্গা পুজো থেকেই চাঁদা তোলার হিড়িক শুরু হয় প্রতি বছর। লক্ষ্মী, কালী, কার্তিক, জগদ্ধাত্রী, সরস্বতী; পর পর চলতে থাকে চাঁদা তোলার পর্ব। বেশ কিছু পরিচিত সংলাপ শোনা যায় চাঁদা আদায়কারীদের মুখে 'এ বার নতুন থিম, বুঝতেই পারছেন', 'এ বার ৫০ বছর পূর্তি', 'বাজারদর যা বেড়েছে' ইত্যাদি। অর্থাৎ, চাঁদার অঙ্ক বাড়াতে হবে। এঁরা কি বোঝেন না যে, পুজোর বাজেট করা সহজ, কিন্তু এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে টাকা দেওয়াটাই কঠিন। ইদানীং পাড়ায় পাড়ায় খাতা করা হয় চাঁদাদাতাদের নামে। সেখানে চাঁদার অঙ্ক স্থির করাই থাকে। যাঁর যেমন সামর্থ্য, তিনি তেমন চাঁদা দেবেন; এটা যেন ভুলতে বসেছে এখনকার চাঁদা আদায়কারীরা। দরাদরির কোনও অবকাশ থাকে না। একটা ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে ফেলা হয় বেশ কায়দা করে। চাঁদাদাতারা সব সময় ভয়ে ভয়েই থাকেন। কারণ, আদায়কারীদের অসন্তুষ্টিতে তাঁদের অনিষ্ট ও অসম্মান সুনিশ্চিত। এ ব্যাপারে প্রশাসন-সহ অন্য দায়িত্বশীলদের সাহায্য পাওয়া কঠিন হয়। ক্লাব বা পাড়ার উঠতি ছেলেদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর লোক মেলা ভার। তা ছাড়া, রাস্তায় গাড়ি আটকে চাঁদা তোলার রেওয়াজও দিন দিন বাড়ছে। গাড়ি নিয়ে বেরোনো মুশকিল হলে পড়ে। খুব খুশি মনে চাঁদা দিচ্ছেন এমন চাঁদাদাতার সংখ্যা বিরল, এ কথা সকলেই জানেন। এখন প্রশ্ন, এ ভাবে জোর করে ভয় দেখিয়ে তোলা চাঁদা দিয়ে সত্যি কি কোনও দেবদেবীর পুজো হতে পারে? মানুষের কষ্টার্জিত অর্থ তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে আমরা কি সত্যিকারের দেবতাকে প্রকারান্তরে রুষ্ট করছি না? এমন কি হতে পারে না, এক দল মানুষ ভদ্র ভাবে গিয়ে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনার যেমন ইচ্ছা তেমন চাঁদা দিন আমাদের পুজোর জন্য।' তার পর চাঁদাদাতার দেওয়া অর্থ গ্রহণের পরে শুভেচ্ছা বিনিময় করে ফিরে গেলেন চাঁদা আদায়কারীরা। এই চিত্র এক সময় দেখেছি গ্রামে। আবার এই চিত্র ফিরে আসুক আমাদের মধ্যে। পুজো সকলের কাছে আনন্দের হয়ে উঠুক। ডিজে বক্সের তাণ্ডব, মাদকের রমরমা, হুমকি ও জুলুমের পুজো বন্ধ হোক। পুজো হয়ে উঠুক সকলের। তবেই না পুজো সার্থক।

শাশ্বত কথা

মনস্থির

যেমন বাতাসে জল নড়লে ঠিক প্রতিবিম্ব দেখা যায় না, তেমনি মনস্থির না হলে তাতে ভগবানের প্রকাশ হয় না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে মন চঞ্চল হয়। এই জন্য যোগীরা আগে কুম্ভক দ্বারা মনস্থির করে ভগবানের ধ্যান-ধারণা করেন। মনস্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও। মন যোগীর বশ। যোগী মনের বশ নয়। মন স্থির হলে বায়ু স্থির হয়-কুম্ভক হয়। হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভাল করা, মোকদ্দমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া, আগুনের উপর দিয়ে যাওয়া, আর একদেশে একজন কি বলেছে তাই বলতে পারা, এই সব। আবার স্বস্ত্যয়ন করে ভাল করা-সিদ্ধাই। হঠযোগীরা দেহাভিমানী সাধু।কেবল নেতি ধৌতি করছে-কেবল দেহের যত্ন। ওদের উদ্দেশ্য আয়ু বৃদ্ধি করা, দেহ নিয়ে রাতদিন সেবা। ও ভাল নয়।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

আমজাদ আলি খান

১৯৪৫ *বিশিষ্ট সরোদবাদক আমজাদ আলি খানের জন্মদিন।*
১৯৪৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সুমিতা সান্যালের জন্মদিন।*
১৯৬৫ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শিলাজিত মজুমদারের জন্মদিন।*

স্পেন সফর শেষে, প্রাপ্তির ঝুলিতে...

সুপ্রিয় দেবরায়

রতন টাটাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সিঙ্গুর থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত কেন ঘোষণা করলেন? তৎকালীন রাজ্য সরকারের বিরোধী পার্টির ক্যাডাররা যখন টাটার অফিসারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তখন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে একটি সংক্ষিপ্ত বৈঠকের পর, ৩ অক্টোবর ২০০৮-এ রতন টাটা ন্যানো প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান শ্রীমতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সিঙ্গুর প্রকল্পে বিরোধী আন্দোলন নিয়ে টাটা তাঁর হতাশার কথা উল্লেখ করেছিলেন। গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী এবং আজকের ভারতের প্রধানমন্ত্রী, শ্রী নরেন্দ্র মোদি তখন রতন টাটাকে একটি এসএমএস পাঠান, যাতে কেবল 'সুস্বাগতম' বলা হয়, যাতে তাঁকে টাটা ন্যানো কারখানা গুজরাটে স্থানান্তরিত করতে রাজি করানো যায়। গুজরাটের সানন্দে একটি নতুন কারখানা তৈরি করতে ১৪ মাস সময় লেগেছিল, যেখানে সিঙ্গুর কারখানার জন্য ২৮ মাসের পরিকল্পনা ছিল। সিঙ্গুরে ফসলি জমি অধিগ্রহণ নিয়ে যে বিতর্ক এবং যার জন্য বুদ্ধিজীবীদের মৌন মিছিলের প্রতিবাদ (বোধহয় সেটাই ছিল বুদ্ধিজীবীদের সর্বশেষ অরাজনৈতিক প্রতিবাদ) কলকাতার রাজপথে, সেই প্রসঙ্গে না গিয়ে এটাই ইঙ্গিত দেওয়ার চেষ্টা; সেইদিনের রতন টাটার প্রতিক্রিয়া ভারতের শিল্পমহলকে সবচেয়ে বিব্রত করেছিল। এর পর থেকেই পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপন নিয়ে শিল্প মহলে অনীহা দেখা যায়। এর ফলে বিগত ১২ বছরের বর্তমান রাজ্য সরকারের শাসনকালে কোনও বড় শিল্প; যেটি নিয়ে রাজ্যের অর্থনীতি স্বপ্ন দেখা যেতে পারে, তার অনুপস্থিতি দেখা যায়। ১৯৮৫ সালে হলদিয়া পেট্রোকেম কিংবা ২০০৪ সালে আইটিতে উইপ্রো এবং এই ধরণের কিছু সংস্থার উদ্যোগের পর, ২০০৮ সালের পরে আর কোনও বড় শিল্পপতির বিনিয়োগ পশ্চিমবঙ্গে দেখতে পাওয়া যায় না।

তআমরা শালবনির জমির একটি অংশ ফেরত দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছি। সিমেন্ট ব্যবসার প্রধান সজ্জন জিন্দাল এবং তার ছেলে পার্থ জিন্দালের এই ইচ্ছা। জমিটি ধরে রাখা এবং এটি ব্যবহার না করার পরিবর্তে, তারা এটি রাজ্যকে ফেরত দিতে চায়, যারা এটিকে অন্যান্য উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারে, দ জেএসডব্লিউ স্টিলের কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্সের সভাপতি বিশ্বদীপ গুপ্তর টেলিগ্রাফকে দেওয়া বয়ানের পর, খবরটি প্রকাশিত হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, টেলিগ্রাফ পত্রিকায়। বাংলা সরকার এটি ফেরত নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হওয়ার ইঙ্গিত দেওয়ার পরে জ্যু গ্রুপ শালবনিতে তার ৪,৭০০ একর জমির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। জমিটি মূলত একটি ১০-মিলিয়ন টন ইন্টিগ্রেটেড স্টিল প্ল্যান্টের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, কিন্তু জিন্দালরা এই পরিকল্পনা থেকে ব্যাপকভাবে পিছু হটেছে অবশ্য তাদের ৩.৮ মেট্রিক টন ক্ষমতার সিমেন্ট-গ্রাইন্ডিং ইউনিট, সাথে একটি ক্যাপটিভ পাওয়ার প্ল্যান্ট, রেলওয়ে সাইডিং, কর্মীদের জন্য কলোনি এবং একটি হেলিপ্যাড, ৪০০-৫০০ একরের উপর অবস্থিত। জিন্দাল অবশ্য অতীতেই প্রকাশ্যে জমির একটি অংশ ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন; একটি সমন্বিত স্টিল প্ল্যান্ট স্থাপনের পরিকল্পনা অনুযায়ী কাঁচামাল - লোহা আকরিক এবং কয়লা, ইত্যাদি উড়িষ্যা এবং ঝাড়খণ্ড থেকে সুরক্ষিত ভাবে আনার ব্যর্থতার কারণে। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে ঘোষণাটির পরে, বাংলা সরকার জানিয়েছে যে তারা জমি ফেরত নিতে প্রস্তুত।

জিন্দালদের ছেড়ে দেওয়া জমিতেই এবার ইস্পাত কারখানা গড়তে চেয়েছেন টিএমটি বার কোম্পানি, ক্যাপটেন স্টিল। স্পেন সফরে গিয়ে মাদ্রিদে এই ঘোষণাটি করার পর সৌরভ গাঙ্গুলি বিতর্কের সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ এই ঘোষণাটি ভারতে থেকেই করা যেত। এটি স্পেন সফরের প্রাপ্তির ঝুলিতে পড়ে না। তাহলে আমরা কী কী পেলাম স্পেন সফর শেষে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ১২ দিনের স্পেন-দুবাই সফর শেষে, দু'সপ্তাহ অতিবাহিত। যাওয়ার আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাঁর মুল লক্ষ্য হবে বিশ্ববাংলা বাণিজ্য সম্মেলনে স্পেনের বিনিয়োগ নিয়ে আসা। ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে জানালেন, সব বৈঠক সফল হয়েছে। সফর সফল, লগ্নি আসছে। কিন্তু আজও ঠিকভাবে পরিষ্কার হল না, বৈঠক কতটা সফল হয়েছে এবং কী কী লগ্নি স্পেন থেকে আসছে!

যেটুকু জানা গেল, লুলু কোম্পানি নিউটাউনে শপিং মল স্থাপন করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রায় আড়াইশোটির বেশি তাদের শাখা সংগঠন রয়েছে। এ দেশেও লুলু গোষ্ঠীর ব্যবসা রয়েছে। সুতরাং এটা কোনও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত নয়। আর শপিং মল থেকে কত লোকের চাকরির সংস্থান হবে? আর তার জন্য স্পেন কিংবা দুবাই কেন যেতে হবে? ২০০০ সালে, প্রথম লুলু হাইপারমার্কেট স্টোর দুবাইতে খোলা হয়েছিল, কেরালা থ্রিসুরের নাটিকা অঞ্চলের ভূমিপুত্র এম এ ইউসুফ আলী দ্বারা। এই লঞ্চের সাথে, গ্রুপটি একটি আক্রমণাত্মক সম্প্রসারণ পরিকল্পনা শুরু করে। এটি শীঘ্রই সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, কুয়েত, কাতার, সৌদি আরব, বাহেরিন, ওমান এবং ইয়েমেন জুড়ে বেশ কয়েকটি আউটলেট খোলে। ১০ মার্চ ২০১৩ সালে ভারতের কোচিতে একটি লুলু হাইপারমার্কেট খোলা হয়েছিল। লুলু গ্রুপ উত্তরপ্রদেশের লখনউতে একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, একটি পাঁচ তারকা হোটেল এবং একটি মল স্থাপনের জন্য INR ১০ বিলিয়ন বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করেছে গ্রুপটি কালিকট, কোট্টায়াম, তিরুর, পেরিন্থালমান্না এবং বারাণসীতে নতুন মল নির্মাণ শুরু করেছে। গ্রুপটি ২০২৪ সালের মধ্যে পালাক্কাদে একটি হাইপারমার্কেট খুলবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, আহমেদাবাদ এবং প্রয়াগরাজে মল নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। লুলু গ্রুপ গ্রেটার নয়ডায় একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটও স্থাপন করছে। সুতরাং, এর থেকে স্পষ্ট, লুলুর পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ পরিকল্পনা কোনও বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। অবশ্য এটাও প্রকাশ্যে এল, লুলু গোষ্ঠী বাংলার মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে লগ্নি করতে তৈরি। তা বাস্তবায়িত হলেই মোহনবাগান , ইস্টবেঙ্গলের পর এবার আইএসএল খেলতে পারে মহামেডান।

এই সফর-দলে আরও অনেকের সাথে ছিলেন কলকাতার বইমেলার আয়োজক সংগঠন পাবলিশার্স অ্যান্ড বুক সেলার্স গিল্ডের দুই কর্তা। বইয়ের প্রচার, প্রসার, দু'দেশের সাহিত্যপ্রেমীদের মধ্যে চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান বিষয়ক 'মউ' স্বাক্ষর হয়েছে মাদ্রিদে। নিশ্চয়ই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কিন্তু এতে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কী কাজে আসবে?

এই মাদ্রিদে সৌরভের উপস্থিতিতে লা লিগার সাথে রাজ্য সরকারের 'মউ' স্বাক্ষর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, লা লিগাকে অ্যাকাডেমি করার জন্য যাদবপুরের কিশোরভারতী স্টেডিয়াম দেওয়া হবে। বাংলার ফুটবলের উন্নতির জন্য রিয়াল মাদ্রিদ সাহায্য করবে। তাহলে কি তারা ইউরোপ থেকে একগাদা সাপোর্ট স্টাফ বা কোচ নিয়ে আসবে! কিন্তু এটা কী ধরনের বিনিয়োগ, স্পষ্ট নয়। অবশ্যই এতে বাংলার ফুটবল খেলার উন্নতি হবে, কিন্তু প্রশ্ন এটাই; এতে সাধারণ মানুষ যারা শিল্পের কিংবা কাজের অভাবে পরিযায়ী শ্রমিকে পরিণত; তাদের কি লাভ! পরিশেষে বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবের খোঁজে কয়েকটি পত্রিকা থেকে সন্ধান পাওয়া যায়, পিসিএম গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের সিএমডি কমলকুমার মিত্তাল ঘোষণা করেছেন; শিলিগুড়িতে ১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে ইথানল কারখানা এবং নিউ জলপাইগুড়িতে ১০০ কোটি বিনিয়োগে কংক্রিট স্লিপার কারখানা তৈরি করবেন। বস্তুত কমলকুমার মিত্তালের কারখানা হাঙ্গেরি-জার্মান ফ্রাঙ্কফুর্ট-স্পেনের বার্সেলোনা অর্থাৎ ইউরোপ জুড়ে। শিলিগুড়িতেই মিত্তালদের বাস এবং কলকাতা সেন্ট জেভিয়ার্সে পড়াশুনা। মুখ্যমন্ত্রীর চেষ্টা এবং অনুরোধ মিত্তালকে ঘরে ফেরার এবং বঙ্গে বিনিয়োগের জন্য। কথাপ্রসঙ্গে মিত্তাল নাকি বলেন, 'উত্তরবঙ্গকে আগে সৎ ছেলে বলে মনে হত।' শুধু এ টুকুই এখন পর্যন্ত প্রকাশ্য, কবে শুরু হবে এই প্রজেক্ট এবং কত লোকের কর্মসংস্থান হবে; সব কিছুতেই সবার মুখে কুলুপ আটা। তাই স্পেন সফর শেষে এটাই কি অনুমান করা যায়, প্রাপ্তির ঝুলিতে আর কিছুই নেই; তাই মুখ খুলতে সবাই নারাজ।

সমাজ সংস্কারক ফুরফুরা শরীফের পীর ছোট হুজুর (রহ)

নুরুল ইসলাম খান

হুগলির ফুরফুরার মাটিতে এই ধরনের পীরের জন্ম হয়েছিল যার নাম ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ)। জ্ঞান, গুণ, শিক্ষা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, আচার-আচরণ ও তাসাউফে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শের। তার সব গুণই অনুকরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য। আসাম ও বাংলা সহ উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষকে সততা ও আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও কর্মকাণ্ড ভারতের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর আরব দেশে পৌঁছে যায়।

আগামী ৯ অক্টোবর ফুরফুরা দরবার শরীফে হযরত ছোট হুজুর পীর অর্থাৎ আবু জুলফিকার সিদ্দিকী রহ এঁর স্মরনে বাৎসরিক ঈসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। মোজাদ্দেদে যামান পীর হযরত দাদা হুজুরের ছোট সাহেবজাদা ছিলেন তিনি।যুগ সংস্কারের মত সৌভাগ্যবান পিতা পেয়েছিলেন। পাঁচ হুজুরের মধ্যে তিনি ছিলেন ছোট সেই হেতু তাঁর নাম ছোট হুজুর। পীর কি? মাওলানা ও হাফেজ সাহেব কি শুধুই ধর্মীয় নেতা ও বক্তা ?সমাজ সেবায় তাঁদের বহুমুখি দায়বদ্ধতা ও শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে পীর সাহেবদের অসামান্য অবদান নিয়ে আলোচনা করা হলো। আসলে 'পীর' শব্দটি পারসী থেকে এসেছে, এর অর্থ পুরানো। কিন্তু বছরের পুরানো নয়, জ্ঞানে পুরানো বা বৃদ্ধ। জ্ঞানী বৃদ্ধ হলেন বাতেনী আলেম বা আধ্যাত্মিক শিক্ষক।

অন্যদিকে এই পীর শব্দটিকে অপব্যবহার করে চলছে একশ্রেণী মানুষের তুমুল ভন্ডামি, যেটাকে ইসলাম অনুমোদন করেনি। তবে ফুরফুরা শরীফ নিঃসন্দেহে কোরআন ও হাদিস সম্পন্ন একটি হক শিলশিলা।

বলা ভাল খাজা মইনুদ্দিন চিস্তি আজমিরী (রঃ) সমগ্র ভারতে আধ্যাত্মিক আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, সেখানেও চলছে ভন্ডামি।

ফুরফুরার পীর দাদা হুজুর ও তাঁর খলিফাগণ বলেছেন, তাসাউফ শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। সে জন্য জীবনে দরকার প্রকৃত পীর , তাঁদের বিশেষ গুনাবলীও রয়েছে। যেমন-

সে স্বার্থপর হবেন না।

তাঁর অর্থনৈতিক লোভ থাকবেনা। ও

তিনি সর্বদা ইসলামী আইন ও আদেশ বজায় রাখবেন। এবং তাঁর মধ্যে দুনিয়াদারির মোহ কম থাকবে,ইত্যাদি।

হুগলির ফুরফুরার মাটিতে এই ধরনের পীরের জন্ম হয়েছিল যার নাম ছিল হযরত আবু বকর সিদ্দিকী (রহ)। জ্ঞান, গুণ, শিক্ষা, নিষ্ঠা, ত্যাগ, আচার-আচরণ ও তাসাউফে তিনি ছিলেন উত্তম আদর্শের। তার সব গুণই অনুকরণীয় এবং অনুসরণযোগ্য।

আসাম ও বাংলা সহ উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষকে সততা ও আল্লাহর পথে চলার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ও কর্মকাণ্ড ভারতের সীমানা অতিক্রম করে সুদূর আরব দেশে পৌঁছে যায়।

পীর মোজাদ্দেদ জামান (রঃ) ১৯৩৯ সালে ইন্তেকাল করেন। তাঁর মিশন পাঁচ হুজুর পরিচালনা করেছেন,বড়ো হুজুরের ভুমিকা ছিল বিরল।

পীর দাদা হুজুরের জ্বালানো প্রদীপ আজও নেভেনি। অন্যায়, অত্যাচার, রাহাজানি, কুসংস্কার ও অইসলামিক এবং অসাম্য কাজের বিরুদ্ধে তিনি লাগাতার যুদ্ধ করে শানিত বক্তব্য প্রচার করেছেন। পীর ছোট হুজুরের জন্ম ১৯২০ সালে। তরতাজা যুবক ছোট হুজুর পিতার অনেক স্নেহ পেয়েছিলেন। পিতার দেওয়া তাঁর আসল নাম মোহাম্মদ জুলফিক্বর আলী সিদ্দিকী। শেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বদর যুদ্ধ থেকে একটি তরবারি পেয়েছিলেন। পীর ছোট হুজুর সেই তরবারির মতো আসাম ও বাংলার নোংরামি, ভণ্ডামি ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, এই আশায় তাঁর পিতা মরহুম মোজাদ্দেদে জামান পীর (র.) জুলফিকার নামকরণ করেছিলেন। তাঁর পিতামহ ছিলেন অলিউল্লাহ কামেল হযরত মুন্সীজী (র)। যাঁর মাজার ফুরফুরা তালতলা বাজারের কাছে।

পিতা-মাতার স্নেহে তিনি বড় হয়েছেন। ছিল তাঁর প্রতি তাঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ।

বাড়ির কাছেই একটি মাদ্রাসা ছিল। সেখানে অসংখ্য জ্ঞানী মানুষ ছিলেন। পুত্রের শিক্ষার জন্য পিতা নিয়োগ করেছিলেন আদর্শবান শিক্ষক, তাঁদের সহবতে শিক্ষা অর্জন করেন ছোট হুজুর। শিখেছিলেন কোরান ও হাদিসের পাঠ। পরে তিনি ফুরফুরাহ মাদ্রাসায় ভর্তি হন। প্রাচীন মাদানী মসজিদেও জ্ঞান অর্জন করেছি বলে স্বীকার করেছিলেন ছোট হুজুর। একদিকে বিদ্যালয়গত শিক্ষা অর্জন এবং অন্যদিকে আপন পিতার সংস্পর্শে থেকে বাতেনী জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল সুন্দর। মহান হৃদয় দিয়ে ইসলামের জন্য তিনি প্রচার করে গেছেন। সুললিত কণ্ঠে দৈনিক তিনি ২, ৩, ৪ বা ৫ টি ওয়াজ মাহফিলের মত কঠিন কাজ করেছেন।

তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। অনেক সময় তিনি রিকশা ব্যবহার করতেন সভার জন্য। আলেম সহ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে তিনি ছিলেন আপন।

দৃষ্টান্ত ছিলেন মাইনুদ্দিন। মাইনুদ্দিন ছিলেন ছোট হুজুরের স্থায়ী রিকশাচালক।

মাছ, ডিম, দুধ, দই, আম, পোলাও একসাথে এবং এক প্লেটে খেতে ভালবাসতেন। ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। গলার স্বর ছিল ঈর্ষনীয়। কঠোর পরিশ্রম করে দিন যাপন করতেন। অসম্ভব ধৈর্যশক্তি দিয়ে জীবনের চড়াই উৎরাই পেরিয়েছেন। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে বিরামহীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হাসিমুখে প্রতিবন্ধকতাকে লঙ্ঘন করে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর ইসলামী জ্ঞানের পাহাড় মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছিল। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ছিল তাঁর প্রশ্নাতীত ভালবাসা। রসুলের জীবন তাঁকে বিচলিত করেছেন বার বার। সেটির বহিঃ প্রকাশ ঘটেছে বিভিন্ন সভা সমিতি ও ইসলামী জলশায়। নায়েবে নবি হিসাবে পীর ছোট হুজুরের অবস্থান ছিল বিরল। তাঁর চারিত্রিক গঠন, পরিশিলিত ও মার্জিত ব্যবহার সবাইকে মুগ্ধ করত। আল্লাহ ভোলা বহু মানুষ সঠিক পথের সন্ধান পেয়েছিলেন। ফলে তাঁহাকে বলা হত আসেকে রসুল ও সুলতানুল ওয়ায়েজীন। রসুলের প্রতি ছোট হুজুরের ভালোবাসা ছিল তুলনাহীন। তাঁর দৈনন্দিন জীবনে সর্বক্ষণ ছিল রসুলময় দৃষ্টান্ত।গরিব সাধারণ মানুষের সাহায্যে তাঁর অবদান ছিল অনস্বীকার্য। ছোট হুজুরের ধৈর্য ছিল অসীম, ক্ষমার চোখে দেখেছেন মানুষ কে। সেক্ষেত্রে আদর্শবান মহান মনীষীরই পরিচয় মেলে তাঁর চরিত্রে। প্রতিদিন অনাত শিশু ও ৪০-৫০ জন গরিব মানুষ কে পেটভরে খাওয়াতেন। অতিথি আপ্যায়নে তাঁর ভুমিকা ছিল নজর কাড়া। সাধারণ মানুষ কে কোরআন ও হাদিসের আলোকে তিনি সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছিলেন।এই কঠিন কাজ করতে ছোট হুজুর একদম আঁজ পাড়া গাঁয়ে গিয়ে শিক্ষার আলো ছড়িয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্যে উচ্চকিত হয়েছে খোদার ভয় ।ছোট হুজুরের অবদান ছিল সামাজিক কাজকর্মে। গরিব এলাকায় অনাথ শিশুদের জন্য প্রতিস্টা করেছিলেন কয়েকশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মক্তব, মাদ্রাসা, গ্রন্থাগার ও মসজিদ নির্মাণ করে সমাজকে ঋদ্ধ করেছিলেন। তাঁর উপার্জিত বেশিরভাগই অর্থ খরচ করা হতো বিভিন্ন সামাজিক কাজে। নিজস্ব গ্যাঁটের টাকা খরচা করে নির্মাণ করেছিলেন পবিত্র মসজিদ ও খানকাহ এবং মাদ্রাসার বিল্ডিং। পারিবারিক জীবনেও পীর ছোট হুজুর ছিলেন একজন আদর্শবান মহান মানুষ। তিনি ছয়জন নারীকে বিয়ে করার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ইতিহাস রয়েছে।

তাঁর বড় সাহেবজাদা ছিলেন মরহুম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলহাজ্ব কলিমুল্লাহ সিদ্দিকী সাহেব ছিলেন প্রথম স্ত্রীর সন্তান। পীর দাদা হুজুরের সর্বমোট ৩৮টি সন্তান ছিল এবং পীর ছোট হুজুরেরও কমবেশি ৬০ জন সন্তান সন্ততি ছিল। বর্তমানে ৪ জন সন্তান ইন্তেকাল করায় জীবিত রয়েছেন ১৭ জন শুধু পুত্র সন্তান। তিনি খুবই সাদামাটা জীবন যাপন করতেন। মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি যুক্ত একটি ঘরে তাঁর সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয়েছে। বাবার বিশাল সম্পত্তি থাকার পরও সামান্য একটি বাড়িতে থাকতো।বলা যায় মুসাফিরের ন্যায় জীবনযাপন করেন। অর্থনৈতিক ক্লিস্টতায় তাঁর জীবন কেটেছে। একসময় তো তেল কেনার পয়সা ছিলনা রান্নার জন্য। আগমন হয় হঠাৎ এক ব্যক্তির, কোন কাজের জন্য এসে পয়সা দেন। এটাই হলো আল্লাহ নির্ভরতা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। স্বজনদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যকতি যে জান্নাতে প্রবেশ করবেন না, এইকথা ছোট বিলক্ষণ জানতেন। অনাথ শিশু,পথভ্রস্ট, হিন্দু জেলে সহ সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের অভিভাবক ছিলেন। পরোপকারী ছিলেন তিনি।বহু গরিব মহিলাদের বিয়ে দিয়েছেন নিজ বাড়িতে টাকা খরচ করে। প্রতিবেশী বাংলাদেশেও ছিল তাঁর অসংখ্য ভক্ত ও খলিফা। ছোট হুজুর ছবি তোলার ঘোরবিরোধী ছিলেন। তাঁর পোষাক পরিধান ছিল সুন্নাহ সম্পন্ন। সেলাই ছাড়া তিনি ডোরাকাটা লুঙ্গিও ব্যবহার করতেন। সাদা গোলাকার পিরহান পরতেন। সফরে তাঁর টিনের তৈরি একটি বাক্স সঙ্গে থাকত। তাঁর স্বাস্থ্যবান শরীর ছিল। আওয়াজ ছিল খুবই উচ্চকণ্ঠের। বিভিন্ন ধরনের খাবার খেতেও ভালোবাসতেন এবং 'দ্য রয়েল হোটেলে' এর খাবার বেশি পছন্দ করতেন। বিশেষ ব্যক্তিগত চরিত্র ছিল সুমহান। তিনি রাতের অন্ধকারে এবাদত করতেন ধোনপতার গভীর জঙ্গলে। এই স্থান এবাদতগাহ নামে পরিচিত। এখন এখানে ঈদ বকরাঈদের নামাজ পড়া হয়। গড়ে উঠেছে জনবসতি। স্থাপন হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ১৩৯২ সালের ২১ আশ্বিন ৬৭ বছর বয়সে ছোট হুজুর পীর ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহে...। তাঁর এই প্রয়ানে বাঁধ ভাঙা লাখো মানুষের কান্নায় প্রকৃতিও বিষন্নতায় ভেঙে পড়েছিল। লাখো মানুষের পথ প্রদর্শন, গরিবের অভিভাবক ও নায়েবে রসুল এঁর চলে যাওয়ায় ফুরফুরা কেন, সমগ্র উপমহাদেশকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছিল। তিনি চলে গেলেন, রয়ে গেল তাঁর সৃষ্টির সামাজ্য বা মিশন যা নতুন প্রজন্মকে দিশা দেবে।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

নিরাপত্তার দাবিতে কাঁকসার আইসির দারস্থ নির্যাতিতা আদিবাসী নাবালিকার পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: নিরাপত্তার দাবি নিয়ে রবিবার কাঁকসা থানার আইসির দারস্থ হলেন কাঁকসায় নির্যাতিতা আদিবাসী নাবালিকার পরিবার। রবিবার বিকেল ৫টা নাগাদ তাঁরা কাঁকসা থানার আইসির সঙ্গে দেখা করে নিরাপত্তার দাবি জানান।

নির্যাতিতার বাবা ও মার অভিযোগ, গত ৫ তারিখ তাঁর মেয়েকে জঙ্গলে তুলে নিয়ে গিয়ে ৪ জন ধর্ষণ করে। যারা তাঁর মেয়েকে ধর্ষণ করে তাঁরা সকলেই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। নির্যাতিতার পরিবার তাঁর মেয়ের বান্ধবীর কাছে জানতে পেরে ছুটে গিয়ে জঙ্গল থেকে তাঁর মেয়েকে নগ্ন অবস্থায় উদ্ধার করেন। অভিযুক্তদের কাছে ঘটনার সত্যতা জানতে গেলে উলটে তারা মারধর করে ও হুমকি দেয় বলে অভিযোগ। তা সত্ত্বেও মেয়ের ওপর হওয়া অত্যাচারের বিচার চাইতে তিনি প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার পর থেকেই তাঁকে নানান হুমকির মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

নির্যাতিতার বাবার অভিযোগ, ঘটনার দিন থেকে তাঁর মেয়ে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। সেই দিন থেকেই তাঁরাও হাসপাতালে রয়েছেন। গ্রামে ঢুকতে গেলে গ্রামের মানুষরা তাঁদের গ্রামে ঢুকতে দিচ্ছে না। উলটে নানান ভাবে হুমকি দিতে শুরু করেছে। ফলে নির্যাতিতার গোটা পরিবার নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। কী ভাবে তাঁরা তাঁদের বাড়িতে ফিরবে সেই নিয়েই চিন্তায় পড়েছে গোটা পরিবার। তাই নিরাপত্তার দাবি নিয়ে তাঁরা আজ কাঁকসা থানার ভারপ্রাপ্ত আইসির সঙ্গে দেখা করেন।

একই সঙ্গে এদিন পরিবারের সুরক্ষার দাবিতে এবং যাতে পরিবারের সদস্যরা তাঁদের বাড়ি ফিরতে পারে ও দোষীরা কঠোরতম শাস্তি পায় সেই বিষয় নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী জমিত গাঁওতার পক্ষ থেকে কাঁকসা থানার আইসির কাছে ডেপুটেশন জমা দেন।

বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে হিন্দমোটর কারখানা চত্বরে খুনের অভিযোগে ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: বন্ধুকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুনের অভিযোগে যুবকের বিরুদ্ধে। গ্রেপ্তার যুবক। হিন্দমোটর কারখানা চত্বরে নিকাশি ড্রেন থেকে শনিবার উদ্ধার হয় ওই যুবকের দেহ। পরিচয় জানার পর অভিযোগ দায়ের হয় উত্তরপাড়া থানায়, অভিযোগ পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে গ্রেপ্তার হয় অভিযুক্ত।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, উত্তরপাড়া শিবতলা এলাকায় থাকেন বিজয় প্রামানিক। অভিযোগ, গত শুক্রবার বিকেলে তাঁর বন্ধু পিকু ঘোষ ওই যুবককে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। ওই দিন রাত্রিবেলা আর বাড়ি ফেরেননি বিজয়। পরিবারের তরফে বিভিন্ন জায়গায় চলে খোঁজাখুঁজি। এরপর শনিবার রাত্রিবেলা পুলিশ মারফত বাড়ির লোক জানতে পারেন হিন্দমোটরের একটি বন্ধ কারখানায় নিকাশি ড্রেন থেকে থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার হয়। যুবকের পরিবার গিয়ে উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে দেহ শনাক্ত করে।

এরপর রবিবার বেলা এগারোটা নাগাদ উত্তরপাড়া থানায় যুবকের মা বনলতা প্রামানিক লিখিত অভিযোগ করেন। বনলতাদেবীর দাবি, তাঁর ছেলেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় পিকু। বিজয় বাড়ি না ফিরলেও পিকুর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করতে গেলে পিকুর দেখা মেলেনি। পুরনো শত্রুতার জেরে ছেলেকে খুন করেছে পিকু। জানা গিয়েছে, পুলিশ অভিযুক্তকে সোমবার শ্রীরামপুর কোর্টে তুলবে। ঘটনার বিষয়ে উত্তরপাড়ার আট নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তাপস মুখোপাধ্যায় (বুড়োদা) বলেন, 'অভিযোগ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশের এই তৎপরতা যদি থাকে অপরাধ অনেক কমে যাবে। দোষী যেই হোক তার উপযুক্ত শাস্তি হোক।'

প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী দুর্গোৎসব পালনে ব্রতী বাঁকুড়ার রবীন্দ্র সরণী দুর্গোৎসব কমিটি

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: 'ভালোবাসার ৭ এ ৫ এ গৌরবের ৭৫ এ আমরা' স্লোগানকে সামনে প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী দুর্গোৎসব পালনে ব্রতী বাঁকুড়ার রবীন্দ্র সরণী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি। গত কয়েক বছর ধরেই জেলা শহরের এই পুজো মণ্ডপ ঘিরে দর্শনার্থীদের একটা আলাদা উন্মাদনা থাকে, এবারও তার ব্যতিক্রম হবে না, এমনটাই আশাবাদী এই পুজো কমিটির সদস্যরা।

মাত্র ২৫ লক্ষ টাকা বাজেটের এবারের পুজো মণ্ডপেও রয়েছে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। বাঁশের কাঠামোর ওপর চট, সিমেন্ট সহ অন্যান্য পরিবেশ বান্ধব জিনিসপত্র দিয়ে 'ডুব সাগরে কল্পলোক' থিম ভাবনা ফুটিয়ে তুলতে দিন রাত এক করে কাজ করছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে আসা একদল শিল্পী। থিম ভাবনা নিয়ে এখনই খোলাখুলি কিছুই জানাতে রাজি নন থিম শিল্পী পৃথ্বীশ সাউ। তবে তিনি জানান, সমুদ্রের নীচে এমন কিছু জায়গা আছে, যেখানে মানুষ এখনও পৌঁছতে পারেনি। সেই সব জায়গার ছবি কল্পনা করেই এই থিম ভাবনা রূপায়িত করা হয়েছে বলে তিনি জানান। রবীন্দ্র সরণী সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির সহ সম্পাদক অনির্বাণ গরাই জানান, সমুদ্রে বসবাসকারী জীবজগৎ সম্পর্কে আগত দর্শনার্থীদের একটা ধারণা তৈরি করানোর চেষ্টার পাশাপাশি সমুদ্র দূষণ নিয়েও জনসচেতনতামূলক বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। বিগত বছরগুলির সমস্ত রেকর্ড ছাপিয়ে এবার পুজোর দিনগুলিতে আরও বেশি মানুষ তাঁদের মণ্ডপে হাজির হবেন বলে তাঁরা আশা করছেন বলে তিনি জানান।

অভিনব কায়দায় মশার লার্ভা মারার উদ্যোগ বর্ধমান রাজ কলেজের এমএনএসএসের

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: অভিনব কায়দায় মশার লার্ভা মারার উদ্যোগ নিল বর্ধমান রাজ কলেজের এমএনএসএস। বর্তমানে রাজ্যের পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান জেলাতেও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। ইতিমধ্যে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছেন বেশ কয়েকজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী। আর এই ডেঙ্গু মশা মারতে এবং ডেঙ্গু থেকে সচেতন করতে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আর এই ডেঙ্গু মশার লার্ভা মারতে এবার কাঠের গুড়ো, সুতির কাপড় ও পোড়া মবিল দিয়ে তৈরি অয়েল বলের মাধ্যমে ডেঙ্গু মশা দমনের উদ্যোগ নিলো বর্ধমান রাজ কলেছের এম এন এস এস। এদিন তারা বর্ধমান রাজ কলেজের সামনে জমা জলে এই অয়েল বল ব্যবহার করে। এরপর শহরের আরও বিভিন্ন জায়গায় এই অয়েল বল ব্যবহার করা হবে বলে জানান তাঁরা। বর্ধমান রাজ কলেজের এমএনএসএস।

ওমশঙ্কর দুবে জানান, কাঠের গুঁড়ো, সুতির কাপড়, এবং গাড়িতে ব্যবহার করা পোড়া মবিল দিয়ে তৈরি এই অয়েল বল জমা জলে রেখে দিলে মবিলের একটা লেয়ার পড়ে যাওয়ায় মশারা অক্সিজেন নিতে পারে না। আর অক্সিজেন নিতে না পারার কারণে এই মশার লার্ভা মারা যায়। তাঁদের দাবি, এর ফলে এলাকায় অনেকটাই মশার উৎপাত কমবে। কমবে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যাও। তবে এই বিষয়ে মানুষকে আরও সচেতন হতে হবে। কোথাও জমা জল থাকলে তা নিষ্কাশন করতে হবে।

প্রদীপ মজুমদারের জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রধান কৃষি উপদেষ্টা তথা রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী তথা দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক প্রদীপ মজুমদারের জন্মদিন পালন করলেন কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সকর্থকরা ও কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা। এদিন কেক কেটে রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রীর জন্মদিন পালন করেন সকলে। পকশাপসী এদিন রাজবাঁধ শিশু সদনের পড়ুয়াদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরা।

রবিবার ছিল রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদারের ৭৮তম জন্মদিন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে রবিবার দুপুরে কাঁকসার রাজবাঁধ শিশু সদনের পড়ুয়াদের নিয়ে পালিত জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভবানী ভট্টাচার্য, সহ-সভাপতি জয়জিত মণ্ডল, কাঁকসা ব্লকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজেশ কোনার, দুই বর্ধমান জেলার সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান উত্তম মুখোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

মাছের জালে আটকাল বিশালাকার পাইথন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: মাছ ধরতে গিয়ে মাছের জালে আটকে গেল এক বিশাল আকারের পাইথন। পাইথন উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে কাঁকসার তেলিপাড়া এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে বন দপ্তরের কর্মীরা পৌঁছে পাইথনটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। স্থানীয়দের ধারণা, খাবারের সন্ধানে পাইথনটি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে।

এদিকে মাছ ধরার জালে সাপ উদ্ধারের ফলে জলটিকে ফেলে দূরে সরে যান জেলেরা। পরে বন দপ্তরকে খবর দেওয়া হলে কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন কর্মীরা জানিয়েছেন, সুস্থ অবস্থাতেই সাপটিকে উদ্ধার করা গিয়েছে। সেটিকে পরে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এদিকে সাপ উদ্ধার হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই তেলিপাড়ায় জলাশয়ের ধারে সাপ দেখতে ভিড় জমান এলাকার মানুষ।

প্রসঙ্গত, পূর্বেও কাঁকসার বহু এলাকা থেকে বিশালাকার পাইথন উদ্ধার হয়। সেগুলিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হলেও, অনুমান করা হচ্ছে গত কয়েকদিনের ভারী বৃষ্টির জেরে জঙ্গলের গর্তগুলিতে জল ঢুকে যাওয়ার ফলেই খাবারের খোঁজে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। মূলত লোকালয়ে ঢুকে হাঁস, মুরগি, ছাগলের ছানা খেয়ে ফেলে। সম্ভবত সেই লোভেই লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে বিশালাকার এই পাইথন।

গত বছর জুলাই মাসে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকায় একই ভাবে পুকুরে মাছ ধরার সময় মাছের জালে উঠে আসে বিশালাকার ময়াল সাপ। কাঁকসা ও দুর্গাপুরে মাঝে মধ্যেই এই ধরনের বিশালাকার সাপ উদ্ধারের ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

কবি দীপক হালদারকে সংবর্ধনা অনুরাগীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: জেলার আধুনিক বাংলা কবিতা চর্চার ইতিহাসে এক প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বের নাম দীপক হালদার। মূলক সাতের দশকেই কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ। আকরিক, মগ্ন শিকড়ে একা, সবচলাচল পাঠঘর সহ বহু কাব্যগ্রন্থের জনক প্রচার বিমুখ এই কবি। সদ্য ডায়মন্ড হারবারের রায়নগরে কবিকুঞ্জে আনুষ্ঠানিক ভাবে কবিকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করলেন তাঁরই অনুরাগীরা। পাশাপাশি কবিকে নিয়ে একটি স্মারকপুস্তিকা ও বই প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্কিম পুরস্কার প্রাপ্ত কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক অমিতাভ দত্ত, ড. বলাই হালদার, কবি তাজিমুর রহমান, অরুণ পাঠক, অরূপ দত্ত, দিলীপ প্রামাণিক, চন্দন মিত্র, সুনেন্দু পাত্র, অবশেষ দাস প্রমুখ।

এদিন কবি দীপক হালদারকে নিয়ে আলোচনা ও কবিতা পাঠে অংশ নেন শতাধিক কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। আয়োজকদের তরফে

কবি তাজিমুর রহমান বলেন, 'দীপক দা আমাদের কাছে অনুপ্রেরণা। বেশ কিছুদিন তিনি অসুস্থ ছিলেন। এখন তিনি ভালো আছেন। অনুরাগীরা কবিকে সংবর্ধনা জানাতে পেরে গর্বিত।'

উচ্চ নেতৃত্বের সামনেই হাতাহাতির অভিযোগ বিজেপির কর্মীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দলের উচ্চ নেতৃত্বের সামনেই হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগ বিজেপির কর্মী সমর্থকদের বিরুদ্ধে। যাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায় পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুরে। রবিবার পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের দোগাছিয়ায় বিজেপির কর্মী সমর্থকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাটোয়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়, কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী সহ অনান্যরা। এদিন সভা চলাকালীন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন বলে অভিযোগ।

প্রাক পুজো তাঁত বস্ত্র মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোগে এবং বস্ত্র দপ্তর আয়োজিত ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা তাঁত শিল্পীদের সৃষ্টির সম্ভার প্রাক পূজা তাঁত বস্ত্র মেলা। সেই ১২তম বর্ষ প্রাক পূজা তাঁত বস্ত্র মেলা ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন হল রবিবার সিধু কানু ময়দানে। সমগ্র বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষিজ ও খনিজ সম্পদের সমৃদ্ধ। আর পূর্ব বর্ধমান জেলার একটা বড় অংশের মানুষজন তাঁত কার্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে আছে তাদের রোজগার, অন্নসংস্থান এই তাঁত শিল্পের মধ্যেই মেটান। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অধিক মানুষ এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। রবিবার থেকে শুরু হয়েছে এই মেলা যা চলবে আগামী ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত মেলার স্টলগুলি খোলা থাকবে। এই বছর প্রায় ৩০টি স্টল হয়েছে, যা গত ২০১১ সালে ৫ টি স্টল ছিল। তাঁত বস্ত্রের সম্ভার নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছেন নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি সহ বিভিন্ন জেলার তাঁত শিল্পীরা। তবে শুধুমাত্র শাড়ি নয়, ছেলেদের পোশাক, হস্তশিল্পের স্টলও আছে। এদিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার। পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি গার্গি নাহা সহ অন্যান্যরা।

মৎস্যজীবীর জালে প্রায় ২০ কেজির তেলে ভোলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, সুন্দরবন: আবারও সুন্দরবনের মৎস্যজীবীর জালে উঠল প্রায় ২০ কেজি ওজনের তেলিয়া ভোলা মাছ। শুক্রবার নামখানার হরিপুর খেয়াঘাট থেকে মৎস্য শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় একটি ছোট মৎস্যজীবী ট্রলার। বকখালির অদূরে কালিস্থানের কাছে মৎস্যজীবীর জালে ওঠে প্রায় ২০ কেজি ওজনের এই তেলিয়া ভোলাটি। চন্দনপিড়ির মৎস্যজীবী গোবর্ধন সামন্ত জানিয়েছেন, মাছ ধরেই তাঁদের সংসার চলে। শুক্রবার দিন সকালে হরিপুর খেয়াঘাট থেকে ছোট নৌকা নিয়ে মাছ ধরার উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তাঁরা। কালিস্তানের কাছাকাছি জাল পাতলে সন্ধ্যা নাগাদ জাল তুলতেই এই বিশাল তেলিয়া ভোলা মাছটি পাওয়া যায়। মাছ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন এলাকার মানুষজন। গতকাল রাতে মাছটি ডায়মন্ড হারবারের নগেন্দ্রবাজার মৎস্য আড়তে বাজারে নিয়ে যাওয়া হয়।

জানা যায়, মাছটির ওজন হয় ১৭ কেজি। প্রতি কেজি মাছ ৯২০০ টাকা কেজি দরে ১৫ লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়। স্বাভাবিকভাবে পুজোর আগে হঠাৎ করে লক্ষ্মীলাভ করে খুশি মৎস্যজীবী পরিবার।

কলকাতাস্থ ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
(আবেদন নং ---- ২০২৩ সালের)
ডাইয়ারি নং ৫৪১-২০২৩ সালের
আবেদনকারীগণ :
রীতেশ কুমার রূপেশ কুমার
লোহ- ইস্পাৎ প্রাইভেট লিমিটেড এবং অন্যান্য
বনাম
বিবাদিগণ :
স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য

প্রতি,
(সকল বিবাদিগণের নাম)
৩. শ্রী সমীর কুমার ঝা, পিতা প্রয়াত পরমেশ্বর ঝা, সাকিন ৮/১/২, গোপী নাথ চোংদার লেন, সন্ধ্যা বাজার, হাওড়া- পিন- ৭১১১০১।

সমন

১. যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৮ ধারা অধীনে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-৩ কলকাতা কর্তৃক চূড়ান্ত নির্দেশ/বিচার এবং অন্যান্য অব্যহতির বিরুদ্ধে- এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অব্যবহিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ১৮.১০.২০২৩ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিতথ্য দাখিল করতে চাইলে,লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ঠিকানা এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজিরার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।

স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৫ অক্টোবর, ২০২৩।

সমন ইস্যুকারী অনুমোদিত আধিকারিকের স্বাক্ষর
স্বা/-
তারিখ : ০৫.১০.২০২৩ রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

নেতড়ার চক্রবর্তীদের পুজোয় জড়িয়ে স্বদেশি আন্দোলনের ইতিহাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার: ইংরেজ আমলের কথা দেশে তখন স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ার। দিকে দিকে বর্জন করা হচ্ছে বিদেশি পণ্য। পিছিয়ে ছিল না দক্ষিণ ২৪ পরগনার নেতড়া এলাকার নন্দীপাড়ার চক্রবর্তী বাড়ির পুজোও। ঠাকুরের গায়ের রেশমের পোশাক বর্জন করে মাটির সাজ নিয়ে আসা হয়। তখনই এই পুজো আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এলাকায়।

সালটা আনুমানিক ১৯১১। এই বাড়ির সদস্য চরমপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামী ললিত মোহন চক্রবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে জেলে গিয়েছিলেন। তাঁকে জেল থেকে ছাড়িয়ে ষষ্ঠীর দিনে এই বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। পুজোর ইতিহাস আরও পুরনো। বাংলায় তখন নবাবী আমল। সেই সময় নেতড়া এলাকায় টোলের পণ্ডিত ছিলেন সংস্কৃত সাহিত্য বিশারদ জনার্দন সার্বভৌম। তাঁর জ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে ১০০০ বিঘা জমি দান করেছিলেন নবাব আলিবর্দি খাঁ।

এই পরিবারেরই পঞ্চমপুরুষ রামব্রহ্ম চক্রবর্তী ছিলেন কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়ির পুরোহিত। আনুমানিক ১৮৮২ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির প্রেরণায় পটে আঁকা ছবি দিয়ে ঘট পুজোর মাধ্যমে দেবীর আরাধনা শুরু হয় চক্রবর্তী বাড়িতে। সে সময়কার ৮৭৫ টাকাতেই জাঁকজমক করে বোধন হয়। দুর্গাপুজোর পুজোর জন্য আলাদা করে তৈরি করা হয়েছিল দালান বাড়ি। গ্রামের সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে বসিয়ে খাওয়ানো হত। তার পর থেকে বংশপরম্পরায় চলে আসছে চক্রবর্তী বাড়ির পুজো। মূল পুজোর ১৫ দিন আগে থেকে শুরু হয় এই পুজো। ভোগ দেওয়া হয় দিনে তিনবার। এখনও এই নিয়মে চলে পুজো। তবে সময়ের সঙ্গে কিছুটা পরিবর্তন হলেও পুরনো রীতি মেনেই আজও পুজো হয় চক্রবর্তী বাড়িতে। এই পুজোই যেন জুড়ে দেয় অতীত ও বর্তমানের সমস্ত ইতিহাস।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD
অ্যাপকার গার্ডেন শাখা
৮, জি.টি. রোড, উদরেজ ভবন
গ্রাউন্ড ফ্লোর, পিন - ৭১৩ ৩০৪

পরিশিষ্ট - ৪ [রুল ৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১৬/০৩/২০২৩** তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে ঋণগ্রহীতা মেসার্স ডব্লিউআরসিইএল, অংশীদারগণ - **(১) সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, (২) সৌগত মুখার্জী এবং (৩) সুজাতা মুখার্জী** -কে নোটিশে উল্লিখিত অর্থ **৮৮,১৯,৮৮৪.০০ টাকা** (অষ্টআশি লক্ষ উনিশ হাজার আটশো চুরাশি টাকা মাত্র) উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ -এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে **৫ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তিগুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ ও বন্ধকদাতাগণ এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যেন তারা সম্পত্তিগুলি নিয়ে লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তিগুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৯৫,৬০,৬৬৪.০০ টাকা ০৪/১০/২০২৩** অনুযায়ী এবং তার উপর সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের চার্জ সাপেক্ষে হবে ।
"আমরা সারফেইসি এক্ট এর ১৩(৮) ধারার বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্ত করার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: দ্বিতল বিল্ডিং সহ জমির ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা **প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের (বর্তমানে মৃত) নামে আছে, জামিনদার এবং বন্ধকদাতা তার আইনি উত্তরাধিকারী (ক) শ্রীমতী প্রতিভা মুখোপাধ্যায় (মুখার্জী),** স্বামী- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **(খ) শ্রী সৌগত মুখার্জী,** পিতা-প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, **(গ) শ্রীমতী সোনা ব্যানার্জি,** পিতা- প্রয়াত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হচ্ছে, ঠিকানা - ১৮৬ (৩১২/১), রাসডাঙ্গা, হাটন রোড, আসানসোল, জেলা - বর্ধমান, পিন - ৭১৩ ৩০১, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মধ্যে, থানা-আসানসোল, এডিএসআর -আসানসোল, মৌজা আসানসোল পৌরসভা, জেএল নং ২০, আরএস প্লট নং ৫৬৮৯ এর অন্তর্ভুক্ত, এলআর খতিয়ান ৩৩১১০, এলআর প্লট নং ৬৩২২ মোট এলাকার পরিমাপ - ৬.২ ডেসিমেল জমি এবং বিল্ডিং এবং এর সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকার সহ। **চতুর্দিক পরিবেষ্টিত:** উত্তরে- সঞ্জয় শ'র বাড়ি, দক্ষিণে- অঞ্জনী ইমপেক্স, পূর্বে - ১৬ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে- এস কে ভার্মার সম্পত্তি দ্বারা।
তারিখ: ০৫.১০.২০২৩ / স্থান: আসানসোল **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

বैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ
১৬১/৩, রাস বিহারি এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯
ফোন - ০৩৩-২৪৮৬৮১০৪, মেল : RBAvenue.Kolkata@bankofindia.co.in

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] **পরিশিষ্ট F**
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার, রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০১.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি অর্পিতা ঘোষ (লোন এ/সি নং ৪০১৫৭৫১১০০০০০৫১)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৪৭,৩৮৫.৯৪ টাকা (ছয় লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো পঁচাশি টাকা এবং চুরানব্বই পয়সা) টাকা অধার্য সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া ৬,৪৭, ৩৮৫.৯৪ টাকা এবং ৩০.১১.২০২২** এনপিএ তারিখ থেকে অপ্রযোজ্য সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বসবাসের ফ্ল্যাট অবস্থিত ২য় তলে, উত্তর মুখী প্রেমিসেস নং ৩৯এ/১, যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, থানা- যাদবপুর, কলকাতা- ৭০০০৩২, পরিমাণ আনুমানিক ৬৪০ বর্গফুট কমবেশি দুই বেড রুম,এক ডাইনিং,এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট এবং স্টোর রুম, সিএস দাগ নং ১৯৯, সিএস খতিয়ান নং ২০৫, মৌজা- ইব্রাহিমপুর, জেএল নং ৩৬, তৌজি নং ২৪৪, থানা- যাদবপুর, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস : আলিপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৯৬ অধীন।
স্থান : কলকাতা **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ০৭.১০.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

बैंक ऑफ़ इंडिया BOI Bank of India
Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ
১৬১/৩, রাস বিহারি এভিনিউ, কলকাতা ৭০০০১৯
ফোন - ০৩৩-২৪৮৬৮১০৪, মেল : RBAvenue.Kolkata@bankofindia.co.in

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] **পরিশিষ্ট F**
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার, রাস বিহারি এভিনিউ ব্রাঞ্চ** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০২.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রীমতি সুমনা নন্দ ঘোষ (লোন এ/সি নং ৪০১৫৬২৬১০০০০০০২৬)** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৫৪,৯২,৩১৪.৮০ টাকা (চুয়ান্ন লাখ বিরানব্বই হাজার তিনশো চোদ্দ টাকা এবং আশি পয়সা) টাকা এবং অধার্য সুদ সহ** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য **দাবি নোটিশ** ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **৭ অক্টোবর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, নিকট বকেয়া ৫৪,৯২,৩১৪.৮০ টাকা এবং ২৮.০৪.২০২৩** এনপিএ তারিখ থেকে অধার্য সুদ সহ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সম্পত্তির সকল অংশ জমি পরিমাণ ০৩ কাঠা এবং নির্মাণ মৌজা-কসবা, জেএল নং ১৩, আরএস নং ২৩৩, তৌজি নং ১৪৫, সিএস দাগ নং ৩৩২০, আরএস দাগ নং ৪৫১২ , সি এস খতিয়ান নং ১০৫৫, আরএস খতিয়ান নং ১১১৩, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৭, প্রেমিসেস নং ৪২, রাজডাঙ্গা স্কুল রোড, থানা-কসবা, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১০৭।
স্থান : কলকাতা **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
তারিখ : ০৭.১০.২০২৩ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

SBI
এসবিআই আরএসিপিসি- কাম-এসএআরসি হাওড়া শাখা (১০২৬৩)
২৩৯এ,পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১।
ফোন নং: ৯১ ৩৩ ২৬৩৭৩০০৫। ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ (রুল-৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং : ৩৯৯৭০০৬৭৬৯৮ (এইচবিএল), এ/সি নং : ৩৯৯৭০০২৮৪৭৮ (সুরক্ষা)
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** আরএসিপিসি হাওড়া শাখার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২(২০০২ এর নং-৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে ১৪.০৭.২০২৩ তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা **শ্রী শ্যামল চন্দ্র পিতা- শিশির চন্দ্র এবং শ্রীমতী সুমিতা চন্দ্র স্বামী-শ্যামল চন্দ্র** উভয়েরই ঠিকানা- **৪৪/৫০/১, নস্কর পাড়া লেন, পোস্ট-বি. গার্ডেন, থানা- এজেসি বোস বোটানিক্যাল গার্ডেন, হাওড়া, পিন-৭১১১০৩** এবং এছাড়াও **ফ্ল্যাট ৪০৩, ৫ম তল, "তানভীর নিকুঞ্জ অ্যাপার্টমেন্ট", মৌজা- পোদ্রাহ, থানা- সাঁকরাইল, পিন-৭১১১০৯, জেলা-হাওড়া, হাওড়া জেলা পরিষদ অধীন (নারায়না হাসপাতালের কাছে)** -কে আহব্বান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ **১৫,০৬,৮০৩.০০/- টাকা (পনের লক্ষ ছয় হাজার আটশো তিন টাকা মাত্র) ১৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী প্লাস আপ টু ডেট অর্জিত সুদ** পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩ অক্টোবর, ২০২৩** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও প্রকার লেনদেনে, **৫, ০৬,৮০৩.০০/- টাকা (পনের লক্ষ ছয় হাজার আটশো তিন টাকা মাত্র) ১৪.০৭.২০২৩ অনুযায়ী** এবং তদুপরি আরও সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক খরচ, ইত্যাদি, **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি হাওড়া শাখার** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার ফ্ল্যাট নং ৪০৩, পঞ্চম তলায়, পরিমাপ প্রায় ৬৩৭ বর্গফুট, সুপার বিল্ড-আপ এলাকা সহ, যে আছে ০২ (দুই) বেডরুম, ০১ (এক) প্রিভি সহ বাথরুম, একটি ডব্লিউসি, একটি রান্নাঘর রুম, একটি বারান্দা যা "তানভীর নিকুঞ্জ" -এর পঞ্চম তলায় ফ্ল্যাট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এর আরএস দাগ নং ৫১৫, আরএস খতিয়ান নং ৯৪, এলআর দাগ নং ৬৫৯ -এর অধীনে গঠিত জমির এল.আর. খতিয়ান নং.৪০১৫, মৌজা-পোদ্রার অধীনে, জে.এল.নং. ৩৮,থানা- সাঁকরাইল, জেলা- হাওড়া পিন- ৭১১১০৯, অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস রানীহাটি, জেলা-হাওড়া, এবং জেলা সাব-রেজিস্ট্রার-১ এবং ২ হাওড়ার আওতাভুক্ত সেইসঙ্গে জমি এবং সাধারণ এলাকায় আনুপাতিক অবিভক্ত শেয়ার এবং উল্লিখিত বিল্ডিং এর সাথে সংযুক্ত সুবিধাদি। ফ্ল্যাটটি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- খোলা আকাশ এবং ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২, দক্ষিণে- খোলা আকাশ, পূর্বে- খোলা আকাশ, পশ্চিমে- সিঁড়ি কেস এবং ফ্ল্যাট নম্বর ৪০২ দ্বারা।
সম্পত্তিটি সুমিতা চন্দ্র ও শ্যামল চন্দ্রের নামে ২০২১ সালের দলিল নং ০৫০১০০৭৯৯, ভলিউম নং ০৫০১-২০২১, পৃষ্ঠা ৩৪৪১৮ থেকে ৩৪৪৬৩ পর্যন্ত, বই নং-১- জেলা- সাব-রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর-১, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ অফিসে নিবন্ধিত ।
বিঃদ্রঃ- দখল বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যেই ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণকে স্পিড পোস্ট মাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। যদি ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ এটি না পেয়ে থাকেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তিটিই তাঁদের কাছে পরিষেবার পরিবর্ত পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।
তারিখ: ০৩.১০.২০২৩, স্থান: হাওড়া **অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

পুজোর মরশুমে আরামবাগে মহিলাদের নিরাপত্তা দেবে বিশেষ উইনার্স স্কোয়াড

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে আরামবাগ মহিলা থানার সহযোগিতায় এদিন মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ উইনার্স স্কোয়াড গঠিত হয় আরামবাগে। সেই মহিলা বাহিনীকে আবারও দেখা গেল হুগলির আরামবাগ শহরে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মোট আটটি বাইক নিয়ে এই স্পেশ্যাল বাহিনীর পথচলা শুরু হয়। প্রতি বাইক মোট দু'জন করে কালো পোশাকের পুলিশ কর্মী থাকেন এবং তাদের শরীরে বডি ক্যাম ও প্লাস্টিকের রুল-সহ মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে আধুনিক সরঞ্জাম আছে। পুলিশের কন্ট্রোল রুমে কোথাও নারীদের উত্ত্যক্ত করার খবর এলে অথবা নারীরা বিপদে পড়লে, সেই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উইনার্স স্কোয়াড ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে পুরুষদের সঙ্গে সমানভাবে কর্মক্ষেত্রে পাল্লা দিচ্ছেন মহিলারা। শুধু কর্মক্ষেত্রে নয়, পড়াশোনাতেও ছেলেদের সমানভাবে মেয়েরা এগিয়ে চলেছে। পথে

বিভিন্ন সমস্যা। রাস্তাঘাটে মহিলাদের একশো শতাংশ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর প্রশাসন।

তাই মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য উইনার্স স্কোয়াড নামে বিশেষ বাহিনী। এই বিষয়ে আরামবাগ এসডিপিও অভিষেক মণ্ডল জানান, আরামবাগ শহরেও পুজোর বাজার চলছে জোর কদমে। তাই পুজোর কেনাকাটা যাতে নিশ্চিন্তে হয়, বিশেষ করে মহিলারা যাতে নিশ্চিন্তে আপনজনদের সঙ্গে ঘুরে কেনাকাটা করতে পারেন, তারজন্য আরামবাগ মহিলা থানার উদ্যোগে এবং উইনার্স টিমের সহযোগিতায় আরামবাগ শহর জুড়ে টহল দিচ্ছে মহিলা বাইক বাহিনী। টহলের সঙ্গে তারা পথ চলতি মানুষের সঙ্গে কথা বলে তাদের অসুবিধা জানারও চেষ্টা করছে। এই বিষয়ে স্থানীয় এক কলেজ ছাত্রী বর্ষা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই বাহিনী গঠন হওয়ায় মহিলাদের নিরাপত্তা আরও বাড়বে। বর্তমানে নারী নির্যাতনের ঘটনা বাড়ছে। সন্ধ্যা হলেই নারীরা নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। বাবা ও মা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে আসতে বলে। আমাদের রাতে টিউশন পড়ে বাড়ি ফিরতে হয়। তবে আরামবাগ শহরে এই স্কোয়াড তৈরি হওয়ায় আমরা খুশি। তবে পুলিশকে খবর দেওয়ার পরেই দ্রুত ঘটনাস্থলে আসতে হবে। ঘটনা ঘটার পর এলে কাজ কিছু হবে না। কেবল গ্রেপ্তার নয় নারী নির্যাতনের অপরাধে কঠোর শাস্তি চাই। এমনটাই জানান ওই কলেজ ছাত্রী। সবমিলিয়ে আরামবাগে মহিলাদের বিশেষ নিরাপত্তা দেবে এই বাহিনী।

লাগাতার বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে শীতকালীন সবজি, চিন্তায় চাষিরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লাগাতার বৃষ্টির জেরে মালদায় শীতকালীন সবজির চাষের ক্ষেত্রে ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। গত দুই সপ্তাহ ধরে দফায় দফায় বৃষ্টিতে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি নষ্ট হতে বসেছে। যার ফলে চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। অনেক চাষিরা জমিতে রীতিমতো পলিথিন খাটিয়ে ছাউনি করে সবজি চারাগাছ বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। বিভিন্ন ধরনের সবজির বীজতলা তৈরি করার পর বৃষ্টিতেই তা অনেক ক্ষেত্রে নষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে চাষিদের অভিযোগ। আর এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মাথায় হাত পড়েছে মালদার বিভিন্ন এলাকার সবজি চাষিদের।

উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, অক্টোবর মাস থেকেই মূলত শীতকালীন সবজির বীজতলা তৈরি শুরু করে দেন চাষিরা। যার মধ্যে ফুলকপি, বাঁধাকপি, টমেটো, বেগুন সহ বিভিন্ন শীতকালীন সবজি রয়েছে। বর্তমানে এই ধরনের সবজিগুলির বীজতলা তৈরি করছেন চাষিরা। কিন্তু লাগাতার বৃষ্টিতে বীজতলায় ছোট ছোট চারা গাছ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ভারি বৃষ্টির ফলে বীজতলার সঠিক পরিচর্যা করতে পারছেন না কৃষকরা। সাদা পলিথিন দিয়ে বীজতলা ঢাকা দিয়েও রক্ষা

হচ্ছে না। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে পচে নষ্ট হচ্ছে চারা।

উদ্যানপালন দপ্তর জানিয়েছে, এই বর্ষার মরশুমেও চারাগাছ রক্ষা করার উপায় রয়েছে। কি ভাবে চাষিরা বর্ষার হাত থেকে সবজির বাঁচাবেন তার পরামর্শ দিচ্ছেন মালদা জেলা উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিক সামন্ত লায়েক। তিনি বলেন, এইরকম বৃষ্টির পরিস্থিতিতে জমি থেকে বীজতলা কিছুটা উঁচু করতে হবে। এতে সহজে জল দাঁড়াতে পারবে না। বীজতলার মাটি ছত্রাক ও ব্যাকটেরিয়া নাশক দিয়ে জীবাণু মুক্ত করে নিতে হবে। বীজগুলিও ছত্রাকনাশক করতে হবে। এতে গাছ ভালো হয়, ফলন ভালো হবে। সবজির জমি উঁচু নির্বাচন করতে হবে। কোনওভাবেই জল জমতে দেওয়া যাবে না সবজি জমিতেও। সবজির গাছ রোপণ করার পর জল জমে থাকলে গাছ পচে যাওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। বিশেষ করে টমেটো, ফুলকপি ও বাঁধাকপি নরম প্রকৃতির গাছ। এই সবজি গাছগুলি দ্রুত পচে যায়। তাই দ্রুত ছত্রাক নাশক প্রয়োগ করতে হবে।

মালদা ম্যাংগো মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি উজ্জ্বল সাহা জানিয়েছেন, শুধু শীতকালে সবজি নয়, এই মরশুমে থেকেই শুরু হয় আম গাছের নতুন করে পরিচর্যা। কিন্তু গত দুই সপ্তাহের বৃষ্টিতে ব্যাপকভাবে ক্ষতির মুখে পড়েছেন চাষিরা। অনেক ক্ষেত্রে সবজির দামও বেড়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবং রাজ্য সরকার সবরকম ভাবে সহযোগিতা করছে।

ডানকুনির মিলন সংঘের এ বছরের থিম ভাবনায় 'দুগ্গা থেকে দুর্গা', ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: প্রতিবছরের মতো এ বছরও মহাসমারোহের সঙ্গে হুগলির মিলন সংঘ ডানকুনির নবমতম দুর্গোৎসব। মিলন সংঘ ডানকুনির এ বছরের থিম ভাবনা 'দুগ্গা থেকে দুর্গা'। শিল্পী আশিস ভৌমিকের ভাবনায় নির্মিত হয়েছে গোটা পুজা মণ্ডপটি। থিম ভাবনার মূল বিষয় হল সমস্ত ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণির ও জাতির মেয়েদের শৈশব থেকে বার্ধক্যের যাত্রা পথ। সমাজের প্রত্যেক স্তরের মেয়েরাই যে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির শিকলে বাধা থাকে, তাদের জন্ম পরবর্তী মুহূর্ত থেকেই যে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার নাগপাশে বন্দি হয়ে থাকতে হয়, সেই বিষয়টি জায়গা করে নিয়েছে এই মিলন সংঘ ডানকুনির ২০২৩ এর দুর্গোৎসবের থিম ভাবনায়। কোনও বিশেষ শ্রেণি, বর্ণ, জাতি বা ধর্ম নয়, সমাজের সকল মেয়েরাই যে পুরুষতান্ত্রিক ক্ষমতার শিকলে বন্দি, তা তুলে ধরা হয়েছে, এই থিম ভাবনায়। তবে শিকলে আবদ্ধ মেয়েরা যে মুক্তির পতাকাও প্রতিনিয়ত ওড়াচ্ছেন পুরুষতান্ত্রিকতার জগদ্দল পাথরের সঙ্গে লড়াই করে সেটিকেও থিম ভাবনায় রাখা হয়েছে। গোটা মণ্ডপটি ১২০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা জুড়ে নির্মিত হচ্ছে। মণ্ডপটি দুটি অংশে বিভক্ত, সামনের অংশে রয়েছে ৩০

ফুট উচ্চতার দেবী দুর্গার মুখের অবয়ব এবং পিছনের অংশে রয়েছে ৯০ ফুট উচ্চতার দেবী দুর্গার মুকুট সজ্জা। সেই মুকুট সজ্জার গায়েই রয়েছে ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির নারী মূর্তি। যেগুলো বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, শ্রেণি ও জাতির নারীর অবহেলিত, শোষিত জীবনের কথাকে যেমন তুলে ধরেছে তার পাশাপাশি তাদের বিজয় রথের ছবিকেও তুলে ধরা হয়েছে। মূল মণ্ডপের অন্দরমহলটি নির্মিত হচ্ছে মাতৃ গর্ভের আদলে, মাতৃ গর্ভের যে শক্তি, যে তেজ সেটা বোঝাতেই এই ভাবনা। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে ৪৫ জন কারিগর টানা কাজ করে এই মণ্ডপটির রূপদান করেছেন। গোটা মণ্ডপটি নির্মিত হয়েছে পরিত্যক্ত কাগজ, পরিত্যক্ত কাপড়, প্লাস্টার অফ প্যারিস, বাঁশ, কাঠ প্রভৃতি উপাদানে। পুজো কমিটির সদস্যরা দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রসহ জরুরি ভিত্তিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও রাখছেন। পুজো কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক প্রিয়ঙ্কর দাস জানিয়েছেন, আগামী ১৭ অক্টোবর তৃতীয়ার দিন আমাদের মণ্ডপের শুভ উদ্বোধন হবে। ভার্চুয়ালি এই উদ্বোধন করবেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবমিলিয়ে এই পুজোকে কেন্দ্র করে ক্লাব সদস্যের পাশাপাশি এলাকার মানুষের মধ্যেও ব্যাপক উন্মাদনা দেখা দিয়েছে।

কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতির বাড়িতে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কৃষ্ণনগর: গোটা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সিবিআই হানার সঙ্গে সঙ্গে পুরসভা নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় তদন্ত করতে কৃষ্ণনগরে এল সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল। কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন পুরপতি অসীম সাহার বাড়িতে সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ৪ সদস্যের সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল হানা দেয়।

প্রসঙ্গত, ২০১৫ থেকে ২০১৮ কৃষ্ণনগর পুরসভা নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছিল। সেই মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, কয়েক মাস আগে কৃষ্ণনগর পুরসভায় সিবিআইয়ের প্রতিনিধি দল হানা দিয়েছিল। পুর আধিকারিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং বাজেয়াপ্ত করা হয় বেশ কিছু নথি। সেই পুর নিয়োগ সংক্রান্ত তদন্তে ফের আজ কৃষ্ণনগর পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান অসীম সাহার শক্তিনগরের বাড়িতে হানা দিল সিবিআইয়ের ৪ সদস্যের প্রতিনিধি। দীর্ঘক্ষণ ধরে বাড়ির ভেতরে চলে তদন্ত তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ।

পুরসভা দুর্নীতি খুঁজতে এবার কোমর বেঁধে নামল সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: রবিবার সাতসকালেই কলকাতার পাশাপাশি উত্তর ২৪ পরগনার একাধিক পুরসভায় তল্লাশি চালাচ্ছে সিবিআই। এদিন সকাল ১১টা নাগাদ টাকির চেয়ারম্যান সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে আসেন সিবিআইয়ের ৭ সদস্যের প্রতিনিধিদল। ৫ জন সিবিআই আধিকারিক। ২ জন ব্যাংক পর্যবেক্ষক। এর আগে গত ৭ জুন সিবিআই তল্লাশি চালিয়েছিল টাকি পুরসভায়। পুর কর্তৃপক্ষের কাছে নথি তলব করা হয়। পরে ইডির তরফেও একই বিষয়ে নথি চেয়ে পাঠানো হয়। সেই সংক্রান্ত নথিও দুই তদন্তকারী সংস্থার কাছে পাঠানো হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। এরই মধ্যে আবার এদিন সিবিআই আধিকারিকরা আসে টাকির চেয়ারম্যানের বাড়িতে। জানা গিয়েছে, বেশ কিছু নথি উদ্ধার করা হয়েছে চেয়ারম্যানের বাড়ি থেকে। টাকির পাশাপাশি এদিন বাদুরিয়া পুরসভার চেয়ারম্যানের বাড়িতেও সিবিআই তল্লাশি চালাবে বলে জানা গিয়েছে।

অন্যদিকে, এদিন উত্তর ২৪ পরগনার হালিশহর প্রাক্তন পুরপ্রধান অংশুমান রায় ও কাঁচড়াপাড়া প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুদামা রায়ের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি চালায়। তাছাড়া কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়ি ও দক্ষিণেশ্বর মন্দির লাগোয়া তার আবাসনেও হানা দেয় ওই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। পুরসভার পুর কর্মচারী নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় রবিবার সকাল থেকেই কাঁচরাপাড়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান সুধাময় রায়ের বাড়িতে তল্লাশিতে আসেন ৪ সদস্যের সিবিআই এর প্রতিনিধি দল। সঙ্গে রয়েছে সিআরপিএফের জওয়ানরা। পাশাপাশি, হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন পুর প্রধান অংশুমান রায়ের বাড়িতেও ৪ সদস্যের সিবিআই দল তদন্ত শুরু করে।

আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের একমাত্র থানায় মহা সমারোহে দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: সচরাচর পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রত্যেকটি থানাতে কালীপুজোর আয়োজন করা হয়। কিন্তু আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের একটি থানা ব্যতিক্রমী, এখানে কালীপুজোর সঙ্গে নিষ্ঠা ও ভক্তির সহকারে দুর্গাপূজারও আয়োজন করা হয়। কুলটি থানার অন্তর্গত বরাকর ফাঁড়িতে প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হয়। এই বছরও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। থানা চত্বরেই রয়েছে পাশাপাশি কালী ও দুর্গা মন্দির।

থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পুজো দীর্ঘদিন ধরে হয়ে আসছে। কিন্তু যেহেতু সব পুলিশ কর্মীরই বদলির চাকরি তাই ঠিক কত বছর ধরে এই পুজো হচ্ছে সেটা তাদের জানা নেই। থানার কালী মন্দিরে কালীর পাথরের প্রতিমার সঙ্গে দুর্গা মন্দিরে দুর্গা ঠাকুরের ছোট একটি পিতলের মূর্তি আছে। এই দুই মন্দিরেই নিত্য পুজো করা হয়। কিন্তু দুর্গাপূজার সময় মাটির দুর্গা প্রতিমা নিয়ে এসে পুজো করা হয়।

পুজো চারদিন থানার মেসের খাবার বন্ধ থাকে। বাইরে থেকে ক্যাটারার এসে এই চারদিন রান্নার আয়োজন করে। ইতিমধ্যেই চার দিনের খাবার মেনু তৈরি করে ক্যাটারারকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সপ্তমীর দিন অন্যান্য খাবারের সঙ্গে থাকবে মাছ, অষ্টমীর দিন সম্পূর্ণ নিরামিষ এবং নবমী ও দশমীতে বিভিন্ন পদের সঙ্গে থাকবে মাংস। এই পুজোটি এই থানার কর্মীরা ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে আয়োজন করেন। পুজোর চারদিন এই থানার পুলিশ কর্মীরা নিজের নিজের ডিউটি সেরে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মণ্ডপে হাজির হন।

থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক অরিন্দম মণ্ডল জানান, পুজোর চার দিন এই থানার পুলিশ কর্মীরা ছাড়াও ট্র্যাফিক ডিপার্টমেন্ট ও পার্শ্ববর্তী থানার পুলিশ কর্মী ও আধিকারিকরাও আসেন। এক পুলিশ কর্মী জানান,

উৎসবের মরশুমে সাধারণ জনগণের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার প্রয়োজনে তাঁরা তাঁদের নিজের পরিবারের কাছে যেতে পারেন না। ফলে মনটা একটু খারাপ হয়, কিন্তু থানার এই পুজো সেই মন খারাপের কথা ভুলিয়ে তাঁদের আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার কর্তব্য পালনে আরও উৎসাহিত করে।

লোকসভা এগোবে যত বিজেপি এজেন্সি দিয়ে টিএমসিকে হেনস্থা করবে ততো : নারায়ণ গোস্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: রবিবার আইএনটিটিইউসির উদ্যোগে বারাসত পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে উৎসব আবহে রক্তদান শিবিরে এসে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা বিধায়ক নারায়ণ গোস্বামী বলেন, 'লোকসভা নির্বাচনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আমরা। দিন যত এগোচ্ছে ততই কেন্দ্রীয় বিজেপি সুকান্ত, শুভেন্দুদের ওপর থেকে আস্থা হারাচ্ছে। তারা এখন ভরসা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলোর ওপরে। যেহেতু তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়া করছে তাই আমাদের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে সিবিআই, ইডি, ইনকামট্যাক্স দিয়ে তদন্ত করাচ্ছে। লোকসভা নির্বাচন যতই এগোবে দিশাহারা বিজেপি ততই কেন্দ্রীয় এজেন্সি লাগিয়ে তৃণমূল নেতা মন্ত্রীদের হেনাস্থা করবে। অথচ যাদের ক্যামেরায় টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল, তাঁরা বিজেপি করে বলে ছাড় পেয়ে যাচ্ছে। বাংলা তথা দেশের মানুষ সব দেখছে।'

এদিন তিনি আরও বলেন, 'রাজ্যপালকে তৃণমূল কর্মীরা কালো পতাকা দেখাচ্ছেন না, মানুষ কেন্দ্রের সরকার দ্বারা বঞ্চিত হতে হতে তাঁদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে, তাই সাধারণ মানুষ কালো পতাকা দেখাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা যদি ওনার পথ আটকায় তবে উনি বের হওয়ার জায়গা পাবেন না।'

তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান অশনি মুখার্জি, বারাসাত পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসির সভাপতি তাপস দাশগুপ্ত, বারাসত শহর আইএনটিটিইউসির সহ সভাপতি কালি রুদ্র, পুরপিতা অভিজিৎ নাগ চৌধুরী, ড. সুমিত কুমার সাহা, দেবাশিস মিত্র সহ অন্যান্যরা। এদিন প্রায় ৭৫ আইএনটিটিইউসির কর্মীরা রক্তদান করেন।

সরকার বাড়ির পুজোয় মাতবেন বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, সোনামুখী: সরকার বাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে মেতে উঠবেন বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ। বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী ব্লকের পূর্ব নবাসন পঞ্চায়েতের ভাটপাড়া কলোনি গ্রামের সরকার বাড়ির পুজো এবার অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করল। হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন তারপরই দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে উঠবেন আপামর মানুষ। ইতিমধ্যেই আকাশে বাতাসে পেজা তুলোর গন্ধ জানান দিচ্ছে মা আসছে। সকলের মধ্যে আনন্দ উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। সরকার বাড়ির এই পুজো শুধুমাত্র পারিবারিক নয়, আশপাশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলের মানুষ এই পুজোতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। দেখে মনে হতেই পারে এ যেন বারোয়ারি পুজো। সরকার বাড়ির পুজোর বিশেষ রীতি বৈষ্ণব মতে তাঁরা দুর্গা পূজা করে

থাকেন। এছাড়াও পুজোর কটা দিন বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পাশাপাশি নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয় ও দুস্থ মানুষদের নতুন বস্ত্র প্রদান করা হয়।

সরকার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যই কর্মসূত্রে বিদেশে থাকেন তবে পুজোর কটা দিন সকলেই এক জায়গায় মিলিত হন এবং গ্রামের মানুষের সঙ্গে পুজোকে কেন্দ্র করে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। সরকার পরিবারের এক সদস্য চঞ্চল সরকার বলেন, 'পারিবারিক পুজো হলেও সকল মানুষ নিজের পরিবারের মতো এই পুজোতে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আমরাও সকলের সঙ্গে আনন্দ উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিই।' সরকার পরিবারের মেজো বউমা রাখি সরকার বলেন, 'আমরা সারা বছর এই পুজোর জন্য অপেক্ষা করে থাকি কবে এই পুজোর দিন আসবে এবং বিদেশ থেকে দেশে ফিরে সকলকে নিয়ে একসঙ্গে আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে উঠব।'

কেউ দুর্নীতি করে থাকলে শাস্তি পাক : দেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: কেউ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে অবশ্যই শাস্তি পাক। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাবে সিবিআই, ইডি কাজ করলে তা ভবিষ্যতের জন্য খারাপ। রাজ্যের শাসক দলের একাধিক নেতাদের বাড়িতে ফের সিবিআই তল্লাশির পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রবিবার এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন ঘাটালের তৃণমূল সাংসদ দেব। এ দিন সকাল থেকেই রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এবং কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্রের বাড়িতে তল্লাশি শুরু করে সিবিআই। পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তেই এই তল্লাশি হয়। সবমিলিয়ে রাজ্যের ১২টি জায়গায় তল্লাশি চলে। এর মধ্যে রয়েছেন শাসক দলের একাধিক নেতাও। বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশেই রাজনৈতিক প্রতিহংসার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে এই হয়রানি চলছে বলে অভিযোগ তুলেছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। রবিবার ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি দেখতে এসে সাংসদ দেবও সেই অভিযোগ সমর্থন করেন। রবিবার ঘাটালের আজব নগর এলাকায় গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন।

খড়ার গার্লস স্কুলের বিপর্যস্ত বিল্ডিং পরিদর্শন করেন। তারপরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি। ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন হতে দেখা যায়নি এলাকার সংসদ দেবকে।

পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে সমন্বয় বৈঠক, পুজোর গাইড ম্যাপের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: হুগলির চুঁচুড়াতেও শুরু হয়েছে পুজো কার্নিভাল। এই বছরও যার ব্যতিক্রম হবে না। আসন্ন পুজোর আগে রবিবার সমন্বয় বৈঠক করে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের অন্তর্গত বিভিন্ন থানা এলাকায় দেড় হাজারেরও বেশি পুজো হয়। তার মধ্যে ৬৯টি পুজো বিগ বাজেটের। রবিবার চুঁচুড়া রবীন্দ্র ভবনে চুঁচুড়া, চন্দননগর ও ভদ্রেশ্বর থানা এলাকার পুজো কমিটিগুলিকে নিয়ে আয়োজিত হয় সমন্বয় বৈঠক। আগামী মঙ্গলবার শ্রীরামপুর এবং উত্তরপারায় দু'টি পৃথক বৈঠক হবে।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য, চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি-সহ পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি রঞ্জন ধারা, বিধায়ক অরিন্দম গুঁইন, অসিত মজুমদার, চুঁচুড়া, বাঁশবেড়িয়া, ভদ্রেশ্বর পুরসভার প্রতিনিধি, চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও চন্দননগর পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র। পাশাপাশি ছিলেন দমকল ও বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধিরাও।

সমন্বয় বৈঠকে দুর্গাপুজোর আবেদন অনলাইনে কী ভাবে করতে হবে, কী কী নিয়ম মেনে পুজো করতে হবে, সেগুলি প্রজেক্টরের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হয় কমিটির মোড়-পিপলুপাতি-বকুলতলা ঘাট-ময়ূরপঙ্খী ঘাট হয়ে অন্নপূর্ণা ঘাটে কার্নিভাল শেষ হবে বলে জানা যাচ্ছে। কার্নিভাল হবে আগামী ২৬ অক্টোবর।

প্রতিনিধিদের। সরকারি অনুদানের সত্তর হাজার টাকার চেকও তুলে দেওয়া হয় বারোয়ারিগুলির হাতে। দুর্গাপুজোর গাইড ম্যাপের আনুষ্ঠানিক প্রকাশও করা হয়। একইসঙ্গে আলোচনা হয় পুজোর পরের কার্নিভাল নিয়েও। গতবারের মতো এবারেও চুঁচুড়া শহরে কার্নিভাল আয়োজিত হবে বলে রবিবার জানানো হয় বৈঠকে। রুটও গতবারের মতো একই থাকবে। সেক্ষেত্রে চুঁচুড়ার কারবালা

বিধায়ক অসিত মজুমদার পুজো কমিটিগুলির উদ্দেশে জানান, ডিজে বাজানো থেকে বিরত থাকুন, চাঁদার জুলুম করবেন না। অন্যদিকে মানুষকে ভালোভাবে পুজো কাটানোর বার্তা দেন জেলাশাসক ও পুলিশ কমিশনার। প্রসঙ্গত, গতবছর পুজো কার্নিভালে ব্যাপক সাড়া পেয়েছিল জেলা প্রশাসন। এবারও তেমনই মানুষের সাড়া পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা।

ডেঙ্গি পরিস্থিতি পরিদর্শনে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পেশাল জয়েন সেক্রেটারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বনগাঁয় এসে বৈঠক করলেন ও মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পেশাল জয়েন সেক্রেটারি। রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পেশাল জয়েন্ট সেক্রেটারি কৌশিক ভট্টাচার্য বনগাঁ এসে ডেঙ্গি পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং তা নিয়ে মহকুমা শাসক প্রেম বিভাস কাঁসারি, উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সিএমওএইচ, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে সুপার এবং বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শনে আসেন তিনি।

স্পেশাল জয়েন সেক্রেটারির সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সিএমওএইচ সমুদ্র সেনগুপ্ত,বনগাঁ মহকুমা শাসক প্রেম বিভাস কাঁসারি, বনগাঁ মহকুমা হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণচন্দ্র বারুই সহ বিভিন্ন আধিকারিক। ডেঙ্গি পরিস্থিতি সহ হাসপাতালের পরিকল্পনা খতিয়ে দেখেন স্পেশাল জয়েন সেক্রেটারি কৌশিক ভট্টাচার্য। এদিন বনগাঁ এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কৌশিক ভট্টাচার্য জানান, ডেঙ্গি পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য তিনি এসেছেন। একই সঙ্গে তিনি জানান, হাসপাতালে পরিকাঠামো সব রেডি আছে মানুষকে আরও সচেতন হওয়া দরকার।

হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে তিনি জানান, হাসপাতালে পরিষেবা ঠিক আছে। আরও যাতে উন্নত করা যায় সে বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। পুর এলাকার থেকে গ্রাম অঞ্চলে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বেশি। গ্রামেও ভিজিট করবেন তিনি।

পাত্রসায়র ব্লকের হদলনারায়ণপুরের বড় মণ্ডল বংশের পুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বিশ্বায়নের বিশাল বৃত্তে থিম নির্ভর পুজো আজ দিকে দিকে। দর্শনার্থীদেরও বর্তমানে পছন্দ থিমের পুজো। তা বলে সাবেকিয়ানাও কিন্তু পিছিয়ে নেই। বিশেষ করে একশো বছরের অধিক পুরনো পুজোগুলি সাবেকিয়ানার ধারক ও বাহক। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের ব্লকের হদলনারায়ণপুর গ্রামে রামপুর বড় মণ্ডল দেবোত্তর অ্যাস্টেটের পারিবারিক দুর্গা পুজো প্রায় আড়াইশো বছরে পুরনো। প্রাচীনত্বের সঙ্গে নবীনত্বের সার্থক মিলনক্ষেত্র রূপে এই পারিবারিক পুজো যথেষ্ট পরিচিত।

পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, বিষ্ণুপুর মল্ল রাজ গোপাল সিংয়ের আমলে (১৭১২- ১৭৪৮) মণ্ডল পরিবারের প্রতিষ্ঠা করেন মুচিরাম ঘোষ। সেখান থেকে মণ্ডল পদবী লাভ। এই সনদ সৌভাগ্যকে স্মরণে রেখে নবজাত এক বংশধরের 'সানন্দ' নামকরণ করা হয়। এই বংশের বেচারাম মণ্ডলের সময়কালে অট্টালিকা, দেব মন্দির ও রাসমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। জন্মাষ্টমীতে গঙ্গামাটি লেপনের মধ্য দিয়ে পুজোর শুভসূচনা হয়। মণ্ডল পরিবারের দুর্গোৎসব বৈষ্ণব মতানুযায়ী হয়। পূজার চারদিন ধরে চলে নানান ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। পারিবারিক সৌহার্দ্য বর্ধনে, গৃহকর্ত্রীদের রন্ধনভার থেকে মুক্তি দিতে পুজোর সময় সমবেত ভোজনের আয়োজন করা হয়। নাটমন্দিরের বিলাসী ঝাড়বাতির রোশনাইয়ের আমেজে মৌতাতে মজে আবালবৃদ্ধাবনিতা। আসলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত্রতন্ত্রের অবসান আর নবীন ধনতন্ত্রের উত্থানের দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে জেগে থাকে সচেতন পরিবারের পারিবারিক দুর্গোৎসব।

অর্থাৎ বৃহৎ বৃত্তের বাইরে থেকেও উৎসবের রঙে সেজে উঠে গ্রামবাংলার অন্বেষণে প্রতিবছরই নতুনত্বের ছোঁয়া দিয়ে যায়। হদলনারায়ণপুর গ্রামের বড় মণ্ডল বংশের পারিবারিক দুর্গোৎসব। পুজোর কটা দিন মণ্ডল পরিবারের এই পুজোকে কেন্দ্র করে আশপাশের ২৫ থেকে ৩০টি গ্রামের সাধারণ মানুষরা আনন্দ উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন। তবে জেলার বাইরে থেকেও দর্শনার্থীরা মণ্ডল পরিবারে পুজো দেখতে ভিড় জমিয়ে থাকেন।

সৌর বিদ্যুতে চলবে অযোধ্যা
তৈরি হবে 'সোলার সিটি'

অযোধ্যা, ৮ অক্টোবর: আগামী জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে অযোধ্যায় রামমন্দিরের উদ্বোধন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাতে হবে উদ্বোধন। ওই দিন মন্দিরে প্রাণ প্রতিষ্ঠা বা রামলালার মূর্তি স্থাপন করা হবে। ওই দিনেই অযোধ্যায় সোলার সিটির একটি মেগা প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী।

উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথ সরকার অযোধ্যাকে দেশে প্রথম 'সোলার সিটি' হিসাবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে রাজ্য সরকার সরযূ নদীর তীরে একটি সোলার পার্কের শিলান্যায় করাতে চায়। মুখ্যমন্ত্রী যোগীর কথায়, 'অযোধ্যা হল সূর্যবংশের রাজধানী। এই শহর তাই সৌর বিদ্যুতে চলবে।' রামমন্দির থেকে রাস্তা সর্বত্র সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করা হবে, জানিয়েছেন উত্তর প্রদেশ নিউ অ্যান্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ডিপার্টমেন্ট। কী থাকবে সোলার পার্কে? রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা হল, সরযূ নদীর তীরে বিশাল এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। সেখানে একদিকে সৌর প্যানেল থাকবে। আর এক প্রান্তে থাকবে চার্জিং স্টেশন। যানবাহন থেকে মোবাইল সবই চার্জ দেওয়া যাবে সেখানে। বাড়তি বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে আঞ্চলিক গ্রিডে। সেখান থেকে অযোধ্যা নগরীর বাড়িঘর, দোকান-বাজার, অফিস ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে। উত্তর প্রদেশ সরকারের দাবি, গোটা একটি শহরকে সৌর বিদ্যুতে চালানোর এমন মেগা প্রকল্প দেশের কোথাও নেওয়া হয়নি।

সরকারি সূত্রে জানানো হয়েছে, ২০২৩ থেকে ২০২৮, পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্ব শেষ হবে এ বছর ডিসেম্বরে। সরকারি ভবনের ছাদে সোলার প্যানেল বসানোর কাজ শেষ পর্যায়ে। সরকারি উদ্যোগে বহু ই-রিকশ চালু করা হবে মন্দির উদ্বোধনের আগেই। এছাড়া রাজ্য স্তার ধারে পুরসভার পানীয় জলের কলগুলিতে সৌর বিদ্যুৎ চালিত পিউরিফায়ার বসানো হচ্ছে। সোলার পার্কে মোট ৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। জানুয়ারির মধ্যে ১০ মেগাওয়াটের প্ল্যাট বসে যাবে। অযোধ্যার পর রাজ্যের ১৭টি বড় শহরকে সোলার সিটি হিসাবে গড়ে তোলা হবে।

গগনযানের রোডম্যাপ তৈরি, মহাশূন্যে পাড়ি দেবে ভারত!

শ্রীহরিকোটা, ৮ অক্টোবর: চন্দ্রাভিযান, থেকে সূর্য। পরপর 'মিশন' -এ সাফল্য এসেছে। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তরফে জানানো হয়েছিল, এবার মহাশূন্যের পথে রওনা দেবে ভারতে তৈরি গগনযান। সেই পথেই এবার আরও এক ধাপ এগোল ইসরো। সংস্থার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মহাকাশে-অভিযানের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সব ঠিক থাকলে খুব শিগগিরই শূন্যের পথে রওনা হবে গগনযান।

চন্দ্রযান ৩-এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর পি বীরমুথুভেল একটি অনুষ্ঠানে ভাষণ দেওয়ার সময় জানিয়েছেন, সফট ল্যান্ডিং নিজেই একটি প্রযুক্তি, যে ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই আয়ত্ত করেছে ভারত। তারপরেই মানুষ পাঠিয়ে অনুসন্ধান সম্ভব। 'আপনারা সকলেই জানেন, গগনযানের কথা, এটি একটি মানব-অনুসন্ধান

প্রোগ্রাম,' জানিয়েছেন তিনি।

ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইতিমধ্যেই গগনযান মিশনের অংশ হিসাবে মানব-বিহীন উড়ানের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে। ইসরোর এক্স-হ্যান্ডেলে লেখা হয়েছে, 'মিশন গগনযান ইসরো গগনযান মিশনের জন্য মানব-বিহীন উড়ানের পরীক্ষা শুরু করবে। ফ্লাইট টেস্ট ভেহিকেল অ্যাবর্ট মিশন-১ এর জন্য প্রস্তুতি, যার সাহায্যে ক্রু এস্কেপ সিস্টেমের কার্যকারিতা বোঝা যাবে, তা শুরু করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। ইসরোর মতে, এই পরীক্ষামূলক উড়ানের সাফল্যের উপর নির্ভর করবে বাকি যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষাগুলি এবং তা মানববিহীন মিশনের মঞ্চ প্রস্তুত করবে। গগনযান টেস্ট ফ্লাইটের প্রথম ক্রু মডিউল সংক্রান্ত একটি বিবৃতিতে সংস্থাটি জানিয়েছে, প্রথম ডেভেলপমেন্ট ফ্লাইট টেস্ট ভেহিকলের (টিভি-ডি১) প্রস্তুতি এই মুহূর্তে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

গগনযানের রকেটটি অন্য জায়গায় তৈরি করা হলেও এই মহাকাশযানের জন্য সমস্ত অভ্যন্তরীণ সিস্টেম আমদাবাদে তৈরি করা হবে। সেখানেই তৈরি হবে কেবিন সিস্টেম এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা। কেবিনে মহাকাশচারীদের জন্য তিনটি আসন থাকবে, সঙ্গে থাকবে একটি আলোর ব্যবস্থা। কেবিনের ভিতরে বিভিন্ন জিনিস নিরীক্ষণের জন্য দুটি ডিসপ্লে স্ক্রিন থাকবে।

গগনযান ভারতের প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান মিশন। তারই পদক্ষেপ হিসেবে প্রথমে মানবহীন মিশনে তার পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে। পরবর্তীতে এই প্রজেক্টে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে ৪০০ কিলোমিটার উপরে একটি কক্ষপথে তিন জন নভোচারীকে পাঠানোর লক্ষ্যে এগোচ্ছে ইসরো।

যুদ্ধ পরিস্থিতির আঁচ মিশরেও, মৃত্যু ইজরায়েলি পর্যটকের

ইজিপ্ট, ৮ অক্টোবর: ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতির আঁচ পড়ল মিশরেও। আলেকজান্দ্রিয়ায় এক পুলিশকর্মীর গুলিতে মৃত্যু হল দুই ইজরায়েলি পর্যটকের। একজনের আহত হওয়ারও খবর মিলেছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার থেকে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে ইজরায়েলের পরিস্থিতি। গাজা থেকে রকেট হামলা শুরু করেছে হামাস জঙ্গিরা। এহেন পরিস্থিতিতেই মিশরে খুন হলেন দুই ইজরায়েলি পর্যটক। অনেকের অনুমান, এই খুনের সঙ্গে ইজরায়েলের যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে।রবিবার মিশরের আলেকজান্দ্রিয়ায় ঘুরতে গিয়েছিল ইজরায়েলি পর্যটকদের একটি দল। বিখ্যাত পম্পেই পিলার দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরা। সেখানেই আচমকা গুলি চালাতে শুরু করেন আলেকজান্দ্রিয়ার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা এক পুলিশকর্মী। ঘটনাস্থলেই দুই ইজরায়েলি পর্যটকের মৃত্যু হয়। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, গুলি লেগে আহত হয়েছেন আরও এক ব্যক্তি। তবে সঙ্গে সঙ্গেই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে আটক করেছে স্থানীয় প্রশাসন। অসমর্থিত সূত্রের খবর, এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মিশরের এক নাগরিকেরও।

পর্যটকদের উপর হামলার নেপথ্যে রয়েছে হামাস বনাম ইজরায়েল দ্বৈরথ- এমনটাই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোর সাড়ে ৬টা থেকে গাজা থেকে রকেট হামলা করতে থাকে হামাস জঙ্গিরা। সেই সঙ্গে ইজরায়েলের ভূখণ্ডেও ঢুকতে শুরু করে তারা। ইতিমধ্যেই তিনশোর বেশি ইজরায়েলির মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে। পালটা হুঙ্কার দিয়েছেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর গর্জন, গাজা শহরের যেখানে হামাস জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে, সেই সব অঞ্চল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে। এর মধ্যেই তাঁদের প্রত্যাঘাতে গাজায় অন্তত ২৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামাসের বহু ঠিকানায় চালানো হচ্ছে বিমান হামলা। সব মিলিয়ে কার্যতই যুদ্ধ পরিস্থিতি ইজরায়েল-হামাস সংঘর্ষে। সেই সংঘর্ষেরই বলি হয়েছেন দুই পর্যটক।

বিপর্যয়ে কার্যত ধ্বংসস্তূপ উত্তর সিকিমের চুংথাং

গ্যাংটক, ৮ অক্টোবর: পাহাড়ের কোলে ছবির মতো সাজানো গ্রাম। বর্ষায় উচ্ছল ঝরনা। পাখির কলকাকলি। শহুরে ব্যস্ত জীবন থেকে মুক্তি পেতে দেশ বিদেশের পর্যটকরা ছুটে আসতেন সিকিমের চুংথাং-এ। গত কয়েকদিনে প্রকৃকির রোষে কার্যত ভ্রমণ মানচিত্র থেকে মুছে যেতে বসেছে এই জায়গা।

উত্তর সিকিমের এই গ্রামে বছরভর দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা লেগেই থাকত। মূলত এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য চুংথাংকে নিজেদের ভ্রমণ রুটের মধ্যেই রাখতেন সবাই। কয়েকদিনের মহা বিপর্যয়ে একেবারে শ্মশানের চেহারা নিয়েছে গ্রামটি। রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু ভেসে গিয়েছে জলে। শুধুমাত্র কয়েকটা ভাঙাচোরা বড় বহুতল এখনও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, তাও সেগুলোর কঙ্কালসার চেহারা।চুংথাংয়ের এক বাসিন্দা বলেন, 'বিপর্যয়ের সময় আমাদের সবাইকে গ্রাম থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সেনা। শনিবার পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর যখন ফিরলাম, চোখের জল ধরে রাখতে পারিনি। রাস্তা বলতে কিছু নেই আর। কোনওরকমে নদীর উপর দড়ি ফেলে, ঝুলতে ঝুলতে গ্রামে ঢুকেছি। আমি আমার নিজের গ্রামকেই চিনতে পারছি না। চুংথাং যেন একটা বিশাল ধ্বংসপুরীতে পরিণত হয়েছে। এই গ্রামে আর কোনওদিন বাইরে থেকে পর্যটকরা আসবে কিনা জানি না।'

উঁচু পাহাড়ে ঘেরা এই চুংথাং গ্রামের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সুন্দরী ঝরনা। এছাড়াও লাচুং গ্রামের কার্পেট বুনন কেন্দ্র, লাচুং গুম্ফা;সবকিছুই ছিল এই চুংথাংয়ে। কিন্তু হ্রদ বিপর্যয়ে সমস্ত কিছু ধুয়ে মুছে গিয়েছে। সিকিম প্রশাসনও জানিয়েছে যে, এখানকার প্রায় ৮০ শতাংশই একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এই গ্রাম আর কোনওদিন আগের রূপে ফিরবে কিনা কেউ জানেন না। আর সেই জন্যই সবার একটাই আশঙ্কা, হয়তো সিকিমের পর্যটন মানচিত্র থেকে চিরতরে হারিয়েই গেল চুংথাং!

দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে রায় দেওয়ায় কেন্দ্রের রোষানলে পড়তে হয়েছিল। অবসরের পরই বিস্ফোরক ওড়িশা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। পরোক্ষে তাঁর অভিযোগ, দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে রায় দেওয়ার পরই দিল্লি হাই কোর্ট থেকে তাঁকে বদলি করে দিয়েছিল কেন্দ্র।

রায় নিয়ে মুখ খুললেন প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর: ওড়িশা হাই কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি এস মুরলীধরণ আগস্টেই অবসর নিয়েছেন। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিল্লি দাঙ্গা নিয়ে ঐতিহাসিক রায় দেন তিনি। মাঝরাতে তাঁর বাসভবনে বসে আদালতের এজলাস। সেসময় দিল্লিতে দাঙ্গা পরিস্থিতি। তাই জরুরি ভিত্তিতে শুনানির বন্দোবস্ত করান তিনি। বিচারপতি মুরলীধরণের নেতৃত্বে তিন সদস্যের বেঞ্চ সেদিন বসেছিল। ওই বেঞ্চ মাঝরাতেই দিল্লি পুলিশকে নির্দেশ দেয়, যেভাবেই হোক দাঙ্গা কবলিত এলাকার মানুষকে রক্ষা করতে হবে। দরকারের সম্ভাব্য সব পন্থা অবলম্বন করুক দিল্লি পুলিশ। আসলে ওই দাঙ্গা পরিস্থিতির জন্য সেসময় অনেকেই দিল্লি পুলিশের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ী করেন। বিচারপতি মুরলীধরণের বেঞ্চের রায়েও সেটা প্রতিফলিত হয়। তার পরই বিচারপতিকে দিল্লি হাই কোর্ট থেকে পাঞ্জাব-হরিয়ানা হাই কোর্টে বদলি করে দেওয়া হয়। স্পষ্টতই, ওই রায়ের জন্য কেন্দ্রের রোষানলে পড়েন বিচারপতি মুরলীধরণ।

অবসরের পর সেই ইস্যু নিয়ে মুখ খুললেন বিচারপতি মুরলীধরণ। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলছেন, 'আমি জানি না কেন ওরা রেগে গেল। অন্য কোনও বিচারপতি আমার জায়গায় থাকলেও একই কাজ করতেন। দিল্লি হাই কোর্টে আমার যে কোনও সহকর্মী একই কাজ করতেন। জানি না তাতে সরকারের রেগে যাওয়ার কী ছিল?' এর পরই তিনি যোগ করেন, 'অহবশ্য কে রেগে গেল না গেল, তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ বহু মানুষ ওই রায়কেই সঠিক বলে মনে করেন। আমি পরে জানতে পেরেছি ওই রায়ের জন্য বহু মানুষের জীবন বেঁচেছে।'

অসমে তৈরি হবে ভারত বাংলাদেশের নতুন সেতু!

ঢাকা, ৮অক্টোবর: সেতু বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে বাংলাদেশের সঙ্গে অসম। ত্রিপুরায় ফেনী নদীর উপর মৈত্রী সেতু ভারত-বাংলাদেশকে যুক্ত করেছে। তেমনই অসমের করিমগঞ্জে কুশিয়ারা নদীর উপরে আর একটি সেতু নির্মিত হতে চলেছে বলে জানালেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আব্দুল মোমেন। বাংলাদেশের সিলেটে আয়োজিত তিন দিনের শিলচর-সিলেট উৎসবে মোমেন জানান, করিমগঞ্জ-জকিগঞ্জ সেতু নির্মাণের ব্যাপারে শীঘ্রই প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শুরু হবে। ২০২১ সালের মার্চে ফেনী নদীর ওপর সাব্রুম-রামগড় মৈত্রী সেতুর উদ্বোধন হয়। দু'মাস আগে ওই সেতু সাধারণ মানুষের জন্য খুলে দেওয়া হয়। মোমেন বলেন, 'এ ভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অধিকতর মজবুত করতে চাই। সে জন্য সব ধরনের চেষ্টা চলছে।'

বরাক উপত্যকার উপর দিয়ে দেশভাগ হলেও এই অঞ্চল থেকে যাঁরা বাংলাদেশে আসেন, তাঁদের ভিসার জন্য গুয়াহাটি বা আগরতলা যেতে হয়। এই সমস্যা সমাধানে শিলচরে ভিসা অফিস স্থাপনের দাবি জানায় অসমের নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি। বরাকবাসীর তরফে শিলচরে ভিসা কার্যালয় স্থাপনের দাবিতে মোমেন অবশ্য বেশি আগ্রহ দেখাননি।

ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন পতাকা, উন্মোচন করলেন বায়ুসেনা প্রধান

প্রয়াগরাজ, ৮ অক্টোবর: বদলে গেল সাত দশকের পুরোনো পতাকা। রবিবার উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে ৯১তম ভারতীয় বায়ুসেনা দিবস উদযাপনের সময়, ভারতীয় বায়ুসেনার নতুন পতাকার উন্মোচন করলেন বায়ুসেনা প্রধান, এয়ার চিফ মার্শাল ভিআর চৌধুরী। নতুন পতাকাটির উপরের ডানদিকে আইএএফ প্রতীক রয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নতুন পতাকা ও প্রতীকের ছবি প্রকাশ করে, বায়ুসেনা বলেছে আইএএফের ইতিহাসের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ দিন। গত কয়েক বছরে, ভারতের ঔপনিবেশিক অতীতকে ঝেড়ে ফেলার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে মোদি সরকার। বায়ুসেনার পতাকা পরিবর্তন সেই ধারাবাহিকতারই অংশ।

প্রসঙ্গত, প্রায় এক বছর আগে, পতাকা বদলেছিল ভারতীয় নৌবাহিনী ও।৯৩২-এর ৮ অক্টোবর, আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাহিনির পেশাদারি দক্ষতা এবং কৃতিত্বের পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৪৫ সালের মার্চে ভারতীয় বায়ুসেনার আগে 'রয়্যাল' উপাধি যোগ করা হয়েছিল। বাহিনীর নাম হয়েছিল রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্স। এই বাহিনীর পতাকায় ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক ছিল। ইউনিয়ন জ্যাকের লাল, সাদা এবং নীল রঙ দিয়েই ছিল রয়্যাল ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের রাউন্ডেল। ১৯৫০-এ ভারত প্রজাতন্ত্রে পরিণত হওয়ার পর, 'রয়্যাল' উপাধি বাদ দেয় আইএএফ। ওই বছরই বায়ুসেনার নতুন পতাকা গ্রহণ করা হয়েছিল। এই পতাকার নীচের ডানদিকে ভারতীয় জাতীয় পতাকা দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ইউনিয়ন জ্যাককে। রাউন্ডেলের রঙও বদলে গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ করা হয়। এদিন, বায়ুসেনার নতুন পতাকায় আইএএফ-এর প্রতীকও ব্যবহার করা হয়েছে। আইএএফ-এর প্রতীকে দেশের জাতীয় প্রতীক অশোক চিহ্ন রয়েছে। তার নীচে রয়েছে একটি ডানা ছড়ানো ঈগলের ছবি। ঈগলটিকে ঘিরে হালকা নীল রঙের একটি বলয়ে লেখা আছে 'ভারতীয় বায়ু সেনা'।

নিরাপদে দেশে ফিরলেন ইজরায়েলে আটকে পড়া অভিনেত্রী নুসরত

জেরুজালেম, ৮ অক্টোবর: হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে ভারতের অভিনেত্রী নুসরত ভারুচা গিয়েছিলেন ইজরায়েল। আচমকাই শনিবার সকাল থেকে সেখানে প্যালেস্তানীয় জঙ্গিগোষ্ঠীর ভয়াবহ মর্টার হানা শুরু হয়। দুপুর সাড়ে বারোটার পর থেকেই অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব না হওয়ায়, প্রবল দুশ্চিন্তায় ছিলেন তাঁর টিম। তবে রবিবার দুপুরে দেশে ফিরলেন নুসরত ভারুচা ।

অভিনেত্রীর টিমের তরফে ইতিমধ্যেই সেই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে। টিমের তরফে জানানো হয়েছে, অভিনেত্রী সুরক্ষিত রয়েছেন। তবে দেশে ফিরেই কান্নায় ভেঙে পড়েন নুসরত।

প্রসঙ্গত, সংবাদমাধ্যমকে অভিনেত্রীর টিমের এক সদস্য জানিয়েছেন, হাইফা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে নুসরত সেখানে গিয়েছিলেন। শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ তাঁর সঙ্গে শেষবার কথা বলা সম্ভব হয়েছিল। তার পর থেকেই আর অভিনেত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। সেই সময় নুসরত জানিয়েছিলেন, তিনি কোনও বেসমেন্টে রয়েছেন। আর সুরক্ষিত রয়েছেন। কিন্তু, অভিনেত্রীর অনুরাগীরা উদ্বিগ্ন।

প্রসঙ্গত, ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে আরবভূমির বুকে তৈরি ইহুদি দেশটিকে জন্মলগ্ন থেকেই ধ্বংস করার চেষ্টা চালাচ্ছে পড়শি মুসলিম দেশগুলোর। এপর্যন্ত একাধিক যুদ্ধও হয়েছে দুপক্ষের মধ্যে। ফের নতুন করে প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী হামাসের হামলার পরে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায়। শনিবার প্যালেস্টাইনের জঙ্গি গোষ্ঠী ইজরায়েলকে লক্ষ্য করে ৫ হাজার রকেট ছোড়ে! মৃত বহু। আহত পাঁচশোর উপরে। এমন পরিস্থিতিতে নুসরত ভারুচাকে সুরক্ষিতভাবে দেশে ফিরিয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করা হচ্ছিল। রবিবার দুপুরে শেষমেশ দেশে পা রাখেন বলিউড অভিনেত্রী।

ভয়াবহ তুষারধসে প্রাণ গেল মার্কিন ও নেপালি পর্বতারোহীর

বেজিং, ৮ অক্টোবর: তিব্বতের শিশাপাংমা পর্বতে তুষারধস। যার জেরে প্রাণ গেল এক মার্কিন এবং এক নেপালি পর্বতারোহীর। নিখোঁজ আরও দুই অভিযাত্রী। শনিবার (৭ অক্টোবর), শিশপাংমা শৃঙ্গ আরোহনের চেষ্টা করতে গিয়ে এই ধসের কবলে পড়েন প্রায় ৫০ জন পর্বতারোহী। শিশপাংমা শৃঙ্গের উচ্চতা ৮,০০০ মিটারের বেশি। বিশ্বের সর্বোচ্চ শৃঙ্গগুলির তালিকায় এর স্থান ১৪তম। এমনিতে, আট-হাজারি পর্বতশৃঙ্গগুলির মধ্যে শিশপাংমা আরোহন করা তুলনায় সহজ বলে গণ্য করা হয়। তবে, শনিবারের পরিস্থিতি ছিল আলাদা। ৭,৬০০ মিটার এবং ৮,০০০ মিটার উচ্চতায় পরপর দু-দুটি তুষারধস নামে। যার জেরে প্রাণ গিয়েছে, মার্কিন পর্বতারোহী আনা গুটু এবং নেপালি গাইড মিংমার শেরপার। এছাড়া, খোঁজ নেই আরেক মার্কিন পর্বতারোহী জিনা মারি রজুসিডলো এবং তাঁর নেপালি গাইড তেনজেন শেরপার।পর্বতারোহনের জগতে তেনজেন শেরপা এক বড় নাম। গত জুলাই মাসে নরওয়ের ক্রিস্টিন হরিলার গাইড হিসেবে তিনি পাকিস্তানের কে২ পর্বতশৃঙ্গ আরোহণ করেন। এর ফলে, আটহাজারি ১৪টি শৃঙ্গের সবকটিই জয় করেছিলেন তেনজেন। শুধু তাই নয়, ১৪টি আটহাজারি শৃঙ্গ জয়ে তিনিই ছিলেন বিশ্বের দ্রুততম পর্বতারোহী। অর্থাৎ, সবথেকে কম সময়ে তিনি এই ১৪টি শৃঙ্গ জয় করেন। সেই তেনজেনেরই এখনও কোনও খোঁজ নেই। এর পাশাপাশি, শনিবার শিশপাংমা শৃঙ্গ জয় করতে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন আরও এক নেপালি গাইড, কারমা গেলজেন শেরপা। তবে, উদ্ধারকারীরা তাঁকে পাহাড়ের ঠাল থেকে উদ্ধার করে নীচে নামিয়ে নিয়ে গিয়েছে।বর্ষায় তুষারধসের প্রবল সম্ভাবনা থাকে বলে, গত কয়েক মাস শিশাপাংমায় আরোহণ স্থগিত ছিল। তবে, অক্টোবরে বৃষ্টি কম হয় বলে, সাধারণত তুষার পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকে। তাই অক্টোবর মাস পড়তেই, পর্বতারোহীরা শৃঙ্গ অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছিলেন। শনিবার, ধস নামার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রোমানিয়া, আলবেনিয়া, ইতালি, জাপান এবং পাকিস্তান-সহ বিভিন্ন দেশের মোট ৫২জন শৃঙ্গের উদ্দেশে যাত্রা করছিলেন। সকলেই ধসের কবলে পড়েন। অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছেন দুই পাকিস্তানি পর্বতারোহী। খারাপ আবহাওয়ার কারণে শৃঙ্গ জয়ের কয়েকশ' মিটার দূর থেকেই তাঁদের নীচে নেমে আসতে হয়। সিরবাজ খান নামে এক পাক পর্বতারোহীর সামনে আবার অন্য এক রেকর্ডের হাতছানিও ছিল। শিশাপাংমা জয় করতে পারলেই তিনি প্রথম পাকিস্তানি হিসেবে আটহাজারি ১৪টি পর্বত চূড়া জয় করার রেকর্ড গড়তেন। তবে, রেকর্ডের হাতছানি এড়াতে পেরেছেন বলেই, প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন তিনি।

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট

সংবাদপত্রে প্রকাশক ই-টেন্ডার নোটিশ

ক্রম নং	কাজের নাম	এনআইটি নং এবং তারিখ
১.	এইচএমসি অধীনে বিভিন্ন ওয়ার্ডে পাম্পের দ্বারা জল অপসারণ	WB-HMC/TN/ED/S&D/17/ 2023-2024 তারিখ -০৫.১০.২০২৩

ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ই.ই. ডিপার্টমেন্ট (এস অ্যান্ড ডি),/www.wbtender.gov.in টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ (অনলাইন) ১৩.১০.২০২৩ বিকেল ৫টা পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৬২(২)/২৩-২৪
০৭.১০.২৩
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

Rishra Gram Panchayat
Vill.+P.O.: Bamunari, P.S.: Dankuni, Dist.- Hooghly, PIN- 712250
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders is invited from the resourceful and experienced bidders for execution of different development work(s) vide **NIT No.: 008/e-NIT/ RIS/2023-24 (Sl. 1-10), Date: 07.10.2023. Fund: SBM.** Documents Download & Bid Submission Start Date (Online): **07.10.2023 at 18:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date (Online): **14.10.2023 up to 11:00 Hrs.** Date of Opening of Technical & Financial Bid (Online): **16.10.2023.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Rishra Gram Panchayat

Office of the
BHABTA-1 GRAM PANCHAYAT
(Under Beldanga-I Block)
Vill+P.O-BHABTA * DIST.- MURSHIDABAD (W.B.)
eNIT No: - 05/15th CFC/BHB-I/ 2023-24 of MEMO NO: -192/15th CFC/BHB-I Dated:- 05/10/2023
Date of start of purchase of Tender paper: - 09/10/2023 (FROM 10.00 AM), Last date of dropping: - On or before On or before 17/10/2023 (up to 5.00 PM) Date of Technical Bid Opening: - 30/10/2023 (2.00 PM). Online tender notice will be found on the site of **https://wbtenders.gov.in** and notice board of Bhabta-I GP offline tender on GP office notice board.
Type of work: - Drain and Road
Sd/- Prodhan
Bhabta-I Gram Panchayat

Mogra-I Gram Panchayat
Hansghara, Mogra, Hooghly - 712148
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors for execution of the different works. Tender details given below:
NIT No.: 531/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 532/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 533/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 534/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 535/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 536/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
NIT No.: 537/MOG-I/23, Date: 09.10.2023
Last date of Bid Submission: **17/10/2023 at 18:00 Hrs.** For details log on **https://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Pradhan,
Mogra-I Gram Panchayat

বিরাট-রা-হুলে বিদ্ধ অস্ট্রেলিয়া

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু রোহিতদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতের ইনিংসের প্রথম দু'ওভারের পরে মনে হয়েছিল, বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে হারতে হবে তাদের। দেশের মাটিতে বিশ্বকাপে এর থেকে খারাপ শুরু কিছু হতে পারত না। কিন্তু বিরাট কোহলি ও লোকেশ রাহুল জানতেন, পিচ কঠিন হলেও পড়ে থাকতে পারলে রান আসবে। অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে যে কাজটা ডেভিড ওয়ার্নার ও স্টিভ স্মিথ করেছিলেন, ঠিক সেই কাজটাই করল ভারতীয় জুটি। ধরে খেললেন বিরাট ও রাহুল। তাড়াহুড়ো করলেন না। অহেতুক ঝুঁকি নিলেন না। ধীরে ধীরে লক্ষ্যের দিকে এগোলেন। বিরাট ও রাহুলের ব্যাটে চেন্নাইয়ে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে মাঠ ছাড়ল ভারত। কঠিন পিচে বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ জিতে আত্মবিশ্বাস অনেকটাই বাড়িয়ে নিল ভারত।

টসের আগে পিচ পরীক্ষক রবি শাস্ত্রী জানিয়েছিলেন, খেলা যত গড়াবে তত মন্থর হবে পিচ। ফলে পরের দিকে খেলতে আরও সমস্যা হবে। এই পিচে বড় ভূমিকা নেবেন স্পিনারেরা। সেই পিচে টস হারলেন রোহিত শর্মা। চোখ বন্ধ করে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার শুরুটা ভাল হয়নি। শূন্য রানে মিচেল মার্শকে আউট করেন যশপ্রীত বুমরা। স্লিপে ভাল ক্যাচ ধরেন বিরাট।

দ্বিতীয় উইকেট জুটি বাঁধেন ওয়ার্নার ও স্মিথ। রানের গতি কম হলেও উইকেট পড়ছিল না। ধীরে ধীরে খেলছিলেন তাঁরা। পেসারেরা আর উইকেট না পাওয়ায় স্পিনারদের হাতে বল তুলে দেন রোহিত। তার পরেই বদলে যায় ছবি। ৪১ রানের মাথায় ওয়ার্নারকে আউট করেন কুলদীপ। স্মিথ ও লাবুশেন দলের রান ১০০ পার করেন। স্মিথকে ভাল দেখাচ্ছিল। অর্ধশতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন তিনি। ঠিক তখনই অস্ট্রেলিয়াকে বড় ধাক্কা দেন রবীন্দ্র জাডেজা। ৪৬ রানের মাথায় জাডেজার বল বুঝতে না পেরে বোল্ড হন স্মিথ। আউট হওয়ার পরে তাঁর অভিব্যক্তি বুঝিয়ে দিচ্ছিল, কতটা কঠিন এই পিচ।

এক ওভারে লাবুশেন ও অ্যালেক্স ক্যারেকে আউট করেন জাডেজা। ১১৯ রানে ৫ উইকেট পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার। দেখে মনে হচ্ছিল, ১৫০ রান করাও কঠিন হবে। কিন্তু গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, প্যাট কামিন্স ও মিচেল স্টার্ক দলের রানকে টানলেন। বিশেষ করে স্টার্ক শেষ দিকে কয়েকটি বড় শট খেলেন। শেষ পর্যন্ত ৪৯.৩ ওভারে ১৯৯ রানে অল আউট হয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের হয়ে জাডেজা ৩টি, বুমরা ও কুলদীপ ২টি করে এবং মহম্মদ সিরাজ, রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও হার্দিক পাণ্ড্য ১টি করে উইকেট নেন।

২০০ রানের লক্ষ্য নিয়ে ব্যাট করতে নেমে স্টার্কের প্রথম বলেই আউট হন ঈশান কিশন। শুভমন গিল না থাকায় সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। তা কাজে লাগাতে পারেননি ওপেনার। বাইরের বল খেলতে গিয়ে উইকেট দিয়ে আসেন তিনি। পরের ওভারে ভারতকে জোড়া ধাক্কা দেন জশ হ্যাজলউড। প্রথমে রোহিত ও তার পর শ্রেয়স আয়ারকে ফেরান তিনি। দু'জনেই শূন্য রানে ফেরেন। মাত্র ২ রানে ৩ উইকেট পড়ে যায় ভারতের।

ব্যাট করতে নেমে উল্টোদিকে একের পর এক উইকেট পড়লেও ঘাবড়াননি কোহলি। রাহুলের সঙ্গে জুটি গড়েন তিনি। দৌড়ে রান নিতে থাকেন। তার মাঝেই কামিন্সের বলে বিরাটের ক্যাচ ছাড়েন মার্শ। তার পরে আর সুযোগ দেননি বিরাট। রানের গতি কম হলেও উইকেট ধরে রাখেন তাঁরা। দায়িত্ব নিয়ে খেলেন রাহুল। এক বার ক্রিজে জমে যাওয়ার পরে কয়েকটি বড় শট খেলেন তাঁরা। কিন্তু হাওয়ায় শট খেলেননি।

দুই ব্যাটারই নিজেদের অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। তাঁরা জানতেন, এই উইকেটে নতুন ব্যাটার নামলে সমস্যায় পড়বেন। ম্যাচ তাঁদেরই শেষ করে আসতে হবে। সেই ভাবেই খেলছিলেন দু'জনে। অস্ট্রেলিয়াকে সমস্যায় ফেললেন তাঁদের স্পিনারেরা। ভারতীয় স্পিনারদের ধারেকাছে যেতে পারলেন না তাঁরা। বিশেষ করে অ্যাডাম জাম্পা হতাশ করলেন। তাঁর উপর বড় ভরসা করেছিলেন কামিন্স। কিন্তু তিনি দলকে উইকেট এনে দিতে পারলেন না।

যত সময় গড়াচ্ছিল, তত জয়ের কাছে এগোচ্ছিল ভারত। সব রকম চেষ্টা করেন কামিন্স। কিন্তু কিছুতেই উইকেট আসছিল না। বিরাটকে কেন 'চেজমাস্টার' বলা হয় সেটা আরও এক বার দেখালেন তিনি। তা-ও এ রকম চাপের ম্যাচে। ধীরে ধীরে নিজের শতরানের দিকে এগোচ্ছিলেন বিরাট। কিন্তু ৮৫ রানের মাথায় আউট হলেন তিনি। তত ক্ষণে ভারতকে জয়ের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বিরাট। পাশাপাশি রাহুলের ব্যাটিংও মন ভরাল। বিরাট-রাহুলের ১৬৫ রানের জুটি দলকে জেতাল। শেষ পর্যন্ত ৫২ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে ম্যাচ জিতে গেল ভারত। রাহুল অপরাজিত থাকলেন ৯৭ রানে।

নিরাপত্তা ভেঙে ফের মাঠে ঢুকে বিরাটকে জড়িয়ে ধরলেন প্র্যাঙ্কস্টার জার্ভো

নিজস্ব প্রতিনিধি: চেন্নাইয়ের এমএ চিদম্বরম স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করেছে টিম ইন্ডিয়া ও অস্ট্রেলিয়া। এমন হাই ভোল্টেজ ম্যাচের তাল অবশ্য শুরুতেই কেটে গেল। কারণ ইংল্যান্ডের পর এবার ভারতের স্টেডিয়ামেও ঢুকে পড়লেন ড্যানিয়েল জার্ভিস ওরফে জার্ভো। চিপকের মাঠে ঢুকেই বিরাট কোহলিকে জড়িয়ে ধরেন ব্রিটিশ প্র্যাঙ্কস্টার। যদিও পরে নিরাপত্তারক্ষীদের নজরে ব্যাপারটা আসতেই এহেন জার্ভোকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়। তবে সেই ঘটনার ছবি ভাইরাল হতে সময় লাগেনি। এর আগে ২০২১ সালে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট চলাকালীন লর্ডসের পিচ ঢুকে তিনি প্রচারে এসেছিলেন। ভারতীয় দলের জার্সি পরে নিজেকে ভারতীয় দলের সদস্য বলে জাহির করেন তিনি। শেষ পর্যন্ত নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁকে মাঠ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। প্যাড, গ্লাভস, হেলমেট পরে জার্ভো ভারতের জার্সিতে আগেও মাঠে নেমেছেন। আবার তাঁর কায়দা সেই সময় ছিল অনেকটা ব্যাটার হিসেবে মাঠে নামার মতো। যার ফলে ইয়র্কশায়ার কাউন্টি ক্রিকেট ক্লাব তাঁকে আজীবন নির্বাসিতও করে। বিদেশের মাটিতে ভারতের ম্যাচের মাঝে মাঠে ঢুকে শান্ত হননি জার্ভো। এ বার তিনি পৌঁছে গেলেন ভারতেও। তবে তাঁকে থামানো যায়নি। এরপর হেডিংলি ক্রিকেট গ্রাউন্ডে সিরিজের তৃতীয় টেস্টের সময় জার্ভো পুনরায় পিচ আক্রমণ করেন। সেবার পুরো ক্রিকেটীয় পোশাক পরে ক্রিজে নেমে পড়েন ওপেনার রোহিত শর্মার সঙ্গে।

ভিভ রিচার্ডস-সচিনের রেকর্ড ভেঙে দিলেন ডেভিড ওয়ার্নার

নিজস্ব প্রতিনিধি: শুরুটা করেছিলেন ভালোই। ইঙ্গিত ছিল বড় ইনিংসের। তবে কুলদীপ যাদবের স্টাম্পে রাখা বল ড্রাইভ করতে গিয়ে তাঁর হাতেই ক্যাচ দিয়ে ফিরেছেন ডেভিড ওয়ার্নার। ভালো শুরুর ইনিংসটি থেমে গেছে ৫২ বলে ৪১ রানে। ভারতের বিপক্ষে বড় ইনিংসের সম্ভাবনা কাজে লাগাতে না পারলেও আউটের আগে দারুণ এক রেকর্ড গড়ে গেছেন ওয়ার্নার। অস্ট্রেলিয়ার ৩৬ বছর বাঁহাতিই এখন বিশ্বকাপের দ্রুততম এক হাজার রানের মালিক। পেছনে পড়ে গেছে শচীন টেন্ডুলকার ও এবি ডি ভিলিয়ার্সের রেকর্ড।

ভারতীয় কিংবদন্তি টেন্ডুলকার ও 'মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি' খ্যাত ডি ভিলিয়ার্স এক হাজার রানের মাইলফলকে স্পর্শ করেছিলেন ২০ ইনিংসে। আজ বিশ্বকাপে নিজের ১৯তম ম্যাচ খেলতে নামার পর ওয়ার্নারের দরকার ছিল ৯ রান। ইনিংসের সপ্তম ওভারে হার্দিক পান্ডিয়াকে চার মেরে চার অঙ্কের মাইলফলক স্পর্শ করেন তিনি। বিশ্বকাপে দ্রুততম এক হাজার রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে তৃতীয় স্থানে ভিভ রিচার্ডস ও সৌরভ গাঙ্গুলী, তাদের লেগেছিল ২১ ইনিংস। আর ২২ ইনিংসে এক হাজারের ঘরে ঢুকেছিলেন অস্ট্রেলিয়ার মার্ক ওয়াহ ও দক্ষিণ আফ্রিকার হার্শেল গিবস। বিশ্বকাপে এক হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করতে ১৯ ইনিংস লেগেছে ডেভিড ওয়ার্নারের। শচীন টেন্ডুলকার ও এবি ডি ভিলিয়ার্সের লেগেছিল ২০ ইনিংস।

অস্ট্রেলিয়ানদের মধ্যে বিশ্বকাপে এক হাজার রান করা চতুর্থ ব্যাটসম্যান ওয়ার্নার। তাঁর আগে এই মাইলফলক স্পর্শ করেছিলেন রিকি পন্টিং (১৭৪৩), অ্যাডাম গিলক্রিস্ট (১০৮৫) ও মার্ক ওয়াহ (১০০৪)। বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি রান করা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ওয়ার্নারের অবস্থান এই মুহূর্তে ১৭ নম্বরে। সবচেয়ে বেশি ২২৭৮ রান টেন্ডুলকারের। দুই হাজারের বেশি রান করা একমাত্র ব্যাটসম্যানও তিনিই। দ্বিতীয় স্থানে পন্টিং, ১৫৩২ রান নিয়ে তৃতীয় স্থানে কুমার সাঙ্গাকারা। এবারের বিশ্বকাপে খেলা ব্যাটসম্যানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ১১৬০ রান বাংলাদেশ অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের। ১০৩৩ রান নিয়ে ওয়ার্নার দুইয়ে, ১০৩০ রান নিয়ে তিনে বিরাট কোহলি।

চেন্নাইয়িনকে হারানোর পরেও খুঁত খুঁজে পেলেন বাগান কোচ ফেরান্দো

নিজস্ব প্রতিনিধি: শনিবার চেন্নাইয়ের মারিনা এরিনার উড়ল শুধুই যেন সবুজ-মেরুন রং। সেই রঙের ছটায় নিজেদের ঘরের মাঠে একেবারে বিবর্ণ হয়ে গেল চেন্নাইয়িন এফসি। এদিন চেন্নাইয়ের দলকে ৩-১ গোলে হারিয়ে প্রথম অ্যাওয়ে জয় তুলে নিল মোহনবাগান। টানা তিন ম্যাচ জিতে আইএসএল টেবলের এক নম্বর জায়গা আরও পোক্ত করল জেসন কামিন্স, দিমিত্রি পেত্রাতোসরা। চলতি মরশুমে মোহনবাগানের সেরা প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধও দারুণ। আর এই সুন্দর ফুটবলের রিং মাস্টার সাহাল আব্দুল সামাদ। অনবদ্য ফুটবল খেললেন বাগানের মিডিয়ো। তিনটে গোলের পিছনে রয়েছে তাঁরই অবদান। সেই সঙ্গে গোটা দলকে খেলালেন সামাদ।

আর দলের পারফরম্যান্সে খুশি হলেও, বেশ কিছু খুঁত খুঁজে বের করেছেন বাগানের স্প্যানিশ কোচ জুয়ান ফেরান্দো। তাঁর দল রীতিমতো আধিপত্য দেখিয়ে জয়ের পর সাংবাদিক বৈঠকে ফেরান্দো বলেছেন, 'দলের ছেলেদের খেলায় আমি খুশি। এখনও পর্যন্ত অনেকগুলো ম্যাচ আমরা খেলেছি। একসঙ্গে এএফসি কাপ, ডুরান্ড কাপ, কলকাতা লিগ, আইএসএল সবই খেলছি। সবেতেই আমরা ভালো খেলার যথেষ্ট চেষ্টা করছি। সেই জন্যই

আমি খুশি। অনুশীলন, ম্যাচ সবেতেই ছেলেরা যথেষ্ট ভালো কাজ করছে। তবু বলব, আমাদের আরও উন্নতি করতে হবে। অনেক সুযোগ নষ্ট করেছি। আজ প্রথমার্ধে আমাদের একাধিক সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে। ওঠা-নামার ক্ষেত্রেও সমস্যা ছিল। এক্ষেত্রে আমি পুরোপুরি খুশি নই ঠিকই। তবে এর জন্য খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ দোষ দেব না। ওদের নিয়ে এখনও কাজ করতে হবে।' ফেরান্দো আরও যোগ করেন, 'চেন্নাইয়িন ম্যাচ কঠিন ছিল। কঠিন দল তারা। ওদের দলে ভালো ভালো লড়াকু খেলোয়াড় রয়েছে। ফিরতি লিগে ওদের বিরুদ্ধে যখন নামব, তখন আমাদের সাবধানে খেলতে হবে।'

এ দিন আলবানিয়ার জাতীয় দলের হয়ে খেলা স্ট্রাইকার সাদিকুকে দ্বিতীয়ার্ধে পরিবর্ত হিসাবে নামানো হয়েছিল। কিন্তু তিনি কোনও গোল করতে পারেননি। সাদিকুকে নিয়ে ফেরান্দোর দাবি, 'সাদিকু গোল করতে পারছে না ঠিকই। কিন্তু ও খুব ভালো খেলছে। ও প্রতিপক্ষকে চাপে রাখছে। দিমি, সহাল যখন আক্রমণে উঠছে, তখন ওদের জায়গা তৈরিতে সাহায্য করছে। মনবীর একটা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছিল ওকে। এ ছাড়াও থাপার সঙ্গে আরও একটা সুযোগ তৈরি করেছিল ও। কিন্তু প্রতিপক্ষের দু'জন সেন্টার ব্যাক ওর খুব কাছাকাছি ছিল বলে ও সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেনি। তবে সবাইকে যে গোল করতেই হবে, তার কোনও মানে নেই। আমার কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কে নিজের ভূমিকা কতটা ভালো ভাবে পালন করছে। এখন হয়তো গোল পাচ্ছে না ও। কিন্তু দু'সপ্তাহ পরে হয়তো পাবে। তবে আমি ওর পারফরম্যান্সে খুশি।'

এদিনের ম্যাচের সেরা প্লেয়ার সাহাল বলেন, 'কোচই আত্মবিশ্বাস জুগিয়েছেন আক্রমণে এতটা আগ্রাসী হয়ে ওঠার জন্য। মাঝমাঠে নেমে বল নিয়ন্ত্রণে রাখারও চেষ্টা করেছি। স্বাধীন ভাবে খেলার সুযোগ পাচ্ছি এই দলে। সেই জন্যই ক্রমশ উন্নতি করতে পারছি। প্রতি ম্যাচে আমাদের দলের প্রত্যেকের আত্মবিশ্বাস বাড়ছে এবং তা ম্যাচেও প্রতিফলিত হচ্ছে। আমি নিজের খেলায় খুশি। নতুন দলের সতীর্থদের সঙ্গে খেলা খুবই উপভোগ করছি আমি।'

চেন্নাইয়িন ম্যাচের পর মোহনবাগান ফের ২৪ অক্টোবর এএফসি কাপের ম্যাচ খেলবে। ভুবনেশ্বরের মাঠে বাংলাদেশের বসুন্ধরা কিংসের বিরুদ্ধে ম্যাচ রয়েছে তাদের। এএফসি কাপের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে। তাই আপাতত দু'সপ্তাহেরও বেশি ছুটি সবুজ-মেরুন শিবিরের। তবে মাঝে দলের সাত জন প্লেয়ার ভারতীয় শিবিরে যোগ দেবেন। ফেরান্দো বলেছেন, 'সামনের দীর্ঘ বিশ্রামে আমাদের পরবর্তী ম্যাচগুলোর জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এর পর আমাদের সামনে এএফসি কাপের দু'টো ম্যাচ আছে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ কবে হবে জানি না। পুজোর উৎসব আছে ওই সময়ে। তাই এই নিয়ে ধন্দে রয়েছি। সামনে অনেক ম্যাচ আছে আমাদের।'

ফখর জামানকে কত টানবে পাকিস্তান, প্রশ্ন রামিজের

নিজস্ব প্রতিনিধি: শেষ ১১ ওয়ানডে ইনিংসে ১৮.৩৬ গড়ে ২০২ রান করেছেন পাকিস্তানি ওপেনার ফখর জামান। এমন পরিসংখ্যান যেকোনো ব্যাটসম্যানের জন্য হতাশার। সবশেষ নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে দলকে চাপে ফেলে ফখর আউট হয়েছেন ১৫ বলে ১২ রান করে।

এই ম্যাচের পর আবার তাঁর দলে থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সাবেক পাকিস্তান অধিনায়ক রমিজ রাজা। সামনের ম্যাচগুলোয় ফখরকে বিশ্রাম দেওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন রমিজ। রমিজের মতো এতটা কঠোর না হলেও ফখরের ব্যাটিং নিয়ে দুশ্চিন্তার কথা বলেছেন ওয়াসিম আকরাম-শহীদ আফ্রিদি-মিসবাহ-উল-হকরা। এশিয়া কাপে ব্যর্থতার পর থেকেই ফখরের ব্যাটিং নিয়ে অসন্তুষ্ট ছিলেন রমিজ। তখন রমিজ বলেছিলেন, ফখরের উচিত নিজে থেকে সরে যাওয়া। এবারও নেদারল্যান্ডস ম্যাচের পর আবার ফখরকে একহাত নিয়েছেন রমিজ, 'পাকিস্তানকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, তারা কি ফখর জামানকে এভাবেই টেনে নিবে? কারণ, আমার মনে হয় না তার ফর্ম খুব দ্রুত ফিরে আসবে। তার ব্যাটিং স্টাইল আন-অর্থোডক্স। আড়াআড়ি ব্যাট আসে এবং হ্যান্ডেলে গ্রিপ করাটাও বেশ অদ্ভুত। নিজের দিনে সে যে ম্যাচ উইনার এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আন-অর্থোডক্স খেলোয়াড় যখন ফর্মহীন হয়, তবে তাদের ফিরে আসতে সময় লাগে। আমার কাছে ফর্ম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সে এখন অফ ফর্মে আছে। সামনের ম্যাচগুলোয় এখন তার বিকল্প দেখা উচিত।' ফখরের ব্যাটিংয়ের সমালোচনা করেছেন সাবেক অধিনায়ক ও কিংবদন্তি ফাস্ট বোলার ওয়াসিম আকরামও, 'ফখর আবারও ধীরগতির বলে উইকেট দিয়ে এসেছে। আপনি যখন ছন্দহীন থাকেন, তখন ৫০ ওভারের ম্যাচে আপনার একটু দেখেশুনে খেলা উচিত। কিন্তু সে সারাক্ষণ খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছিল। মঈন (সাবেক উইকেটরক্ষক,ব্যাটসম্যান মঈন খান) সেদিন বলছিল, যখন কেউ ছন্দহীন থাকে, তখন তার উচিত ব্যাট নিচে নামিয়ে খেলা।' আরেক সাবেক অধিনায়ক মিসবাহ-উল-হক অবশ্য ওপেনিং জুটি নিয়েই দুশ্চিন্তা করার কথা বলেছেন, 'পাকিস্তানের জন্য এটা দুশ্চিন্তার। ফখর আগে থেকেই অফ ফর্ম ছিল, এখন ইমামেরও একই অবস্থা। ইমাম গত ৩-৪ ম্যাচে এমনভাবে আউট হয়েছে, এভাবে সে আসলে আউট হয় না। এটা নিয়ে পাকিস্তানের ভাবতে হবে।' সাবেক অধিনায়ক আমির সোহেল ফখরের সমস্যা চিহ্নিত করে বলেছেন, 'আমি তাকে লঙ্কান প্রিমিয়ার লিগ থেকে দেখে আসছি। আমি দেখেছি সে ফর্মে আসার জন্য মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এ জন্য সে নানা কিছু করছে। আমরা মনে হয়, সে ব্যাটিংয়ের সময় ভারসাম্য রাখতে পারছে না। আমার মনে হয়, এটা তার ঠিক করা উচিত।'

NARSINGHA
একদিন দশভুজা
শারদ সম্মান ২০২৩
EKDIN Puja Registration Form
(Please fill the form in Capital Letter)

1. Name of Puja Committee & Address:.....
.....
2. Name of the President: ..... Mobile: .....
3. Name of the Secretary: ..... Mobile: .....
4. Name of the Other Contact Persons: ..... Mobile:.....
5. (a) Puja: Theme or Traditional (Tick one) :
(b) Puja theme & Artist: .....
6. Puja Budget: .....
7. Any Social activities done between last One Year:.....

Terms & Conditions: (i) All Judgments will be selected by online system. After 100 puja selection committee We will add one person's mobile no. to our whatsApp group. Puja Committee will send 2 minutes video on puja theme. (ii) Only Baroari Puja will come under the jurisdiction of the competition. (iii) Last date of submission of application is 11/09/2023. (iv) Entries which are completed in all respect shall be eligible for the competitions. (v) Puja Committee should display Banner (6ft x 4ft) in prominent position in puja pandels. (vi) The event officials' decisions must be granted.

We agree to abide by the terms & Conditions.

Date & Place:

Signature on behalf of
Puja Committee with Seal

Form Submission Centre: 'PHOENIX', 6/16A, Podder Nagar, Kol-700068, Near South City Mall. 'EKDIN' 1, Old Court House Corner, Tobacco House, 3rd Floor, Room No. 306, Kolkata-700001 || Contact: 8420444073, 8697722990

SUPPORTED BY B.B.I.T Public School JIMS Hospital
MEDIA PARTNER খবর এখন
FOOD PARTNER SHAKERS
Digital Partner বাংলা বলছে
TROPHY SPONSOROD BY BENGAL REHABILITATION GROUP
Event Organiser wide angle
PR Partner LIVERAGE
Event Management PHOENIX Panacea For Your Brand

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**